রংদার রোববার

হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যা নাকি বার্ধক্য ঠেকানোর চিকিৎসা, 'কাঁটা লাগা গার্ল'-এর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এটা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, মানুষের চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা বরাবরের।
অমরত্ব
১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Manmohan JADU MALAM
সকল থেকে সাবধান
MK Since 90 Years
Ph : 9830303398

নীরব মোদির ভাই গ্রেপ্তার
পলাতক নীরব মোদির ভাই নেহাল মোদি গ্রেপ্তার আমেরিকায়। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ১৩,৫০০ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।
▸▸ ১০

একমঞ্চে রাজ-উদ্ধব
প্রায় দু'দশকের ব্যবধানে ফের কোনও রাজনৈতিক মঞ্চে একসঙ্গে দেখা গেল রাজ ঠাকরে ও উদ্ধব ঠাকরেকে। এজন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে কৃতিত্ব দিয়েছেন দুই ভাই।
▸▸ ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩১°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৪°

মেসির দেশে মোদি
৫ দেশীয় সফরের তৃতীয় ধাপে লিওনেল মেসির দেশ আর্জেন্টিনায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সফর ঘিরে আর্জেন্টিনায় তৎপরতা চোখে পড়ার মতো।
▸▸ ১১

২১ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 6 July 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 49

বীণার বিয়ে দিলেন শফিকুলরা

সম্প্রীতির সাক্ষী থাকল হরিশ্চন্দ্রপুর

একই বৃন্তে দুটি কুসুম

সৌরভকুমার মিশ্র

শফিকুল, আলমগিরদের সৌজন্যে তৈরি হচ্ছে ছায়ামণ্ডপ।

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ জুলাই : বাবা দীর্ঘদিন ধরে রোগশয্যায়। এদিকে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে। এলাকার বাড়ি বাড়ি জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ করেই কোনওরকমে সংসার চালাতেন বাবা জিতেন্দ্র বেদ। কিন্তু শয্যাশায়ী হওয়ায় সেই রোজগারও বন্ধ। মেয়ের বিয়ে কীভাবে দেবেন সেই চিন্তায় আকুল পরিবার। এই খবর শুনে এগিয়ে এলেন গ্রামের শফিকুল, সানু এবং আলমগিরের মতো কয়েকজন তরুণ। গ্রামে নিজেদের হাতে তৈরি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সাহায্য করে বেদ পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন তাঁরা। এমনই এক সম্প্রীতির সাক্ষী থাকল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর এলাকা। এলাকার বাসিন্দা পিংকি বেদের সঙ্গে থাকতেন তাঁর ছোট বোন বীণা বেদ। আসল বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায়। তাঁরা চার বোন। বীণা ছোট। বীণার বিয়ে ঠিক হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের দ্বিতল গ্রামে। পাত্র নিত্য মহালদার পরিযায়ী শ্রমিক। কিন্তু বিয়ে ঠিক হলেই বা কী হবে? অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে? মাথায় হাত মেয়েপক্ষের।

বেদ পরিবারের এই খবর শুনে ছুটে এলেন পাশের গ্রাম ভিঙ্গলের শফিকুল আলম, সানু ইসলাম, আলমগির খান এবং দীপক উপাধ্যায়রা। তাঁরা তাঁদের তৈরি করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ের সমস্ত কিছুর আয়োজন করেন। শুক্রবার রাতে ধুমধাম করে বিয়ে সম্পন্ন হল বীণার।

বিয়ের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, সবজি, মাছ এবং নানা রকমের মিষ্টি। এমনকি বিয়ের তত্ত্বের মিষ্টি থেকে শুরু করে বরযাত্রীদের টিফিন সবটাই ব্যবস্থা করেন শফিকুলরা।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সহপাঠীর শ্লীলতাহানির শিকার ছাত্রী

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : কসবা আইন কলেজের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। এরই মধ্যে এবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন একটি বেসরকারি ইংরাজিমাধ্যম স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ক্লাস চলাকালীন শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল সহপাঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ সমস্ত ঘটনা জানার পরেও অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। উলটে ঘটনা ধামাচাপা দিতে কার্যত ছাত্রীর পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া ও ভয় দেখানো হচ্ছে। ঘটনার পর থেকে কার্যত মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে ছাত্রীটি। পরিবারের তরফে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি) এবং মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান মান্না মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ছাত্রীর অভিভাবকদের তরফে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছি।' পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'ছাত্রীর পরিবারের তরফে আমাকে একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।'

স্কুলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে অধ্যক্ষকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজ করা হলে তার উত্তরও দেননি। স্কুলের ক্লাস টিচার, যাঁকে ওই ছাত্রী প্রথমে ঘটনার কথা জানিয়েছিল, তাঁকে ফোন করা হলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় শুনেই ভুল নম্বর বলে ফোন কেটে দেন।

ঘটনার সূত্রপাত গত মাসের ২৩ তারিখে। সেদিন স্কুলের প্রথম পিরিয়ডে নির্যাতিতা ছাত্রীর ঠিক পেছনের বেঞ্চেই বসেছিল তারই অভিযুক্ত সহপাঠী। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, ক্লাস শুরুর সময় থেকে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে ওই ছাত্র অশালীন কথা বলছিল। প্রথমে সহ্য করলেও একসময় ছাত্রটি মেয়েটির গায়ে হাত দেয়। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় সে ক্লাস টিচারকে সহপাঠীর অভব্য আচরণের কথা জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াতে গেলে অভিযুক্ত তার হাত মচকে দেয়। সেইসঙ্গে হুমকি দিয়ে বলে, এই ঘটনা শিক্ষিকাকে জানালে স্কুল ছুটির পর সে দেখে নেবে।

ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, ক্লাস শেষের পর ছাত্রীটি ঘটনার কথা ক্লাস টিচারকে বলতে গেলে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
আলু ও অন্যান্য বীজ শোধনে
আধুনিক জৈব প্রযুক্তির একমাত্র উপকারী ছত্রাকনাশক
ট্রাইকোস্টার
TRICHOSTAR
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

আরজি কর থেকে কল্যাণী। নারী নির্যাতনের ঘটনায় সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সীমান্ত গ্রামেও যে মহিলারা নিরাপদ নন, তা এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

বধূকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ জুলাই : ভরদুপুরে নদীতে স্নান করে বাড়ি ফেরার পথে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা। বাধা দেওয়ায় নির্যাতিতার হাত-পা বেঁধে, গলা টিপে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ওই গৃহবধূর চিৎকারে এলাকার অন্য মহিলারা ছুটে এলে এলাকা ছেড়ে পালায় অভিযুক্ত। ঘটনায় আহত ও অসুস্থ ওই নির্যাতিতাকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্কে ভুগছে নির্যাতিতার পরিবার। বালুরঘাট থানার ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত ঘেঁষা একটি গ্রামের বাসিন্দা ওই গৃহবধূর স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

শনিবার দুপুরে স্থানীয় জঙ্গল থেকে খড়ি সংগ্রহ করে, আত্রেয়ী নদীতে স্নান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর উপর নজর রাখছিল প্রতিবেশী এক তরুণ। বাড়ি ফেরার পথে গৃহবধূকে একা পেয়ে তাঁর শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে ওই গৃহবধূ চিৎকার করে উঠলে গামছা দিয়ে তাঁর হাত-পা বেঁধে, গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ওই তরুণ। ওই গৃহবধূ কোনওমতে চিৎকার করে ওঠায় আশপাশ থেকে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। বেগতিক বুঝে সেখান থেকে চম্পট দেয় ওই তরুণ। ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রাই। সারা শরীরে নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত ও অসুস্থ ওই গৃহবধূকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

আরজি কর থেকে কল্যাণী। নারী নির্যাতনের ঘটনায় সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সীমান্ত গ্রামেও যে মহিলারা নিরাপদ নন, তা এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। বিশেষ করে, পুলিশ ও বিএসএফের টহল দেওয়া এলাকায় এভাবে এই গৃহবধূর উপর প্রতিবেশীর হামলা, ভাবাচ্ছে সকলকে। ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

বালুরঘাট হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'ওই গৃহবধূর চিকিৎসা চলছে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত থাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে তাঁর কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

প্রখ্যাত বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ
ডাঃ ঋতুপর্ণা দাস
এম.বি.বি.এস, এম.ডি ফেলোশিপ ইন রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন
RAMKRISHNA IVF CENTRE
IVF TEST TUBE BABY IUI-ICSI
প্রতি মাসের চতুর্থ শনিবার
আমরা আসছি আপনার শহর রায়গঞ্জে
উকিল পাড়া, রায়গঞ্জ | 75508 62233

ঘটনাক্রম :

- শনিবার ভরদুপুরে আত্রেয়ী নদীর পাশে সীমান্ত লাগোয়া জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছিলেন ওই গৃহবধূ
- গ্রামেরই এক তরুণ একা পেয়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে ধর্ষণের চেষ্টা করে
- বধূ নিজেকে বাঁচানোর জন্য ধস্তাধস্তি ও চিৎকার করলে তাঁর গলা টিপে ধরে মেরে ফেলার চেষ্টা
- ওই গৃহবধূকে জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

নির্যাতিতার স্বামীর অভিযোগ, নদী থেকে খড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে অভিযুক্ত আমার স্ত্রীকে পেছন থেকে টেনে ধরে মাটিতে ফেলে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ওর পা বেঁধে দেয়। চিৎকার করলে মেরে ফেলার চেষ্টাও করে। আচমকা আক্রমণের ফলে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও খানিকক্ষণের মধ্যে সংবিৎ ফিরতেই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে স্ত্রী। প্রতিবেশীরা ছুটে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পরে স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

গুলি কাণ্ডে বিধায়ক সহ ৫ জনের নামে এফআইআর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ জুলাই : গুলি কাণ্ডে বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় সহ মোট পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে এফআইআর দায়ের করা হল। গ্রেপ্তার হওয়া সুকুমারের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় ও গাড়ির চালক উত্তম গুপ্তকে এদিন কোচবিহার আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাকি অভিযুক্তরা ফেরার বলে পুলিশের দাবি। এখবর লেখা পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, বিজেপি বিধায়কের ছেলে গ্রেপ্তার ও বিধায়কের নামে মামলা হওয়ার পরেও বিজেপির নীরবতায় দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। এর আগেও দেখা গিয়েছে, দলের কেউ গ্রেপ্তার হলে 'মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে' দাবি করে বিজেপি আন্দোলনে নেমেছে। তবে প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বর্তমান বিধায়কের মতো হাইপ্রোফাইল নেতার বিরুদ্ধে মামলা ও তাঁর ছেলে গ্রেপ্তার হলেও তার প্রতিবাদে পদ্ম শিবিরকে কোনও কর্মসূচি করতে দেখা যায়নি। আন্দোলনে দেখা না গেলেও দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বলে সুকুমারের দাবি। শনিবার তিনি বলেন, 'বারবারই বলে এসেছি রাজনৈতিকভাবে না পারায় মিথ্যে মামলা দিয়ে আমাদের ফাঁসানো হচ্ছে। দল নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদে নামবে।'

গত ৪ এপ্রিল পদ্ম শিবিরের দলীয় কার্যালয়ের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সংঘর্ষে জড়িয়েছিল। সেই সময় পুলিশ বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতি প্রকাশ দে-কে গ্রেপ্তার করেছিল। তার প্রতিবাদে পরদিনই দলের জেলা নেতৃত্ব বিক্ষোভ মিছিল করে। এর আগেও দলীয় কর্মীদের ওপর মিথ্যে মামলার অভিযোগ তুলে বিজেপি বহু আন্দোলন করেছে। তাহলে সুকুমারের ঘটনায় দলের তরফে কর্মসূচি দেখা গেল না কেন?

এরপর চোদ্দোর পাতায়

নিশ্চুপ পদ্ম

- গুলি কাণ্ডে বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় সহ পাঁচজনের নামে এফআইআর দায়ের হল
- সুকুমারের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় ও গাড়ির চালক উত্তম গুপ্তের পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত
- বিধায়কের ছেলে গ্রেপ্তার ও বিধায়কের নামে মামলা হওয়ার পরেও বিজেপির নীরবতা
- এনিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা, প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে বিজেপির দাবি

সাধের গোপাল। উলটোরথযাত্রায় বালুরঘাটের বোয়ালদারে। শনিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

স্নানে নজরের জেরে ছাত্রীশূন্য হস্টেল

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৫ জুলাই : আবাসিক ছাত্রীদের স্নানে সিসিটিভি'র গোপন নজর কাণ্ডের জেরে ছাত্রীশূন্য হস্টেল। তবে, ফাঁকা হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা নিয়মিত কাজে আসছেন বলে দাবি করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। ছাত্রীরা না থাকায় তেমন কোনও কাজ নেই ওই হস্টেল কর্মীদের। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দাবি, 'অনেক ছাত্রী হস্টেলে আসতে চাইছে।' প্রশ্ন উঠছে, তাহলে হস্টেল ছাত্রীশূন্য কেন? প্রধান শিক্ষিকার সাফাই, 'পরিস্থিতি ঠান্ডা হওয়ার কথা মাথায় রেখে অধিকাংশ অভিভাবক ছাত্রীদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছেন। এখন ছাত্রীরা হস্টেলে ফিরতে চাইছে।'

আবাসিক ছাত্রীদের অভিভাবকদের কথায় অবশ্য বিস্তর ফারাক। এক অভিভাবকের বক্তব্য, 'এখনও মূল দুই অভিযুক্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। মেয়ের জীবন আগে। ঘটনার পর মেয়ের স্কুলে যাওয়া বা হস্টেলে থাকা নিয়ে ভীতি তৈরি হয়েছে। মেয়েকে নিয়ে বাড়ি চলে এসেছি। ঘুমের মধ্যে আতঙ্কে কেঁপে উঠছে। মেয়ের মা দিনরাত কান্নাকাটি করছে। কী করব, বুঝতে পারছি না।' আর যাবে না স্কুলে বা হস্টেলে? জবাবে ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রী মাথা নীচু করে বলল, 'না। ভয় লাগছে।'

২ জুলাই আবাসিক কিছু ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ও সিসিটিভি ক্যামেরায় তাদের স্নানে পুরুষ কর্মীর নজর নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জের একটি স্কুল। প্রধান শিক্ষিকার ঘরের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখায় হস্টেলের ছাত্রীরা। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নানা অভিযোগ সামনে আনেন স্কুলের সহ শিক্ষিকারাও। প্রথমদিন প্রধান শিক্ষিকার তরফে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করায় দ্বিতীয় দিন ফের বিক্ষোভ শুরু করে ছাত্রীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ আসে স্কুলে। পুলিশ স্নানের জায়গা থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা খুলে দেয়। উপস্থিত হন স্থানীয় জয়েন্ট বিডিও সন্দীপন দে, এসআই শ্রীলা সাহা সহ কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। সহ শিক্ষিকা ও আবাসিক ছাত্রীদের অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে হস্টেলের হিসাবরক্ষক এবং অঙ্কন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রধান শিক্ষিকা।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। কোর্ট খুললে আবাসিক ছাত্রীদের অভিভাবকরা নিয়ে এলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দির জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।' কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, 'পুলিশ অবশ্যই দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। তবে, অভিভাবকদের উচিত মেয়েদের হস্টেলে নিয়ে আসা।'

ক্যামেরা কাণ্ড

- আবাসিক কিছু ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে কালিয়াগঞ্জের স্কুলে
- স্কুলেরই এক কর্মী ছাত্রীদের স্নানের দৃশ্য ক্যামেরায় দেখতেন বলে অভিযোগ
- ওই ঘটনার জেরে এখন ছাত্রীশূন্য হস্টেল
- প্রধান শিক্ষিকা অবশ্য দাবি করছেন, অনেক ছাত্রী হস্টেলে আসতে চাইছে
- ছাত্রীদের একাংশ ভয়ে স্কুল বা হস্টেলে আর আসতে চাইছে না

এডিশন স্পেশাল

যোগ্যতা থাকলেও কাজ নেই স্নাতকের
▸▸ এগারোর পাতায়

কলকাতায় আবার বিমান বিভ্রাট
▸▸ পাঁচের পাতায়

অন্যরা যা ভাবে না
আমরা তা লিখে করে দেখাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি পার। শুভমান গিল থামলেন ১৬১ রানে। ইংল্যান্ডের মাটিতে গড়লেন নয়া নজির। এক টেস্টে ৪৩০ রান করে ভাঙলেন সুনীল গাভাসকার ও বিরাট কোহলির রেকর্ড। শনিবার বার্মিংহামে।

তাসাটির বুকে 'স্বপ্নের উড়ান' খেয়ালখুশির

কেউ একমনে বই পড়ছে, কেউবা রংতুলিতে ফুটিয়ে তুলছে প্রকৃতিকে। তাসাটির সবুজ গালিচায় ওরা এখন মজাদার মুহূর্ত কাটাচ্ছে প্রতি শনিবার। এমন অভিনব আঙিনায় ওদের নিয়ে এসেছেন হরেকৃষ্ণ বর্মন ও মৌসুমি গুপ্ত।

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৫ জুলাই : ফালাকাটা-বীরপাড়া জাতীয় সড়ক দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি। রাস্তার দু'পাশে ঘন সবুজ চা বাগান। সেই বাগানের ছায়াগাছে এসে অনবরত কলতান জুড়ছে পাখির দল। দূর থেকে প্রকৃতি যেন হাত বাড়িয়ে ডাকছে বারেবার। এমন পরিবেশে বসেই আপন মনে বই পড়ছে বেশ কয়েকজন কচিকাঁচা। কেউ আবার মগ্ন রংতুলিতে। ক্যানভাসে যেন ফুটে উঠছে স্বপ্ন।

প্রতি শনিবার এমন দৃশ্য নজরে আসছে তাসাটি চা বাগানে। বাগানের মাঠে বসে আপন খেয়ালে বসে চলছে 'শিক্ষাগ্রহণ'। বইয়ের পাতা ওলটানোর শব্দ আর প্রকৃতির নীরবতা মিলেমিশে যেন একাকার।

চা বাগানের মাঝে এমন অনন্য পরিবেশ তৈরি করেছেন দুই উদ্যমী এবং শিক্ষানুরাগী হরেকৃষ্ণ বর্মন ও মৌসুমি গুপ্ত। মূলত তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই তাসাটি চা বাগানের কোলে তৈরি হয়েছে রিডিং জোন। এখানে এখন প্রতি সপ্তাহান্তে বসে কচিকাঁচাদের আসর।

মন ভালো করা

রিডিং জোনটির পোশাকি নাম 'খেয়ালখুশি'। আপনি এখানে এলে পড়ে ফেলতে পারবেন প্রিয় লেখকের বই। পারবেন প্রকৃতির কোলে বসে নিজের খেয়ালে ছবি আঁকতে। নিতে পারবেন ক্যারাটে প্রশিক্ষণও। শুধু তাই নয়, চাইলে কচিকাঁচাদের সঙ্গে ফুটবল নিয়েও ছুটতে পারবেন মাঠজুড়ে। ছোট থেকে বড় যে কোনও বয়সের প্রকৃতি ও বইপ্রেমীকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ফালাকাটার 'বইগ্রাম' খেয়ালখুশি।

জটেশ্বর লীলাবতি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক হরেকৃষ্ণই প্রথম তাসাটি চা বাগানের মাঝে এই রিডিং জোন তৈরির উদ্যোগ নেন। পরে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন জটেশ্বর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা মৌসুমি। সময়টা অবশ্য বেশি নয়, মাত্র তিন মাস। কিন্তু এই তিন মাসেই এলাকার বাচ্চাদের বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে অনন্য ভূমিকা নিচ্ছে খেয়ালখুশি। অভিভাবকরাও যাতে বই পড়তে পারেন, তার জন্য বাড়ি বাড়ি প্রচারও করা হচ্ছে।

হরেকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রথমে ৫ থেকে ৭ জন বাচ্চা নিয়ে শুরু হয় খেয়ালখুশির যাত্রা। মাত্র এক মাসেই সংখ্যাটা বেড়ে কয়েকগুণ হয়ে যায়। আর এখন সংখ্যাটা প্রায় ৭০-এর উপরে। বাচ্চাদের পাশাপাশি আসেন অভিভাবকরাও। শনিবার তাসাটি চা বাগানের কোলে বসে চলে পড়াশোনা।'

তাসাটির কোলে বসে চলছে পড়াশোনা।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহজুড়ে মানসিক অস্থিরতা থাকবে। কাঠ, ইমারতি ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে পারেন। বিপন্ন কোনও মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে শান্তি পাবেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা থাকবে।

বৃষ : ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা থাকলেও সপ্তাহের শেষে ঝামেলা মিটবে। কোনও আত্মীয়ের হস্তক্ষেপে সংসারের অচলাবস্থা কাটবে। বাড়ির পুরোনো জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা।

মিথুন : কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতায় পদোন্নতির খবর পাবেন। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। অধ্যাত্মবাদে আগ্রহ বাড়বে।

কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা অপ্রত্যাশিত খবর পেতে পারেন। বাবার পরামর্শে ব্যবসার অচলাবস্থা কেটে যাবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। দূরের কোনও প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।

সিংহ : সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্তরা এ সপ্তাহে সম্মানিত হবেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। সপ্তাহের শেষে উপহার প্রাপ্তির যোগ।

কন্যা : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকবে। তবে কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সমাধান হতে পারে। পথে-ঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সামলে রাখুন।

তুলা : নতুন ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা বাস্তব হতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। সপ্তাহের শেষদিকে বাড়িতে পুজোর আয়োজন।

বৃশ্চিক : কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। বাড়ির কোনও বয়স্ক ব্যক্তির শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য অন্যমনস্কতায় বড় কাজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে অনুশোচনা হবে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। লটারি, ফাটকায় অর্থপ্রাপ্তির যোগ। পায়ের হাড় নিয়ে ভোগান্তি।

মকর : টাকাপয়সা নিয়ে মানসিক অশান্তি দূর হবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে শান্তি পাবেন। উচ্চশিক্ষায় সব বাধা কাটবে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

কুম্ভ : সপ্তাহটি খুব পরিশ্রমে কাটলেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হবে। আপনার বুদ্ধির কাছে শত্রুরা পরাজিত হবে।

মীন : কর্মক্ষেত্রে বহুদিনের কোনও সমস্যার সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। প্রেমে দূরত্ব কাটবে। জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভোগান্তি থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ আষাঢ়, ৬ জুলাই, ২০২৫, ২১ আহার, সংবৎ ১১ আষাঢ় সুদি, ১০ মহরম। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।২৩। রবিবার, একাদশী রাত্রি ৮।৪৪। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ১১।২। সাধ্যযোগ রাত্রি ১০।৩৬। বণিজকরণ দিবা ৭।৪৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।৪৪ গতে ববকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।২৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১১।২ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৪৪ গতে চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ১১।২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ৮।৪৪ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ১০।২ গতে ১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২ গতে ২।২১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৪৪ মধ্যে পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যরোপণ, রাত্রি ৭।৩২ গতে ৮।৪৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ-রাত্রি ১১।২ গতে ১১।৫৬ মধ্যে মীনলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।২১ গতে শেষরাত্রি ৫।১ মধ্যে বৃষ ও মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫১ গতে ৯।২৯ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

বিশ্ব পুলিশ কাপে সৌরভের ব্রোঞ্জ

সৌরভ সাহা

দিনহাটা, ৫ জুলাই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিংহাম অ্যালাবামায় সম্প্রতি হয়ে যাওয়া ২১তম ওয়ার্ল্ড পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমস-২০২৫ প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেলেন দিনহাটার ছেলে তথা বিএসএফ জওয়ান সৌরভ সাহা। সৌরভ ভারতীয় পুলিশ ও ফায়ার দলের হয়ে ৪ x ৪০০ মিটার রিলে রেসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সৌরভ বলেন, 'আমার লক্ষ্য ছিল দেশের হয়ে পদক জেতা। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরে ভালো লাগছে।'

সৌরভ গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। সেই স্কুলের শিক্ষক শঙ্খনাদ আচার্যর মন্তব্য, 'আমাদের স্কুলের ছাত্রের এই সাফল্য গর্বের বিষয়। পড়ুয়াদের প্রেরণা জোগাবে।' সৌরভকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্রীড়াবিদ চন্দন সেনগুপ্ত বলেন, সৌরভ দেশের গর্ব।

পাত্র চাই

■ পাত্রী ঘোষ পদবি। বয়স ২৬, উচ্চতা ৫ ফিট। ফর্সা, সুশ্রী, উকিল হিসেবে শিলিগুড়ি আদালতে কর্মরত। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রের বয়স ৩০-৩২'এর মধ্যে হওয়া চাই। চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী হলে ভালো। পাত্র উকিল হলে অগ্রগণ্য। বাসস্থান শিলিগুড়ি অথবা জলপাইগুড়ি হলে ভালো। যোগাযোগ নম্বর : ৮৯৭২৪৬৪২৩২.

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 38+/5'-6", ফর্সা, ডিভোর্সি, ইস্যুলেশ, M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব 45, ইস্যুলেশ পাত্র চাই। (M) 9134452339. (C/116957)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 30/4'-10", ফর্সা, সুশ্রী, Dr. MD (General Medicine final year), পাত্রীর জন্য Dr. (Minimum MBBS) পাত্র কাম্য। Caste no bar. (M) 9064566374.

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-8", সরকারি কর্মচারী (বিএসসি নার্সিং), শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7908310981. (C/117243)

■ বণিক, ২৫/৫', M.A. (Eng.), ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9593826337 (শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য)। (C/117242)

■ মুসলিম, ২৭/৫', রাজ্য সরকারি চাকরিরতা, উত্তরবঙ্গের মধ্যে সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। ৬২৯৫৮৩৬০২৭. (C/117246)

■ পাত্রী কায়স্থ, 29+/5'-2", B.A., Comp. (Dip.), পাত্রীর জন্য সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। (M) 9434352445. (C/117254)

■ কায়স্থ, ২৬+, স্লিম, সুশ্রী, নরগণ, B.A.(H) বাংলা, D.El.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সঃ চাকরিজীবী (আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে) পাত্র কাম্য। সত্বর যোগাযোগ : 9775425929. (A/K)

■ কুণ্ডু, 33/5'-2", B.A.(H), ডাবল M.A., ফর্সা পাত্রীর বেঃ/সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8918950741. (C/117265)

পাত্র চাই

ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, বয়স-25, উচ্চতা-5', সুন্দরী, দুর্গাপুর মিশন হসপিটালে Administration Dept. (MHA)-এ কর্মরত। পিতা Retd. রেলওয়ে কর্মচারী, মাতা গৃহবধূ, ভাই দিল্লিতে অ্যাগ্রিকালচার নিয়ে পাঠরত। পাত্রীর সামঞ্জস্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/কর্পোরেট জগতের ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 9564804898.

■ ২৮ বছর বয়সি, সুন্দরী, M.A., গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ২৯ থেকে ৩৩-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। 8250517013. (C/117277)

■ ২২/৫'-১", গ্র্যাজুয়েট, সুন্দরী, ঘরোয়া মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434461888. (C/116872)

■ সাহা, ৩১/৫', M.A., D.Ed., Pvt. স্কুল জব। ৩৩-৩৮, শিক্ষিত, চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সাহা/Gen., শিলিগুড়ি সংলগ্ন পাত্র চাই। ৭৬৭৯২৩৮১৭০. (C/117286)

■ মালদা শহরে ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, 5'-3", M.A. বাংলা, ফর্সা, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্য, ৩৫+, নেশাহীন যোগ্য ছেলে চাই। (M) 9434726341. (M/115414)

■ পাত্রী কোচবিহার নিবাসী, আইনজীবী, LLM, রাজবংশী, সুশ্রী, ফর্সা, 33 বছর, দুই-আড়াই মাসের ডিভোর্সি, ইস্যুলেস, 5'-2" উচ্চতা, পাত্রের জন্য কোচবিহার শহর ও কোচবিহার শহর সংলগ্ন শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী/নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, ইস্যুলেস ডিভোর্সি/অবিবাহিত 37/38 মধ্যে নেশাহীন পাত্র চাই। (M) 9476363079. (C/115989)

■ ঘোষ, 33/5', শ্যামবর্ণ, সুন্দরী, M.A. (Eng.), B.Ed., পাত্রীর জন্য উঃ বঙ্গ নিবাসী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8101250839. (C/117267)

■ সাহা, 24/5'-4", Convent, MCA, Private কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9804808697. (C/116867)

■ 23/5'-3", B.A., D.El.Ed., পরমাসুন্দরী, গান জানা, ভদ্র, রুচিশীল পরিবারের পাত্রীর যোগ্য পাত্র চাই। 9635924555. (C/116874)

পাত্র চাই

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 26/5'-3", M.A.Pass, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। 9836935367. (C/116867)

■ Gen, 23/5'-3", B.Sc., গান জানা, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 7407777995. (C/116867)

■ পাত্রী কায়স্থ, 34/5'-4", M.A., B.Ed. (Eng.), বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা (H.S.), সুশ্রী, দেবগণ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। (M) 9593221051. (C/116867)

■ ব্রাহ্মণ, 31, শিক্ষিকা (G/L) পাত্রীর জন্য জলঃ জেলার অধ্যাপক/ব্যাংক/সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 9002875953. (C/117276)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ (বোস), 5'-1"/25 বছর বয়স, একমাত্র কন্যা, B.A. অনার্স, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি পাত্র চাই। (M) 9832010815. (C/116870)

■ ব্রাহ্মণ (চক্রবর্তী), 25/5'-6", M.A., একমাত্র কন্যা, ইসলামপুর, উঃ দিনাজপুর। শিক্ষিত, সরকারি চাকুরে অগ্রগণ্য। (M) 9474850922, 7384126896. (C/117278)

■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 32/5'-3", প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ারের মধ্যে সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 8759473826. (C/117017)

■ 27/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, রেলে কর্মরত পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 8653243203. (C/116874)

■ 26/5'-3", B.Tech., MNC-তে কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/116874)

■ ২৬/৫'-২", বিশ্বাস, কায়স্থ, M.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই (মা ডিভোর্সি)। যোগাযোগ : 8918726714. (C/117285)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 29/5'-2", B.Tech., Govt. Engg., আলিপুরদুয়ার পোস্টিং, সঃ চাঃ পাত্র কাম্য। 9832076985. (C/117298)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৯, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 8967180345. (C/116877)

■ জন্ম ১৯৯৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-এর টিচিং স্টাফ। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116877)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, B.Tech., গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116877)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৬, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116877)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৮+, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/116877)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩৪, MBBS MD, সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/116877)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed., গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116877)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, ICDS-এর সুপারভাইসার। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/116877)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 29/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544, 9382084797. (C/116877)

■ রাজবংশী, 29, M.A., 5'-2", নার্সিংহোমে কর্মরতা পাত্রীর সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8101597690. (S/C)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, M.A., 28+/5', ফর্সা, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 9474625402. (S/C)

■ কর্মকার, 29/4'-11", M.A. (Social Work), বাবা স্বর্ণকার। সুপাত্র কাম্য। (M) 6294633704, কোচবিহার। (C/115993)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৪", আইনজীবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অগ্রগণ্য। মোঃ 9434411534, 9735070908.

■ বৈশ্য সাহা, 42+, রাজ্য সঃ চাকরিরতা পাত্রীর 48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9474510576. (C/116657)

■ কায়স্থ, ৩৬+/৫'-৩½", নরগণ, পরিষ্কার রং, M.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। মোঃ 6294411077. (C/116656)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, ক্ষত্রিয়, ৩১/৫'-৩", সুমুখশ্রী, NIFT ডিজাইনার, বর্তমানে MNC-তে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। মোঃ 6297964368. (C/116649)

■ পাত্রী কায়স্থ, কাশ্যপ, ২৬/৫'-৩", বেসঃ স্কুলে কর্মরত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অঙ্কন জানা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9614568411. (C/116658)

■ 53 বছর বয়সি বিধবা, নিঃসন্তান, সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন- 6297679754. (K)

পাত্র চাই

■ বয়স 28, ঘরোয়া, প্রকৃত সুন্দরী, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 9332480855. (K)

■ বয়স 32, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই-তে কর্মরতা, পিতা মৃত, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 6289645809. (K)

■ কায়স্থ, ঘোষ, 26/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। (M) 9434221337, (W/App) 8637843710.

■ পূঃ বঃ কায়স্থ (কুলীন), শিলিগুড়ি, 30+/5'-3", প্রকৃত ফর্সা, সুশ্রী, B.A. (Eng.), GNM কন্যার জন্য সুচাকুরে, সৎ পাত্র কাম্য। M+W/App : 9474761620. (C/116883)

■ পাত্রী কায়স্থ (বোস), 29/4'-11", M.A., B.Ed., ইংলিশ-মিঃ স্কুলে কর্মরতা, শিলিগুড়ি নিবাসী সঃ চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 9434887284.

■ সাহা, স্লিম, ফর্সা, শিলিগুড়ি, 28/5'-2", হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ, কর্মরত, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। একমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ কাম্য। 9434539965, 9933406265. (C/117309)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৩", M.Sc., Ph.D., সেঃ গভঃ-এ উচ্চপদে লখনউ-তে কর্মরতা (Scientist)। এরকম পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9749188017. (D/S)

■ Age 40, অবিবাহিতা, রেলওয়েতে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ করুন- 6296019989. (K)

■ 41, বিধবা, নিঃসন্তান, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 6296009923. (K)

■ Age 22/5'-3", M.Sc. পাশ, পিতা সরকারি কর্মচারী, একমাত্র সন্তান। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন : 6297687939. (K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 27+/5'-2", বিএসসি, উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ। (M) 8016597471. (C/116654)

■ রাজবংশী, রং ফর্সা, 29+/5'-3", D.El.Ed., GNM ফাইনাল ইয়ার, বাবা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9339728618. (C/117019)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, 38/5'-10", ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832550015.

■ বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৭৯, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, মাতা মৃত ও বাবা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/116877)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-11", B.Tech., IT, MNC-তে কর্মরত Engineer, বর্তমানে নিজগৃহ শিলিগুড়িতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম-এ আছে। বাৎসব গোত্র, নরগণ পাত্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9593672658. (C/113533)

■ পাত্র কায়স্থ পাল। পূর্ববঙ্গ, 28+, B.Tech., 5'-11", ABM-Indian Bank, পিতা অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী। মাতা গৃহবধূ। শিলিগুড়িতে দ্বিতল বাড়ি। সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, অনূর্ধ্ব 25, পাত্রী চাই। যোগাযোগ রাত্রি ন'টা-দশটা। 8617547263. (C/117261)

■ ঘোষ, জেনারেল, 30+/5'-3", M.Pharma, ব্যবসা। সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। জাতিভেদ নেই। (M) 9434377968. (K/D/R)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 35/5'-6", BCA, ITI পাশ, প্রাইভেট চাকরি, বাৎসব গোত্র, কন্যা রাশি, দেবগণ। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই, দাবিহীন। সরাসরি যোগাযোগ। M.No. 9304357101, 9431213453. (C/116865)

■ বাগচী, 35/6', B.Tech., 35 LPA, ব্যাঙ্গালোর MNC, শিলিগুড়ি (WFH), বৃশ্চিক, দেবগণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, অমাঙ্গলিক পাত্রের জন্য অমাঙ্গলিক, অনূর্ধ্ব 32, কর্মরতা পাত্রী চাই। 9083232188. (C/117255)

■ সূত্রধর, 32/5'-9", নরগণ, SBI-তে ম্যানেজার পদে কর্মরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7047915118, 9875310287. (C/115995)

■ 32+/5'-9", ব্যাংকে স্থায়ী পদে কর্মরত। দাবিহীন পাত্রের জন্য জেনারেল, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ময়নাগুড়ি। (M) 9641250953. (S/C)

■ কলকাতার পাত্র, রাহুল দে, ৩০, B.Sc., পেশা ব্যবসা, নিজস্ব বাড়ি, ঢাকার কায়স্থ পরিবার। রাশি মীন, লগ্ন ধনু, দেবগণ, একমাত্র পুত্র। পিতা পেনশনপ্রাপক, মাতা স্কুলে চাকরিরতা। উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। মোঃ 8902261026. (K)

■ 42/5'-7", সুপ্রতিষ্ঠিত Tax Advocate, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7679956590.

পাত্রী চাই

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, 31/5'-3", কায়স্থ, ICSE B.Tech., MNC-তে কর্মরত। একমাত্র সন্তান, পিতা রিটায়ার্ড (কেঃ সঃ)। সুশ্রী, কর্মরতা, অনূর্ধ্ব 29, যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 7866979937. (C/116641)

■ মালদা নিবাসী, বৈশ্য, B.A. পাশ, 31+/5'-6", সম্ভ্রান্ত বনেদি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, 24 থেকে 27-এর মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : 7098944200. (C/115415)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিত, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 34 পাত্রী কাম্য, SC/ST বাদে Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/116869)

■ সাহা, 5'-5", 17 LPA, MNC কর্মরত পাত্র, সুন্দরী, 32 মধ্যে পাত্রী চাই। 9932637746. (K)

■ সাহা, 31+/6', BDS, ডেন্টাল সার্জন, প্রাইভেট প্র্যাকটিস, কোচবিহারে নিজ চেম্বার সহ পার্শ্ববর্তী কতিপয় চেম্বার। দাবিহীন পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। উঃ বঃ ও অসম অগ্রগণ্য। (M) 6294184425. (C/115990)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-8", B.Tech./MBA, SBI Bank-এর Asst. Manager পদে কর্মরত, ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734485015. (C/116867)

■ ঘোষ, 27/5'-7", B.Sc., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 6297703659. (C/116867)

■ পাত্র Gen., 33/5'-8", B.Tech., Railway-তে উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন, ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য ঘরোয়া বা চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য (দাবিহীন)। 9432076030. (C/116867)

■ কোচবিহার নিবাসী, 31/5'-9", M.Sc., ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া পদে কর্মরত সুপাত্রের জন্য ভদ্র পরিবারের উত্তরবঙ্গের পাত্রী দরকার। 9733066658. (C/116867)

■ যাদব ঘোষ, 33+/5'-7", দেবগণ, প্রাইভেট কোঃ-তে কর্মরত, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি/নিকটে, ঘরোয়া, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। দাবিহীন। SC/ST বাদে। ম্যাট্রিমনি/ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8101315314. (C/117272)

■ কায়স্থ, 30+/5'-8", M.A., B.Ed., নিজস্ব ব্যবসা, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8918874481. (C/117278)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 36/5', ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, রিটায়ার্ড অফিসারের (নিজস্ব বাড়ি) একমাত্র পুত্র, মাধ্যমিক, বেসরকারি চাকুরে। দাবিহীন পাত্রের জন্য 28-32'এর মধ্যে সুশ্রী, ফর্সা, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9382158811, 9733301192. (S/N)

■ ৪৭, কায়স্থ, সঃ চাকরিরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান সহ গ্রহণযোগ্য। 9903319516. (K)

■ রাজবংশী, 30+/5'-7", রাজ্য সরকারি অফিসার পাত্রের জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরিরত পাত্রী কাম্য। (M) 8972564036. (C/117018)

■ ব্রাহ্মণ, ৩২/৫'-৭", মাধ্যমিক, ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Mob : 9474013481.

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 34/5'-8", গুয়াহাটি নিবাসী, Govt. উচ্চপদে কর্মরত, M.Tech. পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 8653224276. (C/116874)

■ 33/5'-8", M.Tech., Govt. উচ্চপদে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/116874)

■ 33/5'-9", BE/B.Tech., PWD অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের যোগ্য পাত্রী চাই। 9635575795. (C/116874)

■ ৩৩+/৫'-৯", B.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। Ph.No. 9064938378. (C/117288)

■ কায়স্থ, ৩৫, M.A., ৫'-৬", একমাত্র সন্তান, স্থায়ী সঃ কর্মী, কায়স্থ, ফর্সা, M.A., M.Sc. পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। (M) 9332669115. (C/113538)

■ কায়স্থ (নাগ), ৩০/৬', B.Tech. Eng., কলকাতায় বেসঃ চাকরিরত, সুদর্শন, দাবিহীন, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী, অনূর্ধ্বা ২৭ পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি নিবাসী, পিতার দ্বিতল বাড়ি এবং দিনবাজারে চালের গদি আছে। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 9064217308, 9832063025. (C/117294)

■ বর্তমান শিলিগুড়ি নিবাসী, পূঃ বঃ শীল, 1996 জন্ম, 5'-7", পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কর্মরত, সরকারি ব্যাংকের অফিসার, চাকরিজীবী পাত্রী চাই। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর অধিকারী। সরাসরি মোবাইল- ৭০৮৪৩০৯৮৬৮. (C/117244)

■ ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ, একমাত্র পুত্র, 37/5'-9", পিএইচডি (এগ্রোনমি), নিজস্ব চা বাগিচায় ব্যবসারত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, 28 থেকে 30 বছরের মধ্যে পাত্রী চাই। 7908359322, 8777877546, যোগাযোগের সময় : বিকেল 5টা থেকে রাত 10টা। (C/116852)

■ কায়স্থ, 29/5'-11", B.Tech., MBA, বর্তমানে শিলিগুড়িতে HR Manager পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত/কর্মরতা পাত্রী প্রয়োজন। অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7384953945, 8670540728. (C/117247)

■ ব্রাহ্মণ, জন্ম 1994, B.Tech Eng., Kolkata-তে প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। Ph.No. 8918404630. (C/116875)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, ৩৬, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সন্তানহীন ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংক-এ উচ্চপদে কর্মরত। পিতা মৃত, মা পেনশনার। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8967180345. (C/116877)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯১, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ONGC-তে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত সন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116877)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/116877)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, 31/5'-7", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বেসরকারিতে কর্মরত পাত্রের পাত্রী কাম্য। অনূর্ধ্ব 27, 8250780591. (C/116650)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116877)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩১, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116877)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech., PWD-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল টিচার। এইরূপ দাবিহীন পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116877)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Tech., PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116877)

■ সাহা, 33, B.A., 5'-7", প্রাইভেট ব্যাংকের ম্যানেজার। ডিভোর্সি, সুদর্শন পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/117295)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, B.Tech., MBA, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/116877)

■ প্রতিষ্ঠিত পাত্র, 38, মা পেনশনার, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। Caste no bar. ঘটক বাদে। (M) 7029258952. (S/C)

■ জেনারেল, 34+/4'-10", কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী স্থায়ী অধ্যাপক। মাস্টার ডিগ্রি পাশ পাত্রী চাই। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। মোঃ 7719265785. (C/115994)

■ কায়স্থ, 48+/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনে ডিভোর্সি, ইস্যুহীন। ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, 35-42'এর মধ্যে B.A./H.S. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/116878)

■ পাত্র 35/5'-4', M.Tech., Ph.D., Post Doct. Studying (USA), দুই ভাই, পিতা Retd., ত্রিতল বাড়ি, M.A., MBA, Ph.D., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Caste no bar. Ph : 7478846418. (C/117296)

■ কায়স্থ, সুদর্শন, ৩৩+/৫'-৮", বিটেক, আইটি গভঃ ইঞ্জিঃ কলেজ, বর্তমানে চুক্তিভিত্তিক জব। শিক্ষিতা, ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, ছোট পরিবারের শান্তস্বভাবের (চাকরিজীবী অগ্রগণ্য) পাত্রী কাম্য। ঘটক-প্রতিষ্ঠান নহে। মোঃ ৯৫৬৩৬৮১৭৯৭. (C/116652)

■ ব্রাহ্মণ, 32, উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুদর্শন, 5'-10", পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 27 পাত্রী কাম্য। 8250407066. (C/117303)

■ নিরামিষ, 28, দঃ দিনাজপুর, Ph.D. অসম্পূর্ণ, মাসিক আয় কুড়ি হাঃ, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই, নেশাহীন-ভালো পাত্র চাইলে তবেই ফোন করুন-8670485579. (C/117304)

■ বসাক, 34+/5'-10", শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি Travel Co.-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 7679181758. (C/116883)

■ শিলিগুড়ি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 41/5'-4", B.Com., নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 8 P.M.-10 P.M. (M) 9832620728. (C/116883)

■ 40, ডিভোর্সি, 5'-7", নামী বেসরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী (ডিভোর্সি/অবিবাহিতা) কাম্য। (M) 9832499604. (C/117308)

■ পাত্র EB কায়স্থ, কলকাতা, 32/5'-7", ইঞ্জিনিয়ার, বেঃ সঃ চাকরি, নিজস্ব ফ্ল্যাট। সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্বা 27, EB পাত্রী চাই। চাকরিরতা চলবে না। 9903870011. (K)

■ পাত্র গন্ধবণিক, B.Tech., 31/5'-6", কলিতে কর্মরত, 25-27'এর মধ্যে স্নাতক, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 9434352894. (C/117289)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116877)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্রপাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/116883)

কুয়াশাঘেরা দার্জিলিংয়ের ম্যালে পর্যটকদের ভিড়। শনিবার। ছবি : মৃণাল রানা

ভুয়ো বলে দাবি রায়গঞ্জের বিধায়কের

কৃষ্ণর প্রোফাইলে মোদি-নাড্ডার ছবি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ জুলাই : ফেসবুক প্রোফাইলে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ছবি। সঙ্গে লেখা, 'আমার পরিবার বিজেপি পরিবার'। রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর নামে এমনই একটি প্রোফাইল ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে রায়গঞ্জে।

এই প্রোফাইল ঘিরেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি ফের বিজেপিতে ফিরে যাওয়ার পথে কৃষ্ণ কল্যাণী?

তবে বিধায়কের দাবি, তাঁর নামে একটি ভুয়ো প্রোফাইল তৈরি করে একাজ করা হয়েছে। এর পিছনে বিজেপির চক্রান্ত দেখছেন তিনি।

শনিবার সামাজিক মাধ্যমে ওই প্রোফাইলের ছবি ছড়িয়ে পড়তেই জল্পনা শুরু হয়েছে। বিরোধীদের কটাক্ষ, বিজেপিতে ফেরার রাস্তা মসৃণ করতে এই প্রোফাইল তৈরি করেছেন কৃষ্ণ নিজেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জেপি নাড্ডার ছবির সঙ্গে বিধায়কের ছবির উপস্থিতি এবং সেই সঙ্গে বিতর্কিত ক্যাপশন ঘিরে রাজনৈতিক তর্জা চরমে উঠেছে। তবে সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণ কল্যাণী নিজেই। তাঁর সাফাই, 'এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো প্রোফাইল। বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে এই কুৎসা ছড়াচ্ছে।' বিধায়ক জানান, পুরো বিষয়টি পুলিশ সুপারকে অবগত

বিতর্ক

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জেপি নাড্ডার ছবির সঙ্গে বিধায়কের ছবির উপস্থিতি এবং সেই সঙ্গে বিতর্কিত ক্যাপশন ঘিরে রাজনৈতিক তর্জা চরমে উঠেছে
- বিধায়কের দাবি, প্রোফাইলটি ভুয়ো। বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে কুৎসা ছড়াতে একাজ করেছে

করে সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, 'এই কুৎসার পিছনে বিজেপি সহ অন্য বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি থাকতে পারে।'

বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ অবশ্য বলেন, 'এই প্রোফাইল ভুয়ো নয়। এটি বিধায়ক নিজেই তৈরি করেছেন। তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে। আর তার সুযোগ নিয়ে দলীয় দরকষাকষি করতেই এই ধরনের প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে।'

সিপিএম জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উত্তম পালের অভিযোগ, 'যতই বলা হোক এটি ফেক, আদতে সেটিই সত্যি। তৃণমূল ও বিজেপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দিনে তৃণমূল, রাতে বিজেপি।' জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহর কথায়, 'ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে এটা তাঁর দলবদলেরই ইঙ্গিত। মানুষ সব বুঝে গেছে।'

২০২১-এ বিজেপিতে যোগ দিয়ে রায়গঞ্জ থেকে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হন কৃষ্ণ কল্যাণী। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই বিজেপি ছেড়ে যোগ দেন তৃণমূলে। ২০২৪-এ বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে লোকসভা ভোটে জোড়াফুল প্রার্থী হয়ে হেরে যান। পরে উপনির্বাচনে ফের জয়ী হয়ে বিধানসভায় ফিরে আসেন। সম্প্রতি শহরে জঞ্জাল সমস্যা নিয়ে তৃণমূলি প্রশাসক বোর্ড পরিচালিত রায়গঞ্জ পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে নিজেই ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামার কথা ঘোষণা করেন বিধায়ক। যা নিয়ে প্রকাশ্যে আসে দলের অন্দরের মতানৈক্য। এই আবহে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে এমন 'প্রোফাইল' সামনে আসায় ফের রাজনৈতিক তর্জা চরমে উঠেছে রায়গঞ্জে।

গোবর ও লংকার গুঁড়োর দাওয়াই

হাতি তাড়াতে আফ্রিকা মডেল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ জুলাই : হাতি তাড়াতে এবার ডুয়ার্সে দক্ষিণ আফ্রিকান 'দাওয়াই'। দাওয়াই বলতে গোবরের সঙ্গে শুকনো লংকাগুঁড়ো মিশিয়ে ঘুঁটে তৈরি করে পোড়ানো। তাতে যে ধোঁয়া বা গন্ধ হবে, তাতে হাতি আশপাশে আসবে না বলে দাবি। এখনও এমন দাওয়াইয়ের প্রয়োগ শুরু না হলেও, ব্যবহারের জন্য একাধিক উপদ্রুত চা বাগানে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির আলোচনা চলছে। বুধবার ডায়না ও গরুমারার জঙ্গল লাগোয়া বামনডাঙ্গা চা বাগানের বিছলাইনে মানুষ ও বন্যপ্রাণের সংঘাত সংক্রান্ত একটি সচেতনতা শিবিরে এই নয়া মডেলের কথা উঠে আসে। বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি পরিবেশপ্রেমী সংস্থা বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দ্রুত পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হবে।' ওই সংস্থাটির কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'হাতি তাড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম খরচের একটি উপায় এমন ঘুঁটে। মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলিতে এই পদ্ধতি প্রচলিত। আমাদের এখানে কেরলের কয়েকটি স্থানে ব্যবহার করা হয়। সাফল্যের হার অত্যন্ত ভালো। আশা করছি এখানেও কাজে দেবে।'

৫ কিলো গোবরের সঙ্গে ১ কিলো লংকাগুঁড়ো, সঙ্গে প্রয়োজন মতো জল, এমন মিশ্রণেই তৈরি করতে হবে ঘুঁটে। সারারাত যাতে জ্বলে তার জন্য আকার হতে হবে বড়, বলছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তাঁদের বক্তব্য, হাতি তাড়াতে বা হাতি যাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তার জন্য এই ঘুঁটে অত্যন্ত কার্যকর ওষুধ। তবে রাখতে হবে বাড়ির থেকে অনেকটা দূরে। অন্যথায় সাধারণের বাড়িতে থাকাটা হয়ে উঠবে

ছবি : এআই

পদক্ষেপ

- হাতি তাড়াতে বা দূরে রাখতে ভরসা গোবর ও লংকা গুঁড়ো
- নয়া ঘুঁটের ধোঁয়ার গন্ধে ঘেঁষবে না হাতি, দাবি পরিবেশপ্রেমীদের
- পরীক্ষামূলক প্রয়োগ দ্রুত, দক্ষিণ আফ্রিকা মডেলে আগ্রহী বন দপ্তর

কষ্টকর। ডুয়ার্স জাগরণ সূত্রে খবর, বামনডাঙ্গার পাশাপাশি নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের টিনলাইন, দেবপাড়া চা বাগানেও বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বনকর্তারা মনে করেন, চা বাগানগুলিতে গোবর সহজেই উপলব্ধ। পাশাপাশি, প্রয়োজনে শ্রমিক পরিবারগুলি লংকার চাষ করতে পারবে। এতে ঘরোয়া চাহিদা মেটার পাশাপাশি হাতি তাড়ানোর কাজেও লাগবে। এই টোটকা হাতির পক্ষেও ক্ষতিকর নয়। কীভাবে এমন ঘুঁটে তৈরি করতে হবে, তা মহিলাদের শেখানোর পরিকল্পনাও রয়েছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনটির। তবে হাতি তাড়ানো এই কৌশল কাজে আসবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। কারণ গোবর ও লংকাগুঁড়ো দিয়ে তৈরি ঘুঁটের ধোঁয়ায় বাস্তবে হাতির দল পালিয়ে যাবে কি না, তা এখনও পরীক্ষিত নয়। যদিও এই পদ্ধতি যে কার্যকারী হবে, তা নিয়ে আশাবাদী পরিবেশপ্রেমী সংগঠনটির।

এদিকে, হাতি তাড়াতে বামনডাঙ্গায় কয়েকজন বাসিন্দাকে নিয়ে একটি কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে বন দপ্তরের তরফে। বন্যপ্রাণী লোকালয়ে এলে বন দপ্তরকে খবর দেওয়ার পাশাপাশি কেউ যাতে কাছে না যান, তা নিশ্চিত করা হবে টিমটির কাজ।

আটক 'যুগল'

শীতলকুচি, ৫ জুলাই : নাবালিকা 'প্রেমিকা'কে নিয়ে পালানোর সময় এক তরুণকে আটক করলেন গ্রামবাসী। শুক্রবার রাতে শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলাপীরের ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শীতলকুচি থানার পুলিশ। নাবালিকা ও তার 'প্রেমিক'কে আনা হয় থানায়।

তরুণের বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বারবিশায়। তাঁর দাবি, শীতলকুচির এই মেয়েটির সঙ্গে এক বছর আগে ফেসবুকে আলাপ হয়েছিল। ধীরে ধীরে সম্পর্ক ভালোবাসায় গড়ায়। এদিকে, সম্প্রতি নাবালিকার পরিবার অন্যত্র বিয়ের জন্য দেখাশোনা শুরু করেছিল। মেয়ে যদিও নাছোড়বান্দা, সে অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। তাই ফোন করে তাঁকে বাড়ির কাছে আসতে বলে। পথে দেরি হওয়ায় রাত হয়ে গিয়েছিল। প্রেমিকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাগলাপীর চৌপথিতে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিল। দুজনের এদিনই নাকি প্রথম সামনাসামনি দেখা। পরিকল্পনা ছিল, এখান থেকে তারা বারবিশার উদ্দেশে রওনা দেবে। তবে তার আগেই বাসিন্দাদের হাতে আটক।

শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানালেন, দু'পক্ষের তরফে কোনও অভিযোগ না দায়ের হওয়ায় নাবালিকা ও তরুণকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ক্লিনিক্যালি পরীক্ষিত
মূত্রসংক্রান্ত রোগ >৯৩%* দূর করে
Baidyanath ASLI AYURVED
PROSTAID
Supports Prostate Health, Promotes Normal Urine Flow
• স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনে
• মূত্রাশয় নিয়ন্ত্রণ ভালো করে
• আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা
CLINICALLY TESTED
Safe, Natural & Effective
বৈদ্যনাথ প্রোস্টেড
Scan to buy online
www.baidyanath.com
amazon Flipkart TATA
1800 102 1855 (10 am - 6 pm)

প্লাস্টিকমুক্ত করতে উদ্যোগ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৫ জুলাই : একশৃঙ্গী গন্ডার, হাতি, চিতাবাঘ, হরিণ সহ হাজারো প্রাণীর আবাসস্থল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। বছরভর পর্যটকের আনাগোনা লেগেই থাকে এখানে। তবে জঙ্গলের যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক পড়ে থাকায় এখানকার বুনোরা সমস্যায় পড়ছে। সেকারণে জলদাপাড়াকে পুরোপুরি প্লাস্টিকমুক্ত করতে কমিটি গঠন করল বন দপ্তর। বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাসোয়ান বলেছেন, '২১ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা। এছাড়াও বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন, রেঞ্জ অফিসার, লজ ওনার্স, গাইড, জিপসি সংগঠন, হোমস্টে সংগঠনের প্রধানরাও এতে রয়েছেন।' শালকুমার ও মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের কমিটিতে রাখা হয়েছে।

ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহার বক্তব্য, 'জলদাপাড়াকে পুরোপুরি প্লাস্টিকমুক্ত করা আমাদের লক্ষ্য। এ ব্যাপারে কয়েকদিন আগে আমরা বন দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করেছিলাম। বেশ কিছু প্রস্তাব রেখেছিলাম। সেই প্রস্তাব মেনে বিভাগীয় বনাধিকারিক একটি কমিটি গঠন করেছেন। শনিবার এ সম্পর্কিত চিঠি পেয়েছি। ৯ জুলাই এনিয়ে বৈঠক হবে।' আগামীতে কী কী পদক্ষেপ করা হবে, তার আভাস রয়েছে চিঠিতে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক পর্যটক জঙ্গলের মধ্যে খাবারের প্যাকেট ফেলেন বলে অভিযোগ। আর এতে বিপদে পড়ছে বুনোরা। সেকারণে এই বনকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে দপ্তর।

ভেষজ উদ্ভিদ চাষে উৎসাহ দিচ্ছে কেন্দ্র

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ জুলাই : কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলার প্রায় ২০০ জন কৃষককে এক ছাদের তলায় নিয়ে এসে বাংলার ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কর্মশালা করলেন সুকান্ত মজুমদার। কৃষকদের বিকল্প আয়ের দিশা দেখাতে শনিবার বালুরঘাট শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশেষ কর্মশালা 'স্টেকহোল্ডার্স মিট অন মেডিকেল প্ল্যান্টস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'। বালুরঘাটের একটি লজে আয়োজিত এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরা অংশ নেন। ভেষজ উদ্ভিদ চাষের সম্ভাবনা, তার প্রযুক্তিগত ও লাভজনক দিক তুলে ধরা হয়েছে।

আয়ুষ বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ

> ভারত সরকারের আয়ুষ বিভাগের এই উদ্যোগের ফলে দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষকরা ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করা শিখে লাভের মুখ দেখতে পাবেন। এর ফলে এলাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হবে।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**
> *কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রক*

করে কীভাবে লাভের মুখ দেখা যায়, কৃষকদের সে বিষয়ে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে খুঁটিনাটি দেখানো হয়। কর্মকর্তাদের মতে, আয়ুষমন্ত্রকের এই উদ্যোগ কৃষকদের জন্য বিকল্প আয়ের পথ খুলে দেবে। ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করলে কৃষকরা যেমন লাভবান হবেন। তেমনি জেলার আর্থসামাজিক অবস্থারও উন্নতি হবে। আয়ুষ বিভাগের আধিকারিকরা কৃষকদের বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ চাষের কলাকৌশল ও বিপণন পদ্ধতি সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেন। কর্মশালায় কৃষকদের উৎসাহ দিতে তুলে ধরা হয় বিভিন্ন সাফল্যগাথা। উপস্থিত কৃষকদের বিশ্বাস, এই কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষিণ দিনাজপুরে ভেষজ চাষের সম্ভাবনা নতুন করে জোর পেতে চলেছে। সুকান্ত মজুমদারের কথায়, 'ভারত সরকারের আয়ুষ বিভাগের এই উদ্যোগের ফলে দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষকরা ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করা শিখে লাভের মুখ দেখতে পাবেন।'

Fully NABH & NABL Accredited
20+ সফল কিডনি প্রতিস্থাপন
8500+ এর বেশি সফল ইউরোলজি সার্জারি
নেওটিয়া গেটওয়েলের নেফ্রোলজি ও ইউরোলজি বিভাগ
একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারী কিডনি প্রতিস্থাপন টিম, যা একটি ডেডিকেটেড রেনাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট দ্বারা সমর্থিত।
উন্নত ডায়ালাইসিস পরিষেবা
SLEDD (সাসটেইনড লো-এফিসিয়েন্সি ডেইলি ডায়ালাইসিস) | CRRT (কন্টিনিউয়াস রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি) | হেমোডায়াফিলট্রেশন ডায়ালাইসিস
Neotia Getwel Multispecialty Hospital
24X7 EMERGENCY
0353 660 3030
নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল
এ ইউনিট অফ অম্বুজা নিওটিয়া হেলথকেয়ার ভেঞ্চার লিমিটেড
উত্তরায়ণ | মাটিগাড়া | শিলিগুড়ি 734010 | P 0353 660 3000
W neotiagetwelsiliguri.com | E writetous.slg@neotiahealthcare.com
AmbujaNeotia

JIS GROUP Educational Initiatives
#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS
25+ Years EXCELLENCE in the world of EDUCATION
JIS EDUCATION EXPO
You Are Cordially Invited
JIS EDUCATION EXPO 2025
➪ CAREER COUNSELING
➪ FELICITATION OF CLASS 10 & 12 TOPPERS
SILIGURI EDITION
DINABANDHU MANCHA
ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, SILIGURI
9TH JULY | 10AM ONWARDS
KALIMPONG EDITION
KALIMPONG TOWN HALL
11TH JULY | 10AM ONWARDS
SHRI ABIR CHATTERJEE (FAMOUS ACTOR) SHALL BE PRESENT AT THE SILIGURI JIS EXPO AS THE CHIEF GUEST
SHRI ABIR CHATTERJEE
CHIEF GUEST
JIS EXPO SILIGURI EDITION
81007 49670 | 81001 92411
www.jisgroup.org

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বালুরঘাট • ফাঁসিদেওয়া • দিনহাটা • সিতাই • বানারহাট এলাকায় সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫

আগস্ট, ২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

আগস্ট, ২০২৫ মাসের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে রেলওয়ের বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি... এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হল।

ক্রম নং.	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	আগস্ট, ২০২৫	তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ০৮-০৮-২০২৫, ২০-০৮-২০২৫ এবং ২৯-০৮-২০২৫ এবং জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউন -এর জন্য ০৬-০৮-২০২৫, ১৩-০৮-২০২৫ আর ২৬-০৮-২০২৫

ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হোমেই আইবুড়ো ভাত সোনালির

মন ভালো করা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন জলপাইগুড়ির নিজলয় হোমের সোনালি। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাসিন্দা সুজিতের সঙ্গে চার হাত এক হবে তাঁর। এই নিয়ে চরম ব্যস্ততা হোমজুড়ে। বিয়ের আসর বসবে হোম চত্বরেই। কেনাকাটা থেকে নিমন্ত্রণ পর্ব সবই প্রায় শেষ। রবিবার সন্ধ্যায় হোম কর্তৃপক্ষ সহ আবাসিকরা মেতে ওঠেন মেহেন্দি ও সংগীত অনুষ্ঠানে। বিয়ের আগে মেয়ে কিংবা ছেলেকে যেভাবে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয়, ঠিক সেইভাবেই শনিবার আইবুড়ো ভাত মুখে তুলে দেওয়া হয় সোনালির। সোমবার সকালে দধিমঙ্গল, সোহাগ জল, হলুদ কোটা, মালাবদল, সাতপাক, সিঁদুরদানের মধ্যে দিয়েই যে বিয়ে সম্পন্ন হবে তা নয়। রীতিমতো ছাঁদনাতলায় বসে অগ্নিসাক্ষী করে সম্প্রদান করা হবে হোম কর্তৃপক্ষের তরফে। থাকছে ভূরিভোজের আয়োজনও। এবিষয়ে

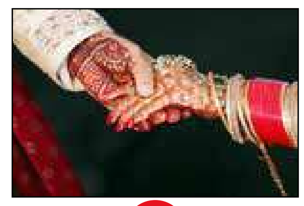

> সত্যি আনন্দের বিষয়। রূপশ্রী প্রকল্প থেকে বিয়ের আর্থিক ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ও একটা পরিবার পেতে চলেছে। ওর জন্য অনেক শুভকামনা রইল।
>
> **রৌনক আগরওয়াল** *অতিরিক্ত জেলা শাসক*

জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত জেলা শাসক (সমাজকল্যাণ) রৌনক আগরওয়াল বলেন, 'সত্যি আনন্দের বিষয়। রূপশ্রী প্রকল্প থেকে বিয়ের আর্থিক ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ও একটা পরিবার পেতে চলেছে। ওর জন্য অনেক শুভকামনা রইল।'

প্রায় আট বছর আগে নিজলয় হোমে পা রেখেছিলেন সোনালি। তখনই তাঁর ১৮ পেরিয়েছিল। সোনালি হোমে থাকাকালীন বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজও রপ্ত করে নেন। হোম সূত্রে জানা গেল, প্রায় পাঁচ মাস আগে বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়। সমস্ত নিয়ম মেনে দুই পক্ষের তরফে দেখাশোনাও হয়। পছন্দ হলে ঠিক হয় বিয়ের দিনক্ষণ। পাত্রের মা নেই, বাবা রয়েছেন। পাত্রের মামা নিলকমল রায় বলেন, 'হোমে থাকা মেয়েটির কথা জানার পর বিয়ে করতে কোনও অসুবিধা আছে কি না, ভাগ্নেকে জিজ্ঞেস করলে সে কোনওরকম আপত্তি জানায়নি। বিয়ের পর বাড়িতে ভূরিভোজেরও আয়োজন করেছি।'

প্রস্তুতি পর্ব

- প্রায় আট বছর আগে নিজলয় হোমে পা রেখেছিলেন সোনালি
- তখনই তাঁর ১৮ পেরিয়েছিল
- প্রায় পাঁচ মাস আগে বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়
- সমস্ত নিয়ম মেনে দুই পক্ষের তরফে দেখাশোনা হয়
- দু'পক্ষের পছন্দ হলে ঠিক হয় বিয়ের দিনক্ষণ

ক্যারাটে জাজ-এর মর্যাদা সপ্তপর্ণীকে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৫ জুলাই : আজ থেকে প্রায় চার দশক আগেকার কথা। সাড়ে তিন বছরের মেয়েটির ইচ্ছে ছিল ক্রিকেট শেখার। কিন্তু সেই সময় মেয়েদের ক্রিকেটের তেমন কোনও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না আলিপুরদুয়ারে। তাই ক্যারাটেতে ভর্তি করে দিয়েছিল তাঁর পরিবার। তারপর ক্যারাটেকেই ভালোবেসে এগিয়ে যাওয়া আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার বাসিন্দা সপ্তপর্ণী চক্রবর্তীর। এবার তিনি একেএফ (এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশন) জাজ-বি হিসেবে মর্যাদা অর্জন করলেন। পশ্চিমবঙ্গে দুজন একেএফ জাজ-বি উত্তীর্ণ মহিলাদের মধ্যে তিনি একজন।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে একেএফ রেফারি এবং কোচেস কোর্স ও পরীক্ষা হয়েছে। সেখানে ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন এবং সিকো কাই বেঙ্গল-এর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের কাতা ও কুমি- পরীক্ষায় পাশ করেছেন সপ্তপর্ণী। জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের মধ্যে কেউই এর আগে একেএফ পরীক্ষায় কাতা ও কুমি দুটোতে উত্তীর্ণ হননি। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জাজ লাইসেন্স পাওয়ার ফলে তিনি জাতীয় এবং এশিয়ান, যে কোনও ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় জাজ তথা রেফারি সপ্তপর্ণী কলম্বো থেকে ফোনে বললেন, 'প্রথম থেকেই খুব ভালো লেগে গিয়েছিল ক্যারাটে। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করি। রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছি। ২০১০-'১১ সাল থেকে ক্যারাটে

সপ্তপর্ণী চক্রবর্তী

প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করি। আমার প্রশিক্ষণে অনেকেই পুরস্কার পেয়েছে। এই সাফল্য আমাকে আরও এগোতে সাহায্য করবে।'

সপ্তপর্ণীর এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত তাঁর মা শম্পা চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'ও আগাগোড়াই ক্যারাটের প্রতি খুব মনোযোগী। খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক হিসেবে সাফল্য পেয়েছে। এবার এই পরীক্ষায় পাশ করে ওর মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হল।'

আজ টিভিতে

রবিনহুড (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ মানুষ অমানুষ, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধে ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ মহাগুরু, ১.০০ অমানুষ-টু

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ দেবী, বিকেল ৪.০৫ মন মানে না, সন্ধে ৭.০৫ অরুন্ধতী, রাত ১০.০৫ মজনু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.০০ চিতা, বিকেল ৫.০০ মেজবউ, রাত ৯.৩০ প্রজাপতি, ১২.০০ সুইৎজারল্যান্ড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, সন্ধে ৭.৩০ বাহাদুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রথম ভালোবাসা

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ আমরণ, ৩.০০ বাড়ি, বিকেল ৫.০০ যুদ্ধ এক জঙ্গ, রাত ৮.০০ পাওয়ার আনলিমিটেড, ১০.৩০ ইনস্পেক্টর বিজয়

জি সিনেমা এইচডি : সকাল ১০.৩৩ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, সন্ধে ৭.৫৫ সিংঘম এগেইন, রাত ১০.৪৫ প্রলয় দ্য ডেস্ট্রয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৬ করণ অর্জুন, বিকেল ৪.৪১ সূর্যবংশী, সন্ধে ৭.৩০ পুষ্পাটু-দ্য রুল, রাত ১১.২৩ তুম্বাড়

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০০ গোল্ড, দুপুর ১.৩৬ উঁচাই, বিকেল ৪.৩০ দোবারা, সন্ধে ৬.৪৬ ব্লার, রাত ১০.৫৬ লয়লা মজনু

রমেডি নাউ : দুপুর ২.০৫ বার্নট, বিকেল ৩.৪৫ রুলস ডোন্ট অ্যাপ্লাই, ৫.৫০ ডাউন উইথ লভ, রাত ৯.০০ দ্য স্মার্ফস-টু, ১০.৪০ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস

পুষ্পাটু- দ্য রুল
সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে
অর্পিতা চক্রবর্তীর গান শুনুন
সকাল ৭.০০ আকাশ আট

প্রজাপতি রাত ৯.৩০
জি বাংলা সিনেমা

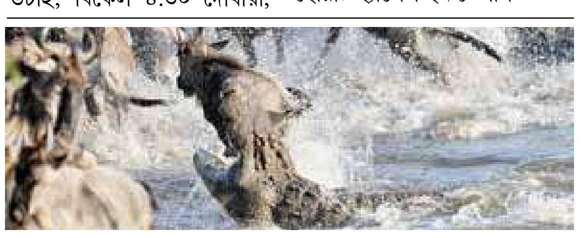

আফ্রিকাজ ডেডলিয়েস্ট সন্ধে ৬.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

F. No. BN/2-R/Auction/Bagdogra/Vol-XVI
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **06** Nos. of dangerously standing trees viz. Ghambhari, Sisoo, Mango & Jungle etc at Air Force Station Bagdogra, Darjeeling Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in)** on **19.07.2025** between **09:00 hours on 17:00 hours.**

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 1600/-** (Rupees One thousand Six hundred only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/Bagdogra/Vol-XVI/28 — N. K. Pandey, IDES
Station: Siliguri. — Defence Estates Officer
Dated: 04 July, 2025 — Siliguri Circle

F. No. BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **04** Nos. of dangerous standing green trees viz. Sal, Eucalyptus & Siris etc at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in)** on **19.07.2025** between **09:00 hours on 17:00 hours.**

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 21,000/-** (Rupees Twenty One thousand only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I/78 — N. K. Pandey, IDES
Station: Siliguri. — Defence Estates Officer
Dated: 04 July, 2025 — Siliguri Circle

আরসিসি বাক্স কালভার্টের পুনঃনির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিজি-৫৪-২০২৫ তারিখঃ ০১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেম সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/আগরতলা অধিক্ষেত্রের অধীনে হিউম পাইপের প্রতিস্থাপন দ্বারা সেতু নং. ২২৫ (১×১.৮৩), ২২৭ (১×১.৮৩) এবং ৩১৮ (২×১.৮৩) তে আরসিসি বাক্স কালভার্টের পুনঃনির্মাণ (অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হবে)। টেন্ডার রাশিঃ ১,১৩,৯৬,৯৪৮.৪৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৭,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুতায়ন এবং সিগন্যালিং কাজের জন্য আরএফপি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিওএন/২০২৫/জেইউএলওয়াই/০১, তারিখ ঃ ০১-০৭-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ঃ সিই/সিওএন/বি-এইচ/ইপিসি/২০২৫/০২, কাজের নাম ঃ ইপিসি মোডে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) বালুরঘাট-হিলি নিউ বিজি রেলওয়ে প্রকল্প নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত কামারপাড়া-হিলি সেকশনে (দৈর্ঘ্য: ১৫.১৮৭ কিমি) নতুন একক ব্রড গেজ লাইনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, বিদ্যুতায়ন কাজ এবং সিগন্যালিং কাজের জন্য আরএফপি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩৫৩,৯৪,৪৫,৩৩২.৮৬/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২২-০৮-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায় এবং খোলা হবে ২৮-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিই/সিওএন/কেআইআর ডিএল প্রজেক্ট/এমএলজি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিভিন্ন প্রকারের ট্রেক কাজের নবীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৩৮ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৩-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেম সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলে- এসএসই/পি-ওয়ে/আই সি/নর্থ লখীমপুর অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন প্রকারের ট্রেক কাজের নবীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৪৩,৬৪,২২৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৭১,৮০০/- টাকা। আইটেম সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলে- এসএসই/পি-ওয়ে/আই সি/সিলাপথার অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন প্রকারের ট্রেক কাজের নবীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৩৯,২৬,৯২৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬৯,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হল্ট ঠিকাদারের নিযুক্তি

বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সি/১৯১/কেআই আর/এএইচসি/০১/ ২০২৫, তারিখঃ ০২-০৭-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কাটিহার ডিভিশনের মল্লিকপুরহাট হল্ট স্টেশনে হল্ট ঠিকাদার নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র সম্বলিত কভারটি বন্ধ খামে থাকতে হবে এবং লাল কালি দিয়ে কভারের উপরে (ডানদিকের কোণায়) "__________ হল্ট স্টেশনের জন্য আবেদন" হিসেবে উদ্ধৃত করতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার (বিহার), পিন-৮৫৪১০৫ চেম্বারে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ১৩-০৮-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত সকল কর্মদিবসে আবেদন ড্রপ করার জন্য আবেদনপত্রের বাক্স রাখা থাকবে এবং ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহারের চেম্বারে আবেদনপত্রের বাক্স খোলা হবে। যোগ্যতার মানদণ্ড, অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি, নির্দেশ এবং আবেদনের নমুনা www.nfr.indianrailways.gov.in-থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

ডিআরএম(সি)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_ডিইএন_২৭_২৫-২৬; তারিখ: ০৩-০৭-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : ইএল_ডিইএন_২৭_২৫-২৬; কাজের নাম ঃ "নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি সেকশনের রাঙাপানি-নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মধ্যে ৭/৯-৮/০ কিলোমিটারে লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৫ (মানুষ চালিত) -এর পরিবর্তে রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব" -এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,৬৯,৬৪,০৮১.৭৬/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৩৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৮৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

শিক্ষা

■ Home Tutor. LLB course, HS Pol Science, Legal studies (CBSE 11-12) Slg. 9832302513. (K)

শিক্ষা/দীক্ষা

■ দ্রুত ও সহজে গ্র্যাজুয়েশন এবং LLB. (3 years) পাশ করুন পেশাগত শিক্ষা সহ - 97490-83541. (C/117302)

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার মাত্র ৩ মাসের অভিনব কোর্স। ক্লাসে/ডাকযোগে। 97335-65180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/116874)

ভর্তি

■ Dhupguri College of Education admission going on for the B.Ed 2025-2027 Session. Bengali, English, Hindi, History, Geograhy, Education, Sanskrit, Ph. Science, Life Science, Math. M : 8910697591/ 9474320483. (A/B)

টিউশন

■ বাড়ি গিয়ে যত্ন সহকারে V-XII Math/Sci. (CBSE, ICSE, WB) পড়ানো হয়। M : 62975-61996. (Slg) (C/116883)

■ CBSE, ICSE, 5-6 (All-Sub), 7-10 (Eng, Beng, S.St etc.) 11-12 (Eng, Beng, Hist, Pol. Sc.) by Exp. Tcr. (M.A. -Triple, B.Ed.) Slg. M : 9564244215. (C/116880)

টিউশন

■ Home Tuition, V-XII, Math, Sci, CBSE, ICSE, W.B., Siliguri. M : 8637042170.

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। 25-40 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9905596811. (C/117291)

■ আমার স্ত্রীর দুটো Kidney খারাপ, ব্লাড গ্রুপ O+ পজিটিভ, সহৃদয় কিডনি দাতা যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - 9831092483. (C/116883)

ভ্রমণ

ভ্রডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ স্পিতি ভ্যালি 5/9, কুমায়ুন+লখনউ 28/9, লে-লাদাখ 27/9, রাজস্থান 8/10, হিমাচল+অমৃতসর 8/10, অরুণাচল+কাজিরাঙা 29/9, কেরল 10/10, গুজরাট 17/11, আন্দামান ও ভুটান যে কোনও দিন। 9733373530.(K)

আইন/আদালত

■ Civil, Criminal, Banking ও বহু বছরের পুরোনো চালু কেস দ্রুত আইনি সমাধানের জন্য যোগাযোগ - মোবাইল নং - 96419-27520. (C/117301)

হোম ডেলিভারি

■ বাঙালি ঘরোয়া রান্না হোম ডেলিভারি করা হয়। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন। 9832023122. (C/117280)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/- (C/116875)

লোন

■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। M : 79086-31473. (C/116853)

বিক্রয়

■ জমি বিক্রয় 5.25 কাঠা শিলিগুড়ি সংহতি মোড়ের কাছে। সত্বর যোগাযোগ - 7029822156, ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগাযোগ। (C/113534)

■ সত্বর গ্যারাজ বিক্রয়। 650 Sq.ft. সারদা শিশুতীর্থ স্কুল-এর ঠিক সামনে। সূর্য সেন কলোনি। যোগাযোগ : ফোন /হোয়াটসঅ্যাপ : 97333-70421/74782-08109. (C/113537)

■ Land sale in Malbazar- Dooars City-2.5 katha, Salbari- 7 Bigha. Contact- 8617378072 & 9832067488. (C/117311)

■ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে, তিনতলা (2nd floor), 3/2 BHK, Rs. 2800/3000 per sq.ft. সুকান্তনগর, কুণ্ডুপুকুর মাঠের নিকট। শিলিগুড়ি। M : 9832041745. (C/113539)

বিক্রয়

■ Newly constructed 3 BHK Flats (1300 sq.ft) at 2nd floor & 3rd floor for immediate sale. Location-Lake Town, Siliguri. M : 94344-67236. (C/116872)

■ শিলিগুড়ি প্রধাননগর ৩ নং ওয়ার্ডে ৫ কাঠা জমি সহ পাকা বাড়ি সত্বর উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইবে। প্রকৃত গ্রাহকরা যোগাযোগ করুন- M :7001291601. (C/116872)

■ রুবি মুকুন্দপুরে, আমরি হাসপাতালের কাছে তপোবন আবাসনে G+3 বিল্ডিং-এ টপ ফ্লোরে 1107 sq.ft. 3 BHK ফ্ল্যাট রিসেল। গ্যারাজ ও লিফট-এর সুবিধা আছে। 9051199169. (K)

■ শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ১০ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেইন রাস্তার ওপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন, পার্মানেন্ট সোলার লাইট, পুরো জমিতে সম্পূর্ণ বাউন্ডারি করে জমি বিক্রয় করা হচ্ছে 93324-92359. (C/116882)

■ কোচবিহার শহরে, বিএস রোডে নতুন বাজারে 50 ফুট গলির ভিতরে ৩টা ঘর পায়খানা, বাথরুম সহ বিক্রি হবে। এক কাঠা জমির উপরে। M : 8967863459. (C/115988)

■ কোচবিহার রাজেন তেপথি প্রদীপ আর্ট সংলগ্ন গলিতে সত্বর জমি বিক্রি হবে। (নিজস্ব জমি), যোগাযোগ- 9382432291. (C/115996)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/116832)

■ জলপাইগুড়ি হাকিমপাড়ায় রাস্তার পাশে ৩ কাঠা জমির ওপর দুইতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ 9800792551. (C/117300)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি শান্তিপাড়ায় 2½ কাঠা জমির উপর পাকা বাড়ি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ - M : 8179466576/ 9434500197. (C/116655)

■ দমদম, নাগেরবাজার মোড়ে দ্বিতলে, ২০০০ সালে নির্মিত, উত্তম অবস্থায় লিফট সহ ৭৮৪ স্কোয়ারফিটের দুই কামরা, ব্যালকনি, বাথরুমের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ৩৭ লাখ। 9064416314. (K)

■ 4 Katha land in prime location for sale at Himachal Vihar, Matigara, M : 9434691507. (C/116879)

■ 225 sq.ft. garage on sale at Aurobindapally main road, Siliguri. 8617485742. (C/116880)

■ 2 BHK Flat with Parking on 2nd floor for sale at Deshbandhupara. M : 9679258193. (C/116883)

■ Flat for sale almost ready, Ghosh Apartment, Netaji road, opp. Kaljani govt housing complex, Alipurduar. Contact : 9832038844/ 9475806888. (C/117260)

কর্মখালি

■ বাঙালি রান্না জানা অভিজ্ঞ কুক চাই। বাইরের লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে। M - 9832023122. (C/117280)

■ Om Collections (শিলিগুড়ি) বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে কাজ জানা মহিলা স্টাফ এবং সেলস গার্ল প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। Ph.8016147790, 9733462181(C/117310)

■ কলকাতার বাড়িতে থেকে ২ বছরের জন্য রান্না ও ঘরের কাজে মাঝবয়সি মহিলা চাই। বেতন+থাকা+খাওয়া ফ্রি। (M) 98324-92878. (C/116877)

কর্মখালি

■ SIP Abacus হাকিমপাড়া এবং জ্যোতিনগরের শিক্ষকতার জন্য(part time) স্নাতক মহিলা আবশ্যক। কাজের সময় : Friday - 5 P.M. to 9 P.M., Saturday : 11 A.M. to 8 P.M., Sunday : 9 A.M. to 7 P.M., মাসিক বেতন 6000, প্রশিক্ষণ খরচ দিতে হবে। ১০০% চাকরির নিশ্চয়তা। Biodata নীচে দেওয়া Mobile number-এ পাঠাতে হবে। @9064042757 কোনও phone call গ্রহণ করা হবে না।

■ শিলিগুড়ির চানাচুর কারখানার জন্য অভিজ্ঞ কারিগর ও সহকারী প্রয়োজন। Ph. 99320-20008. (C/116874)

■ CPVC Pipe বিক্রির জন্য অভিজ্ঞ, পূর্ণ জ্ঞান সমূহ ব্যক্তি(বোনাস, ইনসেন্টিভ এবং ভালো বেতন) অথবা সাথে কাজ করার জন্য partner চাই। শিলিগুড়ির মধ্যে। WhatsApp Resume - 76798-68389. (C/117271)

■ Required an experience & responsible, Accountant, at Namkeen manufacturing unit, Duty hr. 10, Salary: 15K & above.Candidate must be form Siliguri. Call:- 8918231429. (C/116879)

■ দোকানে কাজের লোক চাই। শিলিগুড়ির স্থানীয়, সঙ্গে সাইকেল আবশ্যক। বেতন - ৫০০০-৬৫০০। M - 7585085699.(C/116877)

■ Required an Experience Sales Person for N.B.(A.S.M., S.O., S.R.) in F.M.C.G.(Namkeen) Unit. Mob : 99320-20008. (C/116874)

■ ঔষধের দোকানের জন্য ফার্মাসিস্ট চাই। Mo - 9091063882. (C/117992)

কর্মখালি

■ রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদাতে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 9000 টাকা, থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে।+OT+PF+ESI. (M) 9046427575, 9064417137.(C/116879)

■ শিলিগুড়িতে লটারিতে কাজ করার জন্য মাধ্যমিক পাশ মহিলাকর্মী চাই। বেতন ৬০০০, ডিউটি ১১ টা থেকে ৭ টা। M : +918167086969. (C/117312)

■ সুবর্ণ সুযোগ- জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িবাসীদের বাড়ি থেকে 2/3 ঘন্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। M : 9163272406.(K)

অফিস বয় চাই

■ শিলিগুড়িতে নামী অফিসে লোকাল ছেলে চাই। বেতন 16000/- to 18000/-, নিজস্ব টুহুইলার আবশ্যক। ইন্টারভিউ সোমবার 07/07/25,4 P.M. to 6 P.M., যোগাযোগ: প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি।(C/116881)

Urgent Required

■ Greenwood English Medium School, Baisi,Purnia urgently requires well-qualified & experienced NTT,TGT(Computer,English,Music,Art & Craft Teachers). Salary 14.5K to Constraint for deserving candidates. Free Accommodation. Fluency in English is essential. Interested candidates should forward their resume @96933-54088/95239-47260.(A/B)

কর্মখালি

■ কলকাতার নিকটবর্তী এক পোল্ট্রি ফার্মের দেখাশোনার জন্য লোক চাই। M : 8240945100.(K)

■ মুম্বইতে রিটেল দোকানে সেলসের জন্য লোক চাই। বেতন : 12000-16000/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। M : 8169557054.(K)

■ শিলিগুড়িতে লটারি দোকানে কাজ করার জন্য ছেলে চাই। বেতন ৬০০০, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে। M: +918167086969. (C/117252)

■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116881)

■ শিলিগুড়ির আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে ডেলিভারির জন্য লাইসেন্স থাকা, বাইক চালাতে সক্ষম কর্মী নিয়োগ। বেতন (8000-9000). (M) 98324-66411.(C/117284)

■ শিলিগুড়িতে ছোট ফ্যামিলির সব ধরনের কাজের জন্য 50 উর্ধ্বে পুরুষ/মহিলা প্রয়োজন(9 A.M. - 6 P.M.)। (M) 7797709455. (C/116884)

HYVE HOTEL
WE ARE HIRING
■ **Front Office Associate** (Min. 2 years Experience), Salary : 13k-16k p.m./Male or Female)
■ **House Keeping Associate** (Min.2 years experience), Salary : 10k-13k p.m/Male or Female)
■ **IT Executive** (Min.3 years experience), Salary : 16k-18k p.m./Male)
Industry appropriate qualification required for all roles
Apply : hr@myhyve.in
+91 92391 16718
Job Location - Siliguri

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাতিল ট্রেন

রবিবার শিয়ালদা শাখায় বাতিল থাকবে একাধিক লোকাল ট্রেন। তার ফলে যাত্রীদের চূড়ান্ত ভোগান্তি হবে। ইন্টারলকিং সিস্টেম কাজের জন্য বন্ধ বলে রেলসূত্রে বলা হয়েছে।

মেট্রোয় বিভ্রাট

সপ্তাহের শেষ দিনেও মেট্রোয় চূড়ান্ত যাত্রী ভোগান্তি হল। অফিস টাইমে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আধ ঘণ্টারও বেশি বন্ধ ছিল দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ রুটের মেট্রো চলাচল। ভোগান্তি হয় যাত্রীদের।

ট্রলার ডুবি

মাছ ধরে ফেরার পথে সাগরে ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটল। ১৩ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করলেন অন্য ট্রলারের লোকজন। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই ওই ট্রলারটি উলটে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নবান্ন অভিযান

আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের ডাকে ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোদপুরে নির্যাতিতার বাবা-মার সঙ্গে সাক্ষাতের পর জানালেন শুভেন্দু।

ব্রাত্যের আশ্বাসেও ভোট নিয়ে ধন্দ

ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে জিতব আমরাই : তৃণাঙ্কুর

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৫ জুলাই : রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে প্রতিটি ইউনিয়ন রুম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৭ সালে। ২০২০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ ছাত্র ভোট হয়। তারপর থেকেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বিরোধী দলের ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি। বসে নেই শাসকদলও। চলতি বছরের মার্চেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আশ্বাস দিয়েছিলেন, এই বছরেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে। কসবা কাণ্ডের জেরে এবার আদালত হস্তক্ষেপ করল এই নির্বাচনে। ফলে এই বিষয়ে রাজ্য সরকার ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের শীঘ্র নির্দেশের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-যুব সংগঠন সহ অধ্যাপক মহল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আশ্বাস দিলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলির দাবি, সঠিক সময়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে কসবার মতো ঘটনাই ঘটত না। অবশ্য শাসক শিবিরের ছাত্র সংগঠনের যুক্তি, রাজ্যের বেশিরভাগ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধী সংগঠনের অস্তিত্ব সেভাবে না থাকায় নির্বাচন হলে জিতবে তৃণমূলই। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের মত, 'আমরা এর আগেও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। প্রশাসন নির্দেশ দিলে আমরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের পথে হাঁটব।'

ছাত্র সংসদের ভোটের দাবিতে উপাচার্যকে ডেপুটেশন। -ফাইল চিত্র।

এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জির মত, 'আদালতের নির্দেশকে কলেজ কর্তৃপক্ষ যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেন, আমরা সেই দাবি জানাচ্ছি।' আশুতোষ কলেজের প্রিন্সিপাল মানস কবি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মারফত নির্দেশ না এলে আমাদের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তবে যতদিন নির্বাচন হয়নি, ততদিন আমরা অসহায় হয়ে নিজেদের মতো করে কলেজের সমস্ত কাজ চালিয়ে নিতাম। নির্বাচন হলে আমাদের পক্ষেও কাজ করা সহজতর হবে।'

পড়ুয়াদের একাংশের মত, 'দাদা-দিদি'-রা থাকলে পরীক্ষার আয়োজন, মার্কশিট বিলি ও স্কলারশিপের আবেদন খুব সহজেই সম্পন্ন হয় এবং ইউনিয়ন রুম তালাবন্ধ হলে ক্লাসের ক্ষেত্রেও সমস্যা বাড়তে পারে। অবশ্য এসএফআইয়ের দাবি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গুন্ডাতন্ত্রের ঠেক' ইউনিয়ন রুমগুলি। ওয়েবকুপার অন্যতম রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সেলিম বক্স মণ্ডল বলেন, 'আমরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে শীঘ্রই আলোচনায় বসার চিন্তাভাবনা করছি। ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে সুষ্ঠুভাবে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্রদের সাহায্য করা সম্ভব হবে।'

তবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শাসকদল ও বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে পরিচিত গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী আদৌ চলতি বছরে নির্বাচন হওয়া সম্ভব কি না, সেই নিয়ে জট কাটছে না। আদালতের পরবর্তী নির্দেশের দিকে তাকিয়েই এখন শিক্ষা দপ্তর।

ফের বিমান বিকল কলকাতা বিমানবন্দরে

কলকাতা, ৫ জুলাই : বিমান বিভ্রাট নিয়ে আতঙ্ক যেন কাটছেই না। সেই আবহেই ফের কলকাতা বিমানবন্দরে বিকল হয়ে গেল ব্যাংককগামী বিমানের ফ্ল্যাপ। সময়মতো উড়ল না বিমান এসএল-২৪৩। উড়ানের ঠিক আগেই যাত্রীভর্তি বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় রানওয়েতে ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়ে ওই বিমান। শনিবার রাতে এই ঘটনায় আবার প্রশ্ন উঠেছে বিমানযাত্রার নিরাপত্তা নিয়ে।

থাই লিয়ন সংস্থার ওই বিমানটির কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাত ২.৩৫ মিনিটে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে যাওয়ার কথা ছিল। সময়মতো যাত্রীরা বিমানে উঠেও পড়েন। তারপর বিমানটি নির্দিষ্ট সময়ে রানওয়ের দিকে যেতে শুরু করার পর আচমকা বাঁক নিয়ে রানওয়েতে ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে যায়। এই ঘটনার পর ঘণ্টা তিনেক যাত্রীদের বিমানের মধ্যেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। মোট ১৩০ জন যাত্রী ও ৬ জন ক্রু সদস্য সেখানে আটকে পড়েন। বিমানের ডানদিকের উইংয়ে ফ্ল্যাপের সমস্যা রয়েছে বলে বিমানচালকের তরফে জানানো হলে রাত ৩.৩০ মিনিটে বিমানটি বাতিল করা হয়। এরপর যাত্রীদের ভোর ৫টার সময় বিমান থেকে নামিয়ে নিকটবর্তী হোটেলে স্থানান্তরিত করা হয় বিমান সংস্থার তরফে।

তবে যাত্রীদের অভিযোগ, বিমানের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকায় তিন ঘণ্টা সেখানে আটকে থাকা অবস্থায় তাঁদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এমনকি বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সংস্থার তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বিমান সংস্থা সূত্রে খবর, রবিবার ভোর ৪টে নাগাদ ওই বিমানটি ফের ব্যাংকক যাত্রা করার কথা। প্রয়োজনীয় মেরামতির জন্য বিমানটিকে কলকাতা বিমানবন্দরের ৩৪ নম্বর বে-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কাকদ্বীপেও অস্থায়ী কর্মী ছাত্র নেতারা

কলকাতা, ৫ জুলাই : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ কলেজেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়োগে বিষয়টি স্বীকার করেছেন কাকদ্বীপের তৃণমূল বিধায়ক ও কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মন্টুরাম পাখিরা। ন্যাকের মূল্যায়নের জন্য কর্মীর প্রয়োজন থাকার কারণে এই নিয়োগ হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে, পরিচালন সমিতির পরীক্ষা ছাড়াই এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

২০২২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাতজন নেতা-কর্মীকে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, কলেজগুলিতে শাসক দলের রাজনৈতিক প্রভাবপ্রতিপত্তি রয়েছে। আর তা খাটিয়েই নিয়োগচক্র চলত। এই কারণে কসবার মতো ঘটনা ঘটেছে। বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা এই প্রসঙ্গে জানান, ওই সময় ন্যাকের কাজ চলছিল। তাই কর্মীর প্রয়োজন ছিল। গভর্নিং বডি সর্বসম্মতভাবে অস্থায়ীভাবে কয়েকজনকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। নিযুক্ত নেতা-কর্মীরা দরিদ্র পরিবারের। গভর্নিং বডির রেজোলিউশনের পর আবেদনের ভিত্তিতে অধ্যক্ষ সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। কলেজের অধ্যক্ষ শুভঙ্কর চক্রবর্তীর দাবি, তিনি এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করার আগে গভর্নিং বডি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে এসইউসিআই-এর বিক্ষোভ। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

নজরে আরেক নিরাপত্তারক্ষী

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের দাপটের নেপথ্যে কলেজের পরিচালন সমিতি দায়ী কি না তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন ওঠে। এবার নাম না করে তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেবের ওপর দায় চাপালেন ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, তিনি যা করেছেন তা পরিচালন সমিতির নির্দেশেই। তাঁর সময়ে কোনও অভিযুক্তের বাড়বাড়ন্ত হয়নি। এই ঘটনায় তদন্তে উঠে আসছে একাধিক তথ্য। পুলিশের নজরে রয়েছে কলেজের আরও এক নিরাপত্তারক্ষী। তাঁর ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ১৮ জনের বয়ান নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলেজ কর্তৃপক্ষের জারি করা চারটি নোটিশের কপি প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে কোনও সমস্যা ও অভিযোগ মনোজিৎ মারফত জানাবে। ততদিনে অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল। ফলে একজন গ্র্যাজুয়েট অস্থায়ী কর্মীকে কীভাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

এদিন নয়না চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পরিচালন সমিতির নির্দেশে যা হওয়ার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিচালন সমিতি একই রয়েছে। কোনও পড়ুয়াকে রক্ষা করা বা তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার প্রয়োজন থাকলে পরিচালন কমিটি সেই অনুযায়ী নোটিশ দিয়েছে। ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে যা করেছি তা জিবির নির্দেশে।' ফলে মনোজিতের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি সম্পর্কে গভর্নিং বডি যে অবগত ছিল তা তিনি অস্পষ্টভাবে বলেই দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এই চার অভিযুক্ত ছাড়াও তাঁদের নজরে রয়েছে ওই দিন মর্নিং শিফটে থাকা নিরাপত্তারক্ষী। তাঁর মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে।

জালিয়াতির অভিযোগ

কলকাতা, ৫ জুলাই : হাওড়ার পর্ন কাণ্ডে ধৃত শ্বেতা খানের বিরুদ্ধে এবার জালিয়াতির মামলাও দায়ের করল পুলিশ। তিনি বিভিন্ন নামে ভুয়ো আধার ও প্যান কার্ড তৈরি করেছিলেন। ওইসব নথি দিয়ে হাওড়া ও হুগলির বিভিন্ন ব্যাংকে তিনি অ্যাকাউন্টও খুলেছিলেন। অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেনও চলত নিয়মিত। কেন তিনি ওই কাজ করেছিলেন, তা জানতে শনিবার আদালতে তাঁকে হেপাজতে নিতে চায় পুলিশ। আদালত শ্বেতাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

দলকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ শুরু নয়া রাজ্য সভাপতির

নেতারা নয়, দপ্তরে শুধুই পদ্মের ছবি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ জুলাই : হিন্দুত্ববাদের জায়গায় বহুত্ববাদের স্বরই আরও জোরালো হচ্ছে বঙ্গ বিজেপিতে। নতুন রাজ্য সভাপতি শমীকই বলছেন, আগে যা দেখেননি বিজেপিতে, এখন তা দেখবেন। শমীকের মন্তব্যে রাজ্যে বিজেপির রাজনীতিতে নতুন ইঙ্গিত দেখছে রাজনৈতিক মহল।

রাজ্য বিজেপিতে শমীক যুগ শুরু হওয়ার পরই দলের অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে শুরু হয়েছে একাধিক রদবদল। মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির সাবেক রাজ্য দপ্তরের ছবিটাও গিয়েছে রাতারাতি বদলে। রাহুল সিনহা থেকে দিলীপ ঘোষ বা সুকান্ত মজুমদাররা রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরই রাজ্য দপ্তরের ভিতরে ও বাইরে থেকে সরে গিয়েছিল প্রাক্তনীদের ছবি। ছবি আর কাটআউটের ভিড়ে ঢেকে যেত রাজ্য দপ্তর। শমীকের রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর সেই চেনা ছবিটা বেমালুম হাওয়া। দরজার দুপাশে দুটো কাটআউট বাদে বাকি দেওয়ালে সদ্য রংয়ের পোঁচ, নো স্মোকিং স্টিকার সাঁটানো। সাংবাদিক সম্মেলনের মঞ্চের পিছনে এতদিন শোভা পেত নরেন্দ্র মোদি-জগৎপ্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে সুকান্ত শুভেন্দুদের ছবি। এদিন শুধুই দলীয় প্রতীকে মোড়া ওয়াল পেপার সাঁটানো সেই জায়গায়। সচেতনভাবেই যে এই পরিবর্তন করা হয়েছে সেকথা স্বীকার করে শমীক বলেন, 'নেতার চেয়ে দল বড়। দলের চেয়ে দেশ বড়। এটাই বিজেপির স্লোগান। আর ব্যাকড্রপটা তারই প্রতিফলন।' তবে রাজ্য দপ্তরের বাইরে বিরোধী দলনেতার ছবি না থাকার বিষয়টি নিয়ে শমীকের মন্তব্য, 'বিরোধী দলনেতা শুধু বিজেপির নন, তিনি তৃণমূলের হৃদয়েও প্রতিষ্ঠিত।'

শুধু দপ্তরের ভোল বদলই নয়, পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদেও। অভিষেকের দিনেই সংখ্যালঘু ও মুসলিমদের সম্পর্কে শমীকের মন্তব্যে নড়েচড়ে বসেছিল সবাই। অনেকেই ভেবেছিল রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শুভেন্দুর উগ্র হিন্দুত্ববাদী লাইনের সমান্তরালে শমীকের নরম হিন্দুত্বের জোড়া ফলা দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইছে বিজেপি-আরএসএস। কিন্তু এদিন এই উগ্র হিন্দুত্বের প্রশ্নে শমীকের মন্তব্যে আবার ধাক্কা খেল সেই চর্চা। এদিন শমীক বলেন, 'বিজেপিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বলে যে প্রচার করা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। হিন্দুত্ববাদ বিজেপির পথও নয়।'

খোলনলচে বদলেছে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র।

'দিলীপকে কাজে লাগানো হবে'

কলকাতা, ৫ জুলাই : দিলীপ ঘোষের ওপর পূর্ণ আস্থা জানালেন বিজেপির নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দিঘা কাণ্ডের জেরে দিলীপকে কার্যত ব্রাত্য করে রেখেছিল দল। সেই সূত্রেই তাঁকে ঘিরে নানা জল্পনা ডানা মেলছিল। জল্পনা শুরু হয়েছিল দিলীপের নতুন দল গড়া ও দলবদল নিয়েও। এদিন সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন শমীক। তিনি জানান, দিলীপ ঘোষ বিজেপিতেই ছিলেন, আছেন, থাকবেন। শমীকের মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন দিলীপও।

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের ঘটনার জেরে দল তাঁকে কার্যত ব্রাত্য করে দেয় সমস্ত দলীয় কর্মসূচি থেকে। উত্তরবঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি থেকে শুরু করে কলকাতায় অমিত শা-র সভাতেও দিলীপকে আমন্ত্রণ জানায়নি দল। নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন ও অভিনন্দন সমারোহের অনুষ্ঠানেও ডাক পাননি দিলীপ। স্বাভাবিকভাবেই দিলীপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। দিলীপও প্রকাশ্যেই 'সব রাস্তা খোলা রাখার' কথা বলেন। তবে শত প্ররোচনাতেও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাকে কোনও আমল দেননি দিলীপ। এরই মধ্যে রাজ্য বিজেপিতে পালাবদলের পর দিলীপের জন্য নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করে তাঁর অনুগামীরা। এদিন এক প্রশ্নের জবাবে কিছুটা নাটকীয়ভাবে শমীক বলেন, 'দিলীপ ঘোষ ছিলেন, আছেন, থাকবেন। দিলীপ ঘোষ অন্য কোথাও যেতে পারেন না। তাঁকে যেখানে কাজে লাগানোর সেখানেই কাজে লাগাবে দল। এটা নিয়ে কোনও উদ্বেগের কারণ নেই।'

রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরই দিলীপকে ফোন করেছিলেন শমীক। এদিন সেই প্রসঙ্গে রসিক শমীক বলেন, 'কথা হয়নি ভাবলেন কী করে? কোথায় গিয়েছেন যে ফিরে আসবেন দিলীপ।' শমীকের এই মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে এদিন দিলীপ বলেন, 'রাজ্য সভাপতি সঠিক কথাই বলেছেন। শমীক দীর্ঘদিনের রাজনীতি করা নেতা। '২৬-এর নির্বাচন ও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করেই তাঁকে রাজ্য সভাপতি করেছে দল।' তবে দিলীপ দলীয় কাজে ফিরলেও রাজ্যের কোনও পদে তাঁকে রাখার সম্ভাবনা কম।

এদিন শমীক-দিলীপ দু'জনেই বলেন, 'পদের বিষয়টা দলই স্থির করবে।' দিলীপ আরও বলেন, '২৬-এর নির্বাচনে রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাজ্য সভাপতির সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমিও কাজ করতে চাই।' এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিজেপিতে দিলীপ অনুগামীরা তাকিয়ে আছেন সেই সুদিনের অপেক্ষায়।

দিলীপের কাজ না থাকায় অস্বস্তি ছিল দলেই। -ফাইল চিত্র।

প্রাণের আনন্দে... *ইসকনের উলটোরথ শনিবার। এসপ্ল্যানেডে। আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

শান্তনুকে সাসপেন্ড করল আইএমএ-ও

কলকাতা, ৫ জুলাই : কয়েকদিন আগেই তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ শান্তনু সেনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছিল মেডিকেল কাউন্সিল। এবার ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএমএ-র কলকাতা শাখা থেকে তাঁকে দু-বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল। ভুয়ো ডিগ্রির জোরে বছরের পর বছর রোগী দেখার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বিদেশি সংস্থার দেওয়া এফআরসিপি ডিগ্রির অপব্যবহার তিনি করেছেন বলে অভিযোগ। মেডিকেল কাউন্সিলের অনুমতি বা রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই তিনি তাঁর ওই ডিগ্রি পরিচয়পত্রে যুক্ত রেখেছিলেন। যদিও শান্তনু সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছেন।

প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ৫ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কলেজগুলিতে আর অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে চাইছে না রাজ্য সরকার। গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নিয়ে একটি নিয়োগবিধি তৈরি করতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে তিনি নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশের পরই উচ্চশিক্ষা দপ্তর নিয়োগবিধির খসড়া তৈরি করে ফেলেছে। সেটি অনুমোদনের জন্য আইন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অভিজিৎ দে - কে 24.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70C 72619 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার একজন কোটিপতি হওয়াটা অসম্ভব মনে হয়েছিল কিন্তু এখন এটা আমার বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, এই ধরণের সুযোগ সকলের জন্য সহজলভ্য করে তোলার জন্য। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরিক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ বাড়ি, মৃত ১

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৫ জুলাই : আবারও ভয়ংকর বোমা বিস্ফোরণের "বলি' বঙ্গে। এবার ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার রাজুয়া গ্রাম। শুক্রবার রাতে সেখানকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বাঁধার সময় ঘটে বিস্ফোরণ। যার জেরে ধূলিসাৎ হয়ে যায় একাধিক বাড়ি, মৃত্যু হয়েছে একজনের। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও তিনজন। এদিকে তাঁকে প্রাণে মারতেই বোমা বাঁধা হচ্ছিল বলে দাবি পূর্ব বর্ধমানের বিধায়ক এবং তৃণমূলের জেলা সভাপতি

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি কাটোয়ার ত্রাস জঙ্গল শেখকে নিশানা করে বলেন, 'আমাকে বা আমার দলের কর্মীদের কাউকে প্রাণে মারার জন্য এই বোমা বাঁধা হচ্ছিল।' তাঁর এই দাবি শোরগোল ফেলে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

শুক্রবার রাত আনুমানিক ৯টা নাগাদ ওই গ্রামে বিস্ফোরণ হয়। যাতে মৃত্যু হয় বরকত শেখ (২৮) নামে এক ব্যক্তির। তার বাড়ি বীরভূমের নানুর থানার সিয়ালা গ্রামে। জখম তিনজন হল শেখ তুফান চৌধুরী, ইব্রাহিম শেখ এবং সফিক মণ্ডল। এরা প্রত্যেকে ওই গ্রামেরই বাসিন্দা। তুফানই বাইরে থেকে দুষ্কৃতীদের এনে ওই গ্রামের লম্বু শেখ নামে এক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বাঁধাচ্ছিল বলে পুলিশ জেনেছে। পুলিশ রাতেই জখম তিনজনকে চিকিৎসার জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে।

কাটোয়ার রাজুয়া গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। -সংবাদচিত্র।

রাজুয়া গ্রামে বোমা তৈরির সঙ্গে জঙ্গল শেখ জড়িত বলে বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ শনিবার সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেন। সেইসঙ্গে তিনি এও দাবি করেন যে, এই বোমা বাঁধার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল কাটোয়া দখল করে তাঁকে এবং তাঁর দলের কর্মীদের কাউকে খুন করা।

এই জঙ্গল একসময় তৃণমূলকর্মীই ছিল। ২০১৫ সালের পৌরসভা নির্বাচনে সে কাটোয়ার কাউন্সিলার এবং উপ-পৌরপ্রধান নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু এর ছয়মাসের মধ্যেই সে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। তারপর থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর সে জেলে ছিল। সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে বলে খবর। এ বিষয়ে জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, 'কাটোয়ার বিধায়কের দাবি প্রমাণ করে তৃণমূলের রাজত্বে তাদের নেতারাও নিজেদের নিরাপদ ভাবেন না। বাংলা এখন বোমা-বারুদের আঁতুড়ঘর হয়ে গিয়েছে। যার বিনাশ ঘটাতে পুলিশও ব্যর্থ।'

JIS GROUP
Educational Initiatives
#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS
www.jisgroup.org
JIS GROUP Educational Initiatives

THE LARGEST EDUCATIONAL CONGLOMERATE OF EASTERN INDIA
APPLICATIONS ARE INVITED

Marketing Executive: Full time MBA/PGDM from recognized Institute/University with min. 3 years of experience in Marketing with excellent communication & presentation skills.

Telecaller: Graduate with English medium background with min. 3 years of relevant experience.

Walk-in Interview
8th July 2025
12:30PM – 5PM
Hotel Mainak Lodge, C-37, Hill Cart, 2,Pradhan Nagar, Siliguri, W.B.
93309 06154 / 98305 57256

Bring along with One copy of your latest Resume, all testimonials, PAN, Aadhar & colour photograph.

SCAN HERE

SILIGURI OFFICE ADDRESS
Dr. Ambedkar Building, Hill Cart Road
Pradhan Nagar, Siliguri - 734 003
KOLKATA OFFICE ADDRESS
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020

অপরাধের সেকাল একাল

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়িতে সোনার দোকানে রীতিমতো প্ল্যান করে ডাকাতি থেকে শুরু করে সামান্য ঝগড়ার কারণে কোচবিহারে ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত- উত্তরবঙ্গের অপরাধ জগৎটা সমানে বদলে চলেছে। আগে বাজারের ভিড়ে অথবা চলতি বাসে দু'-একটি পকেটমারির ঘটনা শোনা যেত। ধরা পড়লে তুমুল ধোলাই। গ্রামগঞ্জে ধরা পড়লে বাঁশডলা ছিল প্রাথমিক শাস্তি। আজকাল সেইসব বলতে গেলে প্রায় 'উধাও'। সবকিছুই যেন ওয়েল অর্গানাইজড। উত্তরবঙ্গ লাগোয়া বাংলাদেশে সোনা পাচারকারীদের গ্যাং লিডারের সাংকেতিক নাম 'বড়লোক'। উত্তরে এদের সংখ্যা এক ডজনেরও বেশি। তাদের মধ্যে একজন বাদে বাকি কেউই সেভাবে কোনওদিনই সামনে আসেনি। সমানে বদলে চলা উত্তরবঙ্গের অপরাধ জগৎ নিয়ে কলম ধরলেন দুই প্রজন্মের দুই সাংবাদিক।

পাড়ার গুন্ডাদের হাতেও এখন ঝাঁ চকচকে পিস্তল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

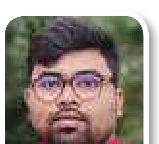

২০১৬-র মার্চের ঘটনা। রাত তখন পৌনে ৩টে। হঠাৎ ভোঁ ভোঁ শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল। মোবাইল ফোন বাজছে। রাতে দেরিতে ঘুমোনো আমার পুরোনো অভ্যাস। মিনিট পনেরো আগেই বিছানায় উঠেছিলাম। উদ্বেগের সঙ্গে ফোন হাতে নিয়ে দেখি পরিচিত এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকের নম্বর। ফোন ধরতেই, 'জংশনের ... হোটেলের ... নম্বর রুমে চলে এসো। কাগজ, কলম নিয়ে এসো, আমার কাছে কিছুই নেই। বাইক আনলে দূরে রেখে হেঁটে আসবে। রিসেপশনে বলা আছে।' মনে তখন খুব আনন্দ। ভাবছি, নিশ্চিত বড় কোনও এক্সক্লুসিভ খবর পাব। সকালে আমার খবর দেখে অন্য রিপোর্টাররা হা-হুতাশ করবে সেটা কল্পনা করে আরও বেশি খুশি লাগছিল।

তাড়াহুড়ো করে গিয়ে দেখি হোটেলের ঘরে ওই গোয়েন্দা কর্তার সঙ্গে বছর ২৫-এর এক তরুণও বসে আছে। ছেলেটি নারী পাচারকারীদের লিংকম্যান। সেখানেই প্রথমবার 'ভাড়ে কী কোখ' সম্পর্কে বিশদে জানলাম। 'ভাড়ে কী কোখ' মানে গর্ভ ভাড়া দেওয়া। সহজ কথায় সারোগেসি। ডুয়ার্স, পাহাড়, নেপাল থেকে চাহিদা অনুসারে মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে 'সারোগেটেড মাদার' বানানো হয়। একটি পাচারের ঘটনার সূত্র ধরে তদন্ত করতে গিয়ে একটা বড় চক্রের হদিস পেয়েছিলেন গোয়েন্দারা। তাই দিল্লি থেকে শিলিগুড়িতে ছুটে এসেছিলেন ওই গোয়েন্দা আধিকারিক। পরের দিন লেখার মতো খবর না পেলেও বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার অনেক রসদ পেয়েছিলাম সেদিন। হোটেলের ঘরে থাকা ছেলেটির প্রেমিকাকেও তার দলের লোকেরা দিল্লিতে চার লাখে বেঁচে দিয়েছিল। তাই রাগে সমস্ত গোপন কথা উগরে দিয়েছিল সে। পরে জেনেছিলাম, নেপালে সেই লিংকম্যান ছেলেটির রহস্যমৃত্যু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ শুনলেই সকলের সামনে ভেসে ওঠে জঙ্গল, পাহাড়, নদী, চা বাগান ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অফুরন্ত সম্ভারের একটি এলাকা। যার প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের নানা অজানা দলিল। সেই সৌন্দর্য আর স্থাপত্যে ঢাকা পড়া উত্তরের অপরাধের অন্ধকার জগতে আলো ফেললে মুহূর্তেই চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

চরিত্র বদল হলেও কঠিন বাস্তব হল, উত্তরবঙ্গ বরাবরই অপরাধপ্রবণ। মোবাইল ফোন চালুর পর থেকে সেই অপরাধের ধার, ভার দুই-ই বেড়েছে। আসলে অসুরক্ষিত সীমান্ত এলাকা হওয়ায় গোটা উত্তরবঙ্গই অপরাধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। একদিকে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা অন্যদিকে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত, আর একদিকে বিহার, ঝাড়খণ্ড। এরকম ভৌগোলিক অবস্থানই তো চায় অপরাধীরা। এরকম জায়গায় গা-ঢাকা দেওয়া বা অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়া অপরাধীদের বাঁ হাতের খেলা। তাই একের পর এক মাফিয়া গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গে।

চরিত্রগতভাবে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের কমবেশি সবগুলোই উত্তরবঙ্গে দৃশ্যমান। হাড়হিম করা গার্হস্থ্য অপরাধ তো নিত্যদিন ঘটছেই। নানা সংগঠিত অপরাধ, রাজনৈতিক অপরাধ, খুন, ডাকাতি, চুরি, পাচার, জমি দখল সবটাই হচ্ছে। এইসব অপরাধ সংগঠিত করার জন্য মালদা থেকে কোচবিহার- জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে মাফিয়া গোষ্ঠী। তবে গোষ্ঠীগুলি নিতান্তই স্থানীয়। একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর প্রয়োজনের নিরিখে যোগাযোগ আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওরা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। তবে উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রভাব রয়েছে এমন গ্যাং এখনও তৈরি হয়নি।

কয়লা, গোরু, মোষ, র‍্যাশন সামগ্রী, সোনা, অস্ত্র, মাদক পাচার কারবারের রমরমা উত্তরবঙ্গজুড়েই। সেটা কমবেশি সবাই জানে। উত্তরের যে বৃহত্তর অপরাধে এখনও সেভাবে আলো পড়েনি তা হল বন্যপ্রাণ এবং বনজ সম্পদ পাচার। উত্তরের জঙ্গল থেকে বহু মূল্যবান ঔষধি গাছ, লতাপাতা পাচারের একটি আন্তর্জাতিক চক্র তৈরি হয়েছে বহু বছর আগেই। সেই চক্রের অন্যতম মাথা উত্তরেরই এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। লক্ষ লক্ষ টাকায় সেই লতাপাতা, বাকল বিক্রি হচ্ছে বিদেশের বাজারে।

প্যাঙ্গোলিনের আঁশ ধরা পড়লেই হইচই ফেলে দেয় বন দপ্তর। ঘটা করে সাংবাদিক বৈঠক করে নিজেদের সাফল্যের কথা প্রচার করা হয়। অথচ উত্তরের জঙ্গল থেকে উধাও হতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির সাপ নিয়ে আজ পর্যন্ত কারও কোনও উচ্চবাচ্য নেই। রাজ্যের এক প্রাক্তন বনকর্তা চিলাপাতার জঙ্গলের কিং কোবরা নিয়ে কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। সেই সাপ ধরে কীভাবে তার বিষ পাচার হচ্ছে তার খানিক আভাসও দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজ্য পুলিশের এক গোয়েন্দা আধিকারিকের সঙ্গে একাধিকবার ভুটানের একটি গবেষণাগারে ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। তবে চিলাপাতা তো বটেই, উত্তরের বিভিন্ন জঙ্গল থেকে সাপ ধরে ওই গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়া হত তা নিশ্চিত হয়েছিলাম।

উত্তরের অপরাধের একটা অন্যতম দিক হল, বড় অপরাধের বেশিরভাগই রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। অপরাধী গ্যাংগুলির সঙ্গে নেতাদের গভীর বোঝাপড়া রয়েছে। অপরাধীদের ভয় তাই কম। তবে এটা ঠিক যে, ভাড়া করা গুন্ডা পাওয়া গেলেও, উত্তরে ভাড়ায় খুনি পাওয়া সহজ কাজ নয়। শার্প শুটারও এই এলাকায় সেভাবে নেই।

শেষ ১০ বছরে উত্তরের অপরাধ জগতে অস্ত্রের ব্যবহারে বড় পরিবর্তন হয়েছে। আগে এলাকায় কারও কাছে মান্ধাতা আমলের ওয়ান শটার থাকলেও লোকে তাকে মাস্তান বলে মেনে মাথা নত করত। এখন পাড়ার গুন্ডাদের হাতেও ঝাঁ চকচকে অত্যাধুনিক পিস্তল থাকছে। একে সিরিজের রাইফেল হাতে পেয়ে যাচ্ছে তারা। বড় সর্বনাশ হয়েছে আর এক জায়গায়। রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে লোক এনে ভোটের আগে স্থানীয় এলাকাতেই বোমা বাঁধতে শুরু করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। সেই কাজে সহায়তা করতে করতে জেলায় জেলায় বহু মানুষই বোমা তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। ফলে কারণে অকারণে ওই মানুষগুলো বোমা বাঁধছে। এখন আর বোমা বানানোর জন্য বিহার থেকে ভাড়ায় লোক আনতে হচ্ছে না।

উত্তরবঙ্গ লাগোয়া বাংলাদেশে সোনা পাচারকারীদের গ্যাং লিডারের সাংকেতিক নাম 'বড়লোক'। অপরাধ জগতে এই 'বড়লোক'-দের ইজ্জত করে সকলেই। তিনটি জঙ্গি সংগঠন উত্তরবঙ্গ হয়ে সোনা পাচারের কারবারে যুক্ত। তারাও সমীহ করে চলে 'বড়লোক'-দের। উত্তরে এমন 'বড়লোক'-এর সংখ্যা এক ডজনেরও বেশি। তাদের মধ্যে একজন বাদে বাকি কেউই সেভাবে কোনওদিনই সামনে আসেনি। 'বড়লোক'-দের কয়েকজন লিংকম্যানই সব সেটিং করে কারবার চালাচ্ছে।

অপরাধবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, বুঝে হোক বা না বুঝে অপরাধী তার অপরাধের কোনও না কোনও চিহ্ন অবশ্যই রাখে। অপরাধবিজ্ঞান অনুসারে, অপরাধীদের বিভিন্ন ভাগের একটি ভাগ হল অহংকারী অপরাধী, যারা দম্ভের সঙ্গে অপরাধ করে। সেই দম্ভই সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের ধরিয়ে দেয়। এমনই একজন অহংকারী অপরাধী ছিল ফাচারু (সবসময় ফালতু কথা বলত বলেই এমন নাম)। লিংকম্যান হিসাবে সোনা পাচার করত সে। তাদের চোখের সামনে দিয়ে সোনা পাচার করবে বলে একবার বিএসএফকে চ্যালেঞ্জ করে বসল সে। এরপর একাধিকবার ধরা পড়লেও তার কাছ থেকে কিছুই মেলেনি। একবার উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ সীমান্তে ফাচারু ধরা পড়ে। সেবার তাকে শিলিগুড়িতে এনে সিটি স্ক্যান করার পর জানা যায়, তার মলদ্বারে সোনা লুকানো আছে। সম্ভবত ফাচারুই প্রথম সোনা পাচারকারী যে মলদ্বারে সোনা পাচার করেছিল। সেই ঘটনার পর বছর দশেক কেটে গিয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ফাচারুকে আজ পর্যন্ত আর দেখা যায়নি।

'তোমার গোরু সোজা দক্ষিণ দিক ধরি চলি গেইচে'

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

আমার খুব ছোটবেলায় দিদির বন্ধু ধুন্দা দিদিদের বাড়িতে একবার চুরি হয়েছিল। সদ্য উদ্বাস্তু হয়ে আসা নিম্নমধ্যবিত্ত ধুন্দাদিদের ছিল দরমার বেড়া দেওয়া দু'তিনটি টিনের ঘর, কাঁচা মেঝে। সিঁধ কেটে চোরটা ঢুকেছিল ওদের রান্নাঘরে। কাঁসার বাসনকোসন হাঁড়ি কড়াই হাতা খুন্তি, পেতলের ল্যাম্পো বোঁচকায় ভরে পালাতে গিয়ে ভোররাতে পাশের বাড়ির রমণীকাকার হাঁকডাকে পাড়ার লোকের হাতে ধরা পড়ে যায় চোরটা। জীবনে সেই প্রথম চোর দেখলাম! সারা গায়ে কালিঝুলি মাখা হাড় জিরজিরে তৈলাক্ত লোকটাকে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। যে যার মতো এসে হাতের সুখ করে যাচ্ছে। চিৎকার করতে করতে এক সময় সংজ্ঞা হারিয়ে ঘাড়টা নেতিয়ে পড়েছিল ওর। তার মধ্যেই পাড়ার বয়স্ক মানুষ অনেকেই গালাগাল মিশ্রিত জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে, 'হালার পো হালা, কাজ কইরা খাইতে পারোস না। পরের বাড়ি চুরি করস, লজ্জা করে না।'

এরপর কোনও এক দশমীর দিন বিসর্জনের ঘাটে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে পাড়ার ঝুমপুরিদির গলা থেকে সোনার চেন চুরি হয়ে গেল। সেই খবর পাড়ায় বয়ে নিয়ে এলেন, বনমালীকাকু। দিদিদের সাবধান করে বলে গেলেন, সোনার হার, দুল এ সব পরে কখনও ভিড়ের মধ্যে যাবি না। গ্রামগঞ্জে গোরু চুরিটা আগে থেকেই চলত। এখনও চলে। কখনো-কখনো গভীর রাতে সংগঠিত চোরের দল আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত হয়ে পিকআপ ভ্যান নিয়ে এসে গৃহস্থের গোয়াল ফাঁকা করে দেয়। তারপর নদীপথে অথবা কাঁটাতারহীন সীমান্ত পেরিয়ে ভোররাতে বাংলাদেশ পাচার হয়ে যায় সেই গোরু। সব ক্ষেত্রেই লোকাল ক্যাচ থাকে। কোনওদিন কোনও গোরু চোর পুলিশ ধরেছে বলে জানতে পারিনি। গোনাপড়া করত তান্ত্রিক ল্যাংড়া সাধু। তার কাছে চুরি হয়ে যাওয়া গোরুর খবর জানতে গেলে, চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে নির্দ্বিধায় বলে দিত, "তোমার গোরু সোজা দক্ষিণ দিক ধরি চলি গেইচে। ওটি আর পাওয়া যাইবে না।" আসলে দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশ এটা ল্যাংড়া সাধু বিলক্ষণ জানত!

তখন বাজারে ভিড়ে অথবা চলতি বাসে দু'একটি পকেটমারির ঘটনা ভেসে আসত। ধরা পড়লে তুমুল ধোলাই। আর গ্রামগঞ্জে ধরা পড়লে বাঁশডলা ছিল প্রাথমিক শাস্তি, তারপর থানাপুলিশ। মাঝেমধ্যে মব লিঞ্চিংও হত। এরপর শুরু হল সাইকেল চুরি। সামনে পেছনে দুটো তালা লাগিয়েও সাইকেল রক্ষা করা যেত না বাজারহাট থেকে। আমার নিজেরও দু'বার সাইকেল চুরি হয়েছে। একবার অনেক দামে কেনা ডায়নামো লাইট লাগানো ফুল চেনকভারওয়ালা বিএসএ সাইকেল। ডাইরি ফাইরি করে কখনও পাওয়া যেত না। পুলিশ বলত বাংলাদেশে পাচার হয়ে গেছে। তারপর বেশ কিছুদিন গাড়ি চুরি, বাইক চুরি এসব চলল। এখনও মাঝেমধ্যে বাইক চুরির ঘটনা গোচরে আসে। শুনি সে সবের ইঞ্জিন দিয়ে নাকি প্রতিবেশী দেশে মোটরবোট চলে। একবার কোচবিহার থেকে চুরি হয়ে যাওয়া অ্যাম্বাসাডর গাড়ি রুনুদা (কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার রুনু গুহনিয়োগী) চোর সহ কলকাতার তালতলা থেকে উদ্ধার করে দিয়েছিলেন।

আট/নয়ের দশকে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে গাড়ি/মোটর সাইকেল থামিয়ে ডাকাতির ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটত। বিশেষ করে, চিলাপাতা বনাঞ্চলে এবং আলিপুরদুয়ার-হাসিমারা হাইওয়েতে পরবস্তি, গরমবস্তি আর নিমতির কাছে। মাঝেমধ্যে মানুষ খুনও হয়ে যেতেন এইসব ডাকাতির ঘটনায়। ট্রেনে বাসে অসংখ্য ডাকাতির ঘটনা ঘটত। এখন সেসব নেই বললেই চলে। এক সময় জেলাজুড়ে গ্রামগঞ্জে অসংখ্য ডাকাতির ঘটনা ঘটত। লাঠি-বন্দুক-রামদা নিয়ে ডাকাতরা গৃহস্থের বাড়ি বিশেষ করে তখনকার দিনের ধনীদের বাড়িতে চড়াও হত। মারধর করে বাড়ির মানুষজনের হাত-পা বেঁধে চোখের সামনে দিয়ে সমস্ত টাকা, গয়নাগাটি ডাকাতি করে নিয়ে যেত ডাকাত সর্দাররা। ডাকাত মোকাবিলায় গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠল গ্রাম রক্ষীবাহিনী (আরজি পার্টি)। একসময় ডাকাত ধরলেই পিটিয়ে মেরে ফেলা হত। তারপর শুরু হয়ে গেল, চোখ তুলে নেওয়ার পালা। সে এক বীভৎস কাণ্ড! ডাকাতি এমনকি ছোটখাটো চুরির অভিযোগেও গ্রামগঞ্জে খেজুর কাঁটা কখনও বা বড়শি দিয়ে চোখ তুলে নিয়ে রক্তাক্ত চোখের কোটরে চুন ঢেলে দিয়ে চিরতরে অভিযুক্তের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠল গোটা জেলা। আবার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিতে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের কাছে একসময় এটা একটা হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। আটের দশকে তুফানগঞ্জের ফলিমারি গ্রামের কংগ্রেস সমর্থক দরিদ্র কৃষক চাঁদমোহন সাহার চক্ষু উৎপাটনের ঘটনা এরকম নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বাকি জীবনটা ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষা করেই কাটিয়ে দিতে হয়েছে হতদরিদ্র চাঁদমোহনকে। এমন উদাহরণ আরও অনেক আছে। বাম আমলে ১৯৮২ সালের জুন মাসে তুফানগঞ্জের জোড়াই-রামপুরে ডাকাতির অভিযোগে একদিনে ১১ জন মানুষকে খুন করে ফেলার ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে এই জেলায়। এঁদের মধ্যে অন্তত দুজন, শ্রীনাথ বর্মন আর মিনত বর্মন ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক। মায়ের শ্রাদ্ধের আসর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছিল তাঁদের। পুলিশের খাতায় তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও চুরি ডাকাতির অভিযোগ ছিল না।

আজকাল অপরাধের ধরন আমূল পালটে গেছে। গ্রামগঞ্জে চুরি ডাকাতি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে মানুষের হাতে টাকাপয়সা আসছে। উন্নয়নের টাকা হাতে হাতে ঘুরছে। গ্রামীণ রাজনীতিতেও 'প্রফেশনালিজম' চলে আসাতে গ্রামের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সম্ভবত তাই অপরাধের ধরনও বদলেছে। আগে বালি চুরি, পাথর চুরি, ল্যান্ড মাফিয়া, সরকারি খাল, বিল, নদীর চর চুরি করে বেচে দেওয়া, পাহাড় বনাঞ্চল আর চা বাগানের জমি দখল করে বেচে দেওয়া, ছক কেটে সোনার দোকানে ডাকাতি, কয়লা চুরি, বাইরে থেকে শুটার নিয়ে এসে সুপারি দেওয়া এইসবের কথা আমরা কখনও শুনিনি, দেখিওনি। এখন আর তাসফাস নিয়ে কেউ জুয়া খেলে না। জুয়ার জায়গা দখল করে নিয়েছে বেটিং নামক ছন্দোময় ইংরেজি শব্দ। সবকিছুই যেন ওয়েল অর্গানাইজড!

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জীবনসংগ্রাম ... বৃষ্টি মাথায় রুটিরুজির সন্ধান। রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার তোলা ছবি। শনিবার।

জাল লটারি কাণ্ডের মূলচক্রী গ্রেপ্তার

গঙ্গারামপুর, ৫ জুলাই : জাল লটারির টিকিট কাণ্ডের মূলচক্রী জিয়াউল খানকে শনিবার গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার হরিরামপুর থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় ল্যাপটপ সহ বিভিন্ন সামগ্রী। জাল লটারির টিকিট কাণ্ডের জট খুলতে কার্যত মরিয়া হয়ে উঠেছিল পুলিশ। সম্প্রতি গঙ্গারামপুর শহর সহ মহকুমাজুড়ে জাল লটারির টিকিটের রমরমা কারবার শুরু হয়েছিল। এই কারবার রুখতে ম্যারাথন অভিযান চালায় পুলিশ। ২৫ জুন গঙ্গারামপুর শহরে জিয়াউলের বাড়ি সহ কিছু স্থানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রায় তিন কার্টন জাল লটারির টিকিট সহ পাঁচটি কম্পিউটার ও একটি টোটো বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তদন্তে নেমে জাল লটারির টিকিটের চক্র চালিয়ে জিয়াউলের অল্পদিনে ফুলেফেঁপে ওঠার কথা জানতে পারে পুলিশ। অন্যদিকে, জিয়াউলের স্ত্রী গঙ্গারামপুর থানায় হোমগার্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জাল লটারির টিকিট কাণ্ডে স্বামীর নাম যুক্ত থাকায় তদন্তের কারণে তাঁকে ক্লোজ করে লাইনে পাঠানো হয়েছে।

তবে জাল লটারির টিকিট কাণ্ড প্রকাশ্যে আসতেই বেশকিছু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গঙ্গারামপুর শহর তথা মহাকুমা এলাকায় অল্প সময়ে কীভাবে জাল লটারির টিকিটের এই কারবার বিস্তার করলেন জিয়াউল। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর নেপথ্য কোনও রাজনৈতিক যোগ বা বড় কোনও চক্রের যুক্ত থাকার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

এবিষয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'জাল লটারির টিকিট কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত জিয়াউলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামীকাল আদালতে পেশ করা হবে। এই চক্রের পেছনে আরও কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। আগামীদিনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের তদন্ত জারি থাকবে।'

আম গাছ কেটে পাচারের চেষ্টা

মুরতুজ আলম

সামসী, ৫ জুলাই : অবৈধভাবে আম গাছ কেটে তা পাচার করা হচ্ছিল। ঘটনাটি শনিবার বিকেলের চাঁচল-২ ব্লকের গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের সুতি এলাকায়। বিষয়টি টের পেয়ে গাছের গুঁড়িবোঝাই গাড়ি আটক করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে চাঁচল থানার পুলিশ গিয়ে গাড়ি সমেত কাটা গাছ বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। চাঁচল থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, খবর পেয়ে গাছের গুঁড়ি সহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে এই মর্মে কোনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা মাবুদ মিয়াঁর কথায়, 'এলাকার কিছু গাছ মাফিয়া প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই অবৈধভাবে গাছ কেটে তা গাড়িতে করে পাচার করছিল। গ্রামবাসীদের নজরে আসায় গাছের গুঁড়ি সহ গাড়িটি আটকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।' এরপর চাঁচল থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে সমস্তকিছু বাজেয়াপ্ত করে। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, ওই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বন দপ্তর ও পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়াই অবাধে গাছ কাটা হচ্ছিল। এনিয়ে বহুদিন থেকেই গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। এদিন বিকেলে একটি গাড়িতে গাছের গুঁড়ি পাচারের সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি, নিয়ম মেনে গাছ কাটা হোক। তবে একটা গাছ কাটার পরে আরও অতিরিক্ত পরিমাণ গাছের চারা লাগানো হোক।

গৌড়হন্ডে গাড়ি আটক করে বিক্ষোভ

এই বিষয়ে গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুবেজা খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'গাছ কাটার ব্যাপারে পঞ্চায়েত থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। বিনা অনুমতিতে নির্বিচারে গাছ কাটা ঠিক হয়নি।'

অন্যদিকে, চাঁচল বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার দুলাল সরকার জানিয়েছেন, তিনি পুলিশের কাছে গাছ বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি শুনেছেন। তবে সুতি এলাকায় গাছ কাটা নিয়ে কেউ কোনও অনুমতি নেয়নি।

গাছের গুঁড়িবোঝাই গাড়ি আটক। চাঁচল ২ ব্লকের গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের সুতি এলাকায় শনিবার। -সংবাদচিত্র

গাজোলে গ্রেপ্তার ছেলে

বাবাকে পিটিয়ে খুন

গৌতম দাস

গাজোল, ৫ জুলাই : বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল মদ্যপ ছেলের বিরুদ্ধে। গাজোল থানার সালাইডাঙ্গার ইদাম গ্রামের ঘটনা। মৃতের নাম গণেশ মণ্ডল (৫৫)। ইদাম গ্রামেই বাড়ি। এবিষয়ে শনিবার ছেলের বিরুদ্ধে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের স্ত্রী। এদিন সন্ধ্যায় অভিযুক্ত ছেলে অজয় মণ্ডল (৩৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে মোটরবাইকে চেপে গণেশ ও অজয় হাটনগর হাটে গিয়েছিলেন। সেখানে খাসির মাংস কেনেন তাঁরা। এরপর বাবা এবং ছেলে মিলে মদ্যপান করেন। প্রথমে গণেশ বাড়ি ফেরেন। অজয় আরও কিছুক্ষণ থেকে আকণ্ঠ মদ্যপান করেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন তিনি। এরপর রাতে বাবা ও ছেলের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় গণেশকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন অজয়। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন ওই প্রৌঢ়। প্রথমে গ্রামের এক হাতুড়েকে ডেকে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। পরে হাতুড়ের পরামর্শ মেনে শুক্রবার সকালে গণেশকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন রাত আটটা নাগাদ সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওই প্রৌঢ়।

গণেশের নাতি প্রণব মণ্ডল বলে, 'সেদিন হাট থেকে ফিরে আসার পর বাবা এবং দাদুর মধ্যে ঝামেলা বাধে। আমি দুজনকে থামানোর চেষ্টা করি। কিন্তু কেউ শোনেননি। পরে দাদুকে বাঁশ দিয়ে মারেন বাবা। দাদু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। শুক্রবার তাঁকে মালদা নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে মারা যান।'

এদিকে, অজয় হাসপাতালে মিথ্যে কথা বলে শনিবার সকালে দেহ বাড়ি নিয়ে এসে দাহ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। স্থানীয়দের মাধ্যমে সেই খবর পৌঁছায় পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এবিষয়ে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের স্ত্রী ভাদড়ি মণ্ডল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের স্ত্রী। এদিন সন্ধ্যায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্থানীয়দের অনেকেই দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

মৃত গণেশ মণ্ডলের শোকার্ত পরিবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

> সেদিন হাট থেকে ফিরে আসার পর বাবা এবং দাদুর মধ্যে ঝামেলা বাধে। দুজনকে থামানোর চেষ্টা করি। কেউ শোনেননি। পরে দাদুকে বাঁশ দিয়ে মারেন বাবা। শুক্রবার তাঁকে মালদা নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে মারা যান।
> **- প্রণব মণ্ডল,** *গণেশের নাতি*

যা ঘটেছে

- বৃহস্পতিবার গণেশ ও তাঁর ছেলে অজয় দুজনে হাটে গিয়ে মদ্যপান করেন
- সেদিন রাতেরবেলা বাড়ি ফিরে দুজনের বচসা
- বাঁশ দিয়ে গণেশকে পেটান ছেলে
- শুক্রবার রাতে মালদা মেডিকেলে প্রৌঢ়ের মৃত্যু
- শনিবার ময়নাতদন্ত না করে দাহ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন অজয়
- গাজোল থানায় অভিযোগ দায়ের মৃতের স্ত্রী'র
- এদিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

বিষক্রিয়ায় মৃত্যু

মালদা, ৫ জুলাই : শনিবার বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয় এক তরুণের। মৃতের নাম সায়েদ মামুদ আলি (১৯)। বাড়ি তপন থানা এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, পারিবারিক বিবাদের ফলে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে সায়েদ বিষপান করেন। অসুস্থ অবস্থায় সায়েদকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রথমে তপন গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যান। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তরুণের মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বরুণ স্মরণ

রায়গঞ্জ, ৫ জুলাই : শনিবার রায়গঞ্জের হাতিয়া এলাকায় ডিএসও'র উদ্যোগে প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের স্মরণসভা হয়। উত্তর ২৪ পরগনায় একটি গণধর্ষণের প্রতিবাদে সরব হওয়ায় ২০১২ সালের ৫ জুলাই তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। 'ধর্ষণকারীদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস যদি না থাকে, তাহলে তাদের থেকেও বেশি শাস্তি হওয়া উচিত আমাদের'- বরুণের এই কথার সুরেই সভার আলোচনা চলে। রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে নারী সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার প্রসঙ্গও সভায় উঠে আসে। স্মরণসভায় সংগঠনের জেলা সম্পাদক শ্যামল দত্ত ছাড়াও বিজয় শীল, মহাদেব দাস প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

দু'দিনের রোজা

কুশমণ্ডি, ৫ জুলাই : শনিবার বিকেলে মহরম পালন করলেন বাসইল ও সন্নিহিত বেশ কয়েকটি গ্রামের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। দুপুরের পর থেকে টানা বৃষ্টি উপেক্ষা করে মহরমের মাঠে হাজির হয় বিভিন্ন গ্রামের লাঠিখেলার দল। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, মহরমের নবম দিনে মহরম পালন করে দশম দিনে পিরের মাজারে সিরনি চড়ানো হয়। কোরান পাঠও হয়। শনি ও রবিবার দু'দিন বহু মানুষ রোজা পালন করবেন।

রক্তদান

মালদা, ৫ জুলাই : কৃষক ও কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে শনিবার রক্তদান শিবির আয়োজিত হয় মালদা সদর মহকুমা কৃষি দপ্তরে। স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল টেকনলজিস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মালদা শাখার পক্ষ থেকে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

পাইপ আছে, পাম্প নেই

ঝাঁ চকচকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র জলশূন্য

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ জুলাই : দোতলা ভবন। রংয়ের প্রলেপ স্পষ্ট। একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যা যা প্রয়োজন, প্রায় সমস্ত কিছুই রয়েছে। তবে তৃষ্ণা মেটাতে রোগী বা তাঁর পরিজনদের ছুটতে হয় আশপাশ এলাকায়, শৌচালয়ে যাওয়া জরুরি হলে পেট চেপে বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের। তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন ছুটির সময়ের জন্য। কারণ, চিকিৎসাকেন্দ্রটিতে নেই জলের কোনও ব্যবস্থা। তবে জল সরবরাহের জন্য পাইপ রয়েছে সর্বত্রই। শুধু জল তোলার জন্য পাম্প না থাকায় এই অবস্থা। এমনই অবস্থা বালুরঘাট ব্লকের বড় কাশীপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পাকাবাড়ি তৈরি করা গেল, অথচ একটা পাম্প কেনা গেল না, উঠছে প্রশ্ন।

বালুরঘাটের বিএমওএইচ ডাঃ অপর্ণা সরকার বলছেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির জলের সমস্যার বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে। আশা করছি খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।'

দীর্ঘ বছর ধরে টিনের ঘরেই চলছিল বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কাশীপুর এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। প্রায় দু'বছর আগে নতুন পাকাঘর হয়েছে। কিন্তু এখনও পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই এখানে। জলকষ্টে জেরবার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রোগী ও তাঁর পরিবার পরিজনরা। এমনকি শৌচালয়ে জল না থাকায় মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন।

জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে দু'বার টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। কিন্তু চুরি হয়ে যায়। এক মাসে দুটো টিউবওয়েল চুরি হওয়ায়, সে ঝুঁকি আর নেওয়া হয়নি। বাড়ির পাম্প দিয়ে কয়েকদিন জল তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অনুকূলচন্দ্র দাস। কিন্তু দিন-দিন তো তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য, 'এখন স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। জলের সমস্যায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ভুগছে, এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

স্থানীয় বিজয় টুডু বলছেন, 'অসুস্থতার জন্য এক আত্মীয়কে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে দেখি শৌচালয়ে জলের ব্যবস্থা নেই। ঝাঁ চকচকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এমন অব্যবস্থা মেনে নেওয়া যায় না।'

বর্তমানে এখানে কমিউনিটি হেলথ অফিসার সহ ৯ জন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। সকাল ন'টা থেকে বিকাল তিনটে পর্যন্ত তাঁরা টানা কাজ করেন। জল না থাকায় তাঁরা শৌচালয় ব্যবহার করতে পারছেন না। সমস্যার কথা বিভিন্ন মহলে জানালেও কাজ হয়নি।

কমিউনিটি হেলথ অফিসার দেবযানী ঘোষ বলছেন, 'পাইপলাইন আছে। কিন্তু জল তোলার ব্যবস্থা নেই। ছয় ঘণ্টার কাজের সময়ে শৌচালয় যেতে পারি না। স্থানীয় একজনকে বলে জল তুলেছিলাম। কিন্তু তা স্থায়ী সমাধান নয়। বিষয়টি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে লিখিতভাবে জানানোও হয়েছিল।'

এই সেই জলশূন্য বড়কাশীপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। ছবি : মাজিদুর সরদার

বাড়ছে ক্ষোভ

টিনের ঘরের পরিবর্তে পাকাবাড়িতে কাশীপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

জল সরবরাহের পাইপ বিছোনো থাকলেও, নেই জল তোলার পাম্প

জলশূন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চরম ভোগান্তিতে রোগী থেকে স্বাস্থ্যকর্মী

লক্ষ লক্ষ টাকায় ভবন তৈরি হলেও পাম্প কেনার টাকা নেই, উঠছে প্রশ্ন

নাকা চেকিং ঘিরে বিবাদ

গঙ্গারামপুর, ৫ জুলাই : গঙ্গারামপুর থানার কালদিঘি রতনমালা এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর নাকা চেকিং বসানোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় হোটেল মালিক ও পুলিশের মধ্যে বচসা চরমে ওঠে শনিবার। অভিযোগ, কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করেন হোটেল মালিক। পুলিশি তৎপরতায়, র‍্যাফের হস্তক্ষেপে সেই অবরোধ সরিয়ে দেওয়া হয়।

৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে আটাকল ও হোটেল রয়েছে। দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হওয়ায় আগে থেকেই ওখানে পুলিশ নাকা চেকিং করে। সম্প্রতি ৮ ঘণ্টার বদলে প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা করে চেকিং শুরু করে ট্রাফিক বিভাগ। অভিযোগ, এর জেরে হোটেলে ক্রেতার সংখ্যা কমছিল। তাতে বিরক্ত হন হোটেল মালিক। শনিবার সকালে চেকপোস্টে বসতে এলে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে হোটেলের কর্মীদের বচসা বাধে। অভিযোগ, এরপরই ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ শুরু করেন হোটেল মালিক। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোন গঙ্গারামপুর থানার আইসি সহ র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স। তাঁদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

> হোটেলের কাছে আলো এবং সিসিটিভি'র বন্দোবস্ত থাকায় সেখানে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এই নিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানায় এবং উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করে। দুর্ঘটনা রোধে কোথায় নাকা চেকিং বসবে তা পুরোপুরি পুলিশের বিবেচনার বিষয়।
> **রজত প্রধান**
> *ট্রাফিক ওসি*

গঙ্গারামপুরের ট্রাফিক বিভাগের ওসি রজত প্রধান বলেন, 'হোটেলের কাছে আলো এবং সিসিটিভি'র বন্দোবস্ত থাকায় সেখানে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এই নিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানায় এবং উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করে। দুর্ঘটনা রোধে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোথায় নাকা চেকিং বসানো হবে তা পুরোপুরি পুলিশের বিবেচনার বিষয়।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গাঁওদেবতিপুজো

পতিরাম, ৫ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুরের গোপালবাটী, দৌল্লা, পরানপুর ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রামে বেদিয়া সামাজিক সমিতির উদ্যোগে গাঁওদেবতিপুজো হল শনিবার। গত বুধবার তিনদিনের উপবাস এবং হাঁড়িয়া তৈরির (পচানি) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুজোর সূচনা হয়েছিল। এই পুজোর আচার ও অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণরা নয়, পরিচালনা করেন সমাজ নির্ধারিত মোড়ল ও পাহানরা (আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পুরোহিত)। ঝাড়বুড়ি, মহাদানি, গাঁওদেবতি, দুর্গা এবং চণ্ডী- এই পাঁচ দেবদেবীকে উৎসর্গ করে পাঁচটি মাটির ঢিপি তৈরি করা হয়।

পুজোয় মুরগি এবং পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পুজো শেষে বলির মাংস দিয়ে প্রস্তুত তাহেরি (পোলাও) গ্রামবাসীরা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের বেদিয়ারা আগে রাঁচি, হাজারিবাগ, নাগপুর, ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের পূর্বপুরুষরা প্রকৃতির উপাসনায় বিশ্বাস করতেন। গাঁওদেবতি অপশক্তির হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করেন বলে বেদিয়াদের বিশ্বাস।

বেদিয়া সামাজিক সমিতির সদস্য গণেশচন্দ্র মাহাতো বলেন, 'এই পুজো আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য। এটি আমাদের উৎসব। আষাঢ় মাসে এই পুজো হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা জঙ্গলে থাকতেন। সেইসময় থেকেই সকলের ভালো থাকার জন্য গাঁওদেবতির পুজো করা হত।'

জাতীয় সড়কের কাজে ভোগান্তি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ জুলাই : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাংনদিয়া, আলিনগর, মসজিদপাড়া সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ঠিকাদারি সংস্থা এবং প্রোজেক্ট ম্যানেজারের অফিসে শনিবার বিক্ষোভ দেখালেন। তাঁদের অভিযোগ, গ্রামের রাস্তা বন্ধ করে চলছে জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ।

এলাকার বাসিন্দারা বারবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে রাস্তা খুলে দেওয়ার জন্য আবেদন জানালেও তারা কোনও কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। অবিলম্বে গ্রাম থেকে জাতীয় সড়কের রাস্তা খুলে দেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলেও স্থানীয় বাসিন্দারা হুঁশিয়ারি দেন। আনুমানিক ২ ঘণ্টা বিক্ষোভ চলার পর তাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিক্ষোভ তুলে নেন।

এদিনের গ্রামবাসীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এলাকার জীবন ও জীবিকা রক্ষা কমিটির সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মকরম আলি এবং শাসকদলের জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। তাঁরাও গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঠিকাদারি সংস্থার আধিকারিকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। গাংনদিয়া গ্রামের বাসিন্দা জুলফিকার আলির অভিযোগ, 'রাস্তার ওপরে মাটি ফেলে নির্মাণকাজ চলছে। এর জেরে গ্রাম থেকে বের হওয়া এবং প্রবেশ করা নিয়ে গ্রামবাসী সমস্যায় পড়েছেন। রাত্রিবেলা রোগী হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চাঁচল থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর পর্যন্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক বিহারের দিকে গিয়েছে গাংনদিয়া গ্রামের ওপর দিয়ে। বর্তমানে জাতীয় সড়ক ও গ্রামের রাস্তার সংযোগস্থলে জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। আর এখানেই মাটি ভরাট করে গাংনদিয়া থেকে বেরোনোর রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে। জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটির সম্পাদক মোশারফ হোসেন বলেন, 'মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাংনদিয়া, আলিনগর সহ পার্শ্ববর্তী সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত সাইরা টিকাচার সহ একাধিক গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।'

প্রোজেক্ট ম্যানেজার অফিস কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা আন্দোলনকারীদের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। জাতীয় সড়কের মালদা হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুণ্ডু অবশ্য বলেন, 'রাত্রিবেলা কাজ করব জানিয়েছিলাম। মাইকিং করাও হয়েছিল এই বিষয়ে। পাশাপাশি গ্রাম থেকে জাতীয় সড়কে যোগাযোগের জন্য অ্যাপ্রোচ রোডের কাজও শুরু হয়েছে।'

জাতীয় সড়কের ঠিকাদারি সংস্থার আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ। শনিবার।

মাদক রুখতে স্মারকলিপি

কুমারগঞ্জ, ৫ জুলাই : কুমারগঞ্জ থানায় সাফানগর পঞ্চায়েতের এলেন্দারি বাজারে সম্প্রতি মাদক ও জুয়া বিরোধী জনসচেতনতার অংশ হিসেবে এলাকার বাসিন্দারা স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, গত কয়েক মাস থেকে এলেন্দারি বাজারে অবৈধভাবে মদ বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি মাদক সেবনের জন্য বাজারের কিছু অংশে কয়েকজন রাতের অন্ধকারে ভিড় করছেন। যা স্থানীয় তরুণদের বিপথে চালিত করছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। মকসেদ মণ্ডল, রাহেদ আলি সরকার, রতন সোরেন সহ বহু সাধারণ মানুষ দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে এইসব বন্ধ করতেই হবে।

কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে।

দিন-রাত ছানা বানাচ্ছেন বৈষ্ণবনগরের কারিগররা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৫ জুলাই : বিয়ের মরশুম এখন। বিয়েতে তো মিষ্টি লাগেই। ছানা ছাড়া মিষ্টি হয় না। স্বভাবতই ছানার চাহিদা বেড়েছে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে ছানা বানিয়ে চলেছেন বৈষ্ণবনগরে মিষ্টির কারিগররা। যে কারণে কালিয়াচক ৩ ব্লকের গ্রামে গ্রামে ছানার খুব কদর। আরও দু'-এক সপ্তাহ এই প্রবণতা থাকবে।

বৈষ্ণবনগরের ঘোষপাড়া এলাকা ছানার জন্য বিখ্যাত। এবারে চাহিদা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়েছে। সেই ছানা কিনে দিন-রাত পরিশ্রম করে বিক্রি করছেন কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের মন্ডাই, লক্ষ্মীপুর, চর সুজাপুর, পারলালপুর, বীরনগর ও রাজনগর এলাকার ব্যবসায়ীরা। প্রতিদিন টন টন ছানা যাচ্ছে রায়গঞ্জ, ইটাহার, ডালখোলা, ইসলামপুর, এমনকি বিহারের কিশনগঞ্জে।

কালিয়াচকের ছানাপট্টি এলাকার মিষ্টির দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লেগেই থাকে। অন্য জেলা, ভিনরাজ্য থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরাও এখানে ভিড় জমান ছানা কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অনেক পাইকারি ব্যবসায়ী বাসে কিংবা ছোট গাড়িতে ছানা নিয়ে রাতে গন্তব্যের পথে রওনা দেন।

বৈষ্ণবনগরের ছানার বিশেষত্ব তার মিহি গঠন। স্থানীয় ব্যবসায়ী রমেশ ঘোষ বলেন, 'আগে দিনে ২০ থেকে ৩০ কেজি ছানা তৈরি হত। এখন ৫০-৬০ কেজি ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

সাধারণ সময়ে যেখানে এই অঞ্চলে ছানার দাম থাকে ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, এখন সেটা কেজি প্রতি ২৮০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। বৈষ্ণবনগরের বিডিও অফিসের কাছে মাখন ঘোষের বাড়ি। সেখানে ছানা তৈরির ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে।

এদিন কাজ করতে করতে মাখন বলেন, 'এখন তো আমাদের খাওয়া-ঘুমের সময় নেই। চাহিদা এতটাই বেড়েছে যে, কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য উজ্জ্বল ঘোষের মতে, ''মাঝে মাঝে চাহিদা এত বেশি হচ্ছে যে, 'ছানা শেষ' বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে হচ্ছে।'' চাহিদা বাড়ায় দামেরও ঊর্ধ্বগতি। যা খুচরো ক্রেতাদের সমস্যায় ফেলেছে।

বৈষ্ণবনগরের ঘোষপাড়ায় চলছে ছানা তৈরি। -সংবাদচিত্র

ছানা-কথা

- বৈষ্ণবনগরের ছানা বিহারের কিশনগঞ্জ পর্যন্ত যায়
- ছানাপট্টিতে বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে ক্রেতাদের ভিড়
- কেজিপ্রতি ছানার দাম ২৮০-৩০০ টাকার মধ্যে
- আগামী দু'-এক সপ্তাহ চলবে এই প্রবণতা

ময়নাতদন্তের রিপোর্টের প্রতীক্ষায় ছাত্রের পরিবার

৭২ ঘণ্টা দেহ আগলে

আজাদ

মানিকচক, ৫ জুলাই : মানিকচকের বেসরকারি আবাসিক স্কুলের হস্টেলে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে ৭২ ঘণ্টা। এখনও মৃত শ্রীকান্ত মণ্ডলের দেহ সংকার করল না তার পরিবারে। প্লাইউডের তৈরি কফিনে বরফ দিয়ে মৃতদেহ রাখা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। কিন্তু সেই রিপোর্ট সন্তোষজনক মনে না হলে মৃতদেহের ফরেন্সিক তদন্তের দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবারটি।

মৃতের পরিবারের দাবি, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মারধরে মৃত্যু হয়েছে শ্রীকান্তের। অবিলম্বে পুলিশকে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করতে হবে। তাঁদের এই দাবি না মানা পর্যন্ত মৃতদেহ সংরক্ষণ রেখে প্রতিবাদ জানাবেন। শনিবার মানিকচক থানার আইসি সুবীর কর্মকারের সঙ্গে দেখা করেন পরিবারের সদস্যরা। থানার আইসি পূর্ণ তদন্তের আশ্বাস দেন ও মৃতদেহ সংকার করাতে বলেন। কিন্তু আইসির অনুরোধে সাড়া দেননি তাঁরা।

এদিন ভূতনি হিরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেদারটোলার মৃত ছাত্রের বাড়িতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। বাড়িতে দুটি ঘর। শ্রীকান্ত যে ঘরটিতে থাকত, সেই ঘরেই রাখা হয়েছে তার প্লাইউডের তৈরি কফিনে বন্দি দেহ। গত বুধবার রাতে মানিকচকের একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলের হোস্টেলে মৃত্যু হয় অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রের।

হস্টেলের রুমে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, পারিবারিক কারণে মানসিক চাপে পড়ে আত্মহত্যা করেছে ছাত্রটি। কিন্তু ছাত্রের পরিবার তা মানতে নারাজ। মৃত ছাত্রের বাবা প্রেমকুমার মণ্ডল পরিযায়ী শ্রমিক। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে শুক্রবারেই বাড়ি ফিরেছেন তিনি। প্রথম থেকেই তাঁর অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মারধরে মৃত্যু হয়েছে শ্রীকান্তের।

শুক্রবার তিনি প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে দোষী মেনে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অবিলম্বে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'প্রধান শিক্ষক মারধর করায় আমার ছেলে মারা গিয়েছে। আমার ছেলে আত্মহত্যা করেনি। আমরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি। যদি রিপোর্ট সন্তোষজনক না হয়, তাহলে আমরা ফরেনসিক তদন্তের দাবি জানাব। তাই মৃতদেহ সংরক্ষণ করে রেখেছি।' ছাত্রের পরিবারের দাবি, তাদের বাড়ির ছেলেকে মারা হয়েছে। পরে আত্মহত্যা প্রমাণের জন্য মৃতদেহের গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরিবারটির অভিযোগ, সেদিন অভিযোগ জানাতে গেলে মানিকচক থানা অভিযোগ গ্রহণ করেনি। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আটক করা হলেও সারাদিন পর ছেড়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক সাজির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বারবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি বলে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে শেষমেশ তিনি মোবাইল সুইচ অফ করে দেন।

প্রধান শিক্ষক মারধর করায় আমার ছেলে মারা গিয়েছে। আমার ছেলে আত্মহত্যা করেনি। যদি রিপোর্ট সন্তোষজনক না হয়, তাহলে আমরা ফরেন্সিক তদন্তের দাবি জানাব।
প্রেমকুমার মণ্ডল, মৃতের বাবা

মৃত্যুতে রহস্য

- বুধবার রাতে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় হস্টেলের রুমে
- স্কুল কর্তৃপক্ষ মানসিক চাপে আত্মহত্যার তত্ত্ব পেশ করছে
- পরিবারের পালটা অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের মারধরে মৃত্যু হয়েছে ছাত্রের
- ময়নাতদন্ত হলেও সেই রিপোর্ট সন্তোষজনক মনে না হলে ফরেন্সিক তদন্তের দাবি পরিবারের
- তার আগে প্লাইউডের তৈরি কফিনে মৃতদেহ সংরক্ষণ পরিবারের

বেলাশেষে। *শনিবার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়*

বৃষ্টি মাথায় উলটোরথ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৫ জুলাই : তিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রীতি মেনে উলটোরথ পালিত হল শনিবার। বালুরঘাটের বিভিন্ন রথযাত্রায় শামিল হন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। হিলি থানার বিনশিরা জমিদারবাড়ির জগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা হয়েছে এদিন। দুপুরে মাসির বাড়ির যাত্রা শেষ করে মন্দিরের উদ্দেশে পুনর্যাত্রা হয় তিন ভাইবোনের। মেলাও বসেছিল বিনশিরা গ্রামে। তপন রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম সংঘে সকাল থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বুনিয়াদপুর এবং বংশীহারীতে বের হয় উলটোরথ।

বুনিয়াদপুর রথযাত্রা মহোৎসব কমিটির তরফে রশিদপুর মোড় থেকে শোভাযাত্রা বুনিয়াদপুর পিরতলায় নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে, ইসকন নামহট্ট পরিচালিত রথযাত্রা তরুণ সংঘ থেকে গিট্টি মোড় পর্যন্ত যায়। এছাড়া, দৌলতপুর, শিহল, জোড়দিঘি, ডেটলহাট, জামবাগানেও এদিন মানুষের ঢল নেমেছিল রাস্তায়। পতিরামে সবচেয়ে বড় উলটোরথ বেরিয়েছে অরবিন্দপল্লি এবং সাহাবাড়ি থেকে। কুমারগঞ্জে গোপালগঞ্জ ইসকন মন্দির থেকে বড় রথ বের হয়েছে।

কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে উলটোরথযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে বসেছে বিশাল মেলা। হরিরামপুর এবং কুশমণ্ডির একাধিক জায়গায় উলটোরথে ভিড় জমিয়েছেন ছোট থেকে বড়রা। একই ছবি দেখা গেল বালুরঘাট শহর এবং গঙ্গারামপুরে।

রথের রশিতে টান দেওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন মালদাবাসীও। জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা এদিন মাসির বাড়ি থেকে রথে সওয়ার হয়ে বাড়ি ফিরলেন। গাজোলে এদিন উলটোরথযাত্রা কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিনও বিকেল থেকেই নয়াপাড়া গাজোল-বামনগোলা পূর্ত সড়ক থেকে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দখল নেন সাধারণ মানুষ। নয়াপাড়ায় গুণ্ডিচা বাড়ি থেকে বিভিন্ন এলাকার ছোট-বড় মিলিয়ে ১৪টি রথে চাপানো হয় বিগ্রহদের। বামনগোলা মোড়, বিদ্রোহী মোড়, করলা ভিটা মোড়, তুলসীডাঙ্গা হাসপাতাল মোড় হয়ে বিভিন্ন মন্দিরে ফিরে আসে।

রতুয়া স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণ মন্দির থেকে রথ বেরিয়ে বিভিন্ন পরিক্রমা করে পূর্ব চৌধুরী মোড়ের মনসা মন্দিরে শেষ হয়। সামসী মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের তরফে শরবত এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুরে ঐতিহ্যবাহী ত্রিশ ফুটের পিতলের রথে চেপে মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরলেন তিন ভাইবোন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়। মালদা শহরে তিনটে নাগাদ পল্লিশ্রী ময়দান থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ মাসির বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। শনিবারও বৃষ্টি থেকে রেহাই মেলেনি শহরবাসীর। তার মধ্যেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রথের দেখা মেলে। ছোট ছোট ছেলে জগন্নাথকে মাসির বাড়ি থেকে নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে। শহরের রাস্তায় ধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠন সহ ইসকনের রথের দেখা মেলে।

রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম সংঘের উলটোরথ। তপনে মণিশংকর ঠাকুরের তোলা।

রথের ছবি

- তিন জেলার প্রায় সব এলাকাতেই উলটোরথে ভিড় জমিয়েছেন আবালবৃদ্ধবনিতা
- অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হয় পুলিশবাহিনী
- বৃষ্টি হলেও পুণ্যার্থীদের আবেগ কমেনি, রথের মেলায় ঢল নামে তাঁদের

গলায় ফাঁস

বামনগোলা, ৫ জুলাই : গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার নাম বর্ষা সাহা (২০)। এক বছর আগে মুর্শিদাবাদে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সম্প্রতি তিনি বামনগোলার তেলিপাড়ায় তাঁর বাপের বাড়িতে ঘুরতে এসেছিলেন। সেখানেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ওই বধূ আত্মঘাতী হয়েছেন বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিকভাবে অনুমান। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিষক্রিয়ায় মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ৫ জুলাই : বিষক্রিয়ায় মৃত্যু প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম সেবাস্টিয়ান টুডু। বাড়ি বংশীহারীর বাগদুয়ার বাঁশতলি এলাকায়। শনিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা দেখেন, ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছিল। কীটনাশকের গন্ধ পেয়ে তড়িঘড়ি রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাটে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রস্তুতি সভা

গাজোল, ৫ জুলাই : ২১শে জুলাই শহিদ স্মরণ কর্মসূচিকে সামনে রেখে শনিবার দুপুরে কদুবাড়ি মোড় এলাকায় গাজোল চক্র, গাজোল উত্তর চক্র এবং পাণ্ডুয়া চক্রের শিক্ষকদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মালদা জেলা সংগঠনের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভার আয়োজন হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সইফুল রহমান, শিক্ষক সমিতির জেলা নেতা আইনুল হক ছাড়াও তিন চক্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতিরা।

পুকুরে মৃতদেহ

বালুরঘাট, ৫ জুলাই : শনিবার সকালে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ পুকুরে ভেসে ওঠাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নকশাগ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম নরেন হাঁসদা (৭০)। তাঁর বাড়ি নকশাগ্রামে। গতকাল রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বালুরঘাট থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

নিখোঁজ বৃদ্ধ

বালুরঘাট, ৫ জুলাই : বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের মালঞ্চা গ্রামে নরেশ মহন্ত নামে এক সত্তর বছর বয়সি বৃদ্ধের নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর স্ত্রী মালতী মহন্ত। নরেশকে বৃহস্পতিবার থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। স্বামীকে খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ওই বৃদ্ধা। পুলিশ বৃদ্ধের খোঁজ শুরু করেছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন-জীবিকা।। *নামখানা বন্দরে ছবিটি তুলেছেন কলকাতার অরিন্দম ভট্টাচার্য।*

বাস দুর্ঘটনা

হবিবপুর, ৫ জুলাই : মালদা থেকে নালাগোলা যাওয়ার পথে একটি বেসরকারি বাস অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে শনিবার বিকেলে। মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে হবিবপুর থানার দেবীপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। তাতে বাসটি রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নীচে নেমে যায়। ধাক্কায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় দুজন আহত হন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে। শেষ পাওয়া খবর অবধি বিদ্যুতের খুঁটিটি সরানো হয়নি।

দেহ উদ্ধার

সামসী, ৫ জুলাই : শুক্রবার গভীর রাতে সামসী হাসপাতাল রোডের একটি বাইকের শোরুমের সামনে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল সামসী ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মনোজ থোকদার (৪৫)। তাঁর বাড়ি সামসীর মহেশপুর গ্রামে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মনোজ কীভাবে মারা গিয়েছেন তার সঠিক কারণ পুলিশ তদন্ত করছে বলে জানিয়েছে। তবে কোনও যানবাহনের ধাক্কায় মনোজ মারা যেতে পারেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

মিছিল

মালদা, ৫ জুলাই : সংযুক্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল হল মালদা শহরে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও বেকারদের কাজের ব্যবস্থা, স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ধর্মঘটকে সফল করতে মিছিল করে এআইইউটিইউসি।

রাস্তা সংস্কার চান কৃষ্ণপুরের বাসিন্দারা

বৈষ্ণবনগর, ৫ জুলাই : কালিয়াচক-৩ ব্লকের কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডাই থেকে চরসুজাপুর পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি দীর্ঘদিন থেকে বেহাল। বছরের পর বছর ধরে বৃষ্টির জল জমে বলে অভিযোগ। রাস্তাটির পিচ উঠে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। রাস্তার কোথাও বড় বড় গর্ত, কোথাও কাদা। বর্ষাকালে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত কার্যত দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের উদাসীনতায় ওই রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রতিদিন চরসুজাপুর, পারলালপুর, দেওনাপুর ও বাখরাবাদ এলাকার বহু মানুষ ওই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া, রোগী ও গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে পৌঁছাতে রীতিমতো কষ্ট করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সাগর সরকারের কথায়, 'ওই রাস্তায় বৃষ্টির সময় বাইক তো দূরের কথা, হেঁটেও চলা যায় না।' একই অভিমত প্রকাশ করেছেন বধূ রুবিনা খাতুন। রাস্তাটা যদি না ঠিক হয়, বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিধান মণ্ডল বলেন, 'বন্যার জলে এবং ভারী যানবাহনের কারণে ধীরে ধীরে পুরো রাস্তাটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ছেন।' এলাকাটি নীচু হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যার জল রাস্তায় ঢুকে পড়ে বলে জানিয়েছেন জেলা পরিষদ সদস্য পরিতোষ সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে অবগত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন কালিয়াচক-৩ ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদার। 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে যাতে দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়', বললেন তিনি। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বর্ষা যত এগিয়ে আসবে, ততই বাড়বে যাতায়াতের ভোগান্তি। এখন তাঁরা প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের আশায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

বালুরঘাটে নার্সিং পড়ুয়াকে 'উত্ত্যক্ত' মাঝবয়সির

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ জুলাই : দিনদুপুরে হোক অথবা রাত, প্রকাশ্য রাস্তায় এক নার্সিং পড়ুয়াকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ উঠল মাঝবয়সি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। যখনই ওই ছাত্রী বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের নার্সিং স্কুল থেকে বের হন, তখনই সাইকেল নিয়ে ওই ব্যক্তি তাঁর পিছু নেয় বলে অভিযোগ। একবার সতর্ক করেছিলেন তিনি। কিন্তু কাজ হয়নি তাতে। শনিবার যথারীতি এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ায়, ওই ছাত্রী সটান ঢুকে পড়েন বালুরঘাট থানায়। সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানান উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের। তৎক্ষণাৎ খোঁজ শুরু হয় ওই ব্যক্তির। কিন্তু ততক্ষণে উধাও 'ইভটিজার'। তবে ওই ব্যক্তিকে নাগালে পেতে খোঁজ শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।

কখনও বেল বাজিয়ে, কখনও আবার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কটূক্তি, এক মাঝবয়সির এমন অত্যাচারে চরম অস্বস্তিতে নার্সিং স্কুলের এক ছাত্রী। হস্টেল থেকে বের হলে ওই ব্যক্তি পিছু নেওয়ায়, ছাত্রীটি কিছুটা আতঙ্কিত বটে। যে কারণে এদিন তাঁর পুলিশের দ্বারস্থ হওয়া। পুলিশে দায়ের করা অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, কিছুদিন ধরেই একই ঘটনা ঘটছে। হস্টেল থেকে তিনি যখনই বের হন বা ফিরে আসেন, ওই মাঝবয়সির দেখা পান। সবসময়ই ওই ব্যক্তির সঙ্গে থাকে একটি সাইকেল। কয়েকবার একই ঘটনা ঘটায়, একদিন অভিযুক্তকে রাস্তায় আটকে তিনি সতর্ক করেছিলেন।

তারপর কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে ছিল ওই সাইকেল আরোহী। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে নতুন করে শুরু হয়েছে পুরোনো উৎপাত। ওই ব্যক্তিকে তিনি কোনওভাবেই চিনতে পারছেন না এবং তার উদ্দেশ্য কী, সেটাও তাঁর অজানা বলে পুলিশকে জানিয়েছেন ছাত্রীটি। পাশাপাশি জানান, এদিন হস্টেল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর পিছু নেওয়ায়, তিনি টোটো থেকে নিজের মোবাইলে ওই ব্যক্তির ছবি তুলে নেন। তারপরেই চলে আসেন থানায়।

ওই ছাত্রী বলেন, 'আমি ওই মাঝবয়সি ব্যক্তিকে চিনি না। কিন্তু সাইকেল নিয়ে আমাকে দীর্ঘদিন ধরে ফলো করে যাচ্ছে। এখন তো আবার সাইকেলের বেল বাজিয়ে আমার নাম ধরে ডেকে, কীসব বলছে। খুবই আতঙ্কিত লাগছে। এতদিন পুলিশ বা কাউকে না জানালেও আজ বাধ্য হয়ে থানায় এসেছি। আমি ওই ব্যক্তির হাত থেকে বাঁচতে চাই।'

ঘটনাটি জানাজানি হতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে শহরবাসীর মধ্যে। বালুরঘাট শহরে যখন পুলিশি টহলের পাশাপাশি মহিলা ইগল বাহিনী, পিঙ্ক পেট্রল ভ্যান রীতিমতো ঘুরছে, তখন কীভাবে দিনের পর দিন, ওই ছাত্রীর পিছুধাওয়া করছে এক মাঝবয়সি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। কেনই বা ওই ছাত্রী এতদিন পুলিশি সাহায্য নেননি, সে প্রশ্নও তুলছেন কেউ কেউ।

৫৬ ভোগ রান্নায় দুশো মহিলা

হরষিত সিংহ

মালদা, ৫ জুলাই : মন্দিরের সামনে সারিবদ্ধভাবে বসে মহিলারা। সকলেই রান্না করছেন। তবে কোনও প্রতিযোগিতা নয়, সেখানে উপস্থিতরা নিজেদের ইচ্ছামতো নানা পদ রান্নায় ব্যস্ত। কেউ ভাজছেন বেগুন, আবার কেউ পিঠে। কেউ আবার উনুনে বসিয়েছেন সবজির তরকারি। বিভিন্ন ফলের বড়া তৈরি করছিলেন ফুলকুমারী মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'জগন্নাথ এসেছেন মাসির বাড়ি। তার জন্য তাঁকে সেবা দেব। আমি কলার বড়া, কাঁঠালের বড়া, আমের বড়া তৈরি করছি। আমরা গ্রামের সকলেই ভোগের জন্য কিছু না কিছু রান্না করছি।' শনিবার এই ছবি দেখা গেল ইংরেজবাজারের জাহাজফিল্ড গ্রামে।

সপ্তাহ শেষে এদিন মাসির বাড়ি থেকে বোন সুভদ্রা এবং দাদা বলরামকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন জগন্নাথ দেব। তারই আয়োজন চলছে গ্রামজুড়ে। তার আগে শনিবার ভোর থেকে স্থানীয় রাধাগোবিন্দ মন্দিরে শুরু হয়েছে আয়োজন। মন্দিরের চারপাশে মহিলারা বসে রান্না করছেন। সকলেই বাড়ি থেকে গ্যাস ওভেন সহ রান্নার সামগ্রী নিয়ে এসেছেন। মাসির বাড়ি থেকে বিদায়ের আগে জগন্নাথ দেবকে এই রান্না করা সমস্ত ভোগ নিবেদন করা হয়। স্থানীয় আরেক বাসিন্দা সুমিত্রা মণ্ডল বললেন, 'আমাদের গ্রামের প্রায় ২০০ জন মহিলা একসঙ্গে বসে এদিন রান্না করছেন। আমি পাটিজোড়া, গোকুল পিঠে তৈরি করছি।'

ইংরেজবাজার শহরের বিমানবন্দর সংলগ্ন গ্রাম জাহাজফিল্ড। গত দুই বছর ধরে এখানে রথযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। শহরের কুলদীপ মিশ্র কলোনি থেকে রথ এই রাধাগোবিন্দ মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই সাতদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উলটোরথের দিন ৫৬ ভোগের আয়োজন করা হয়। গতবছরেও গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে রান্না করেছিলেন। তবে এই বছর ভিড় আরও বেড়েছে। পুরোহিত অমিয় দাস বাবাজি বললেন, '৫৬ ভোগ রান্না হচ্ছে। মাসির বাড়ি থেকে ৫৬ ভোগ প্রসাদ দিয়ে জগন্নাথকে বাড়ি পাঠানো হয়। সেই আয়োজন আমরা এখানে করেছি। এলাকার প্রতিটি পরিবারের মহিলারা একত্রিত হয়ে রান্নাবান্না করছেন।'

এদিন দুপুর পর্যন্ত চলে ভোগ রান্না। তারপর পূজার্চনা শুরু হয়। জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যায় ধর্মীয় শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে বিদায় জানানো হয় জগন্নাথ সহ সুভদ্রা, বলরামকে। রথযাত্রার অনুষ্ঠানে আশপাশের প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।

জগন্নাথের ছাপ্পান্ন ভোগের প্রস্তুতি। জাহাজফিল্ড গ্রামে। শনিবার।

প্রবেশপথে জল জমে ভোগান্তি রুকুন্দিপুরে

শেখ পান্না

রতুয়া, ৫ জুলাই : গ্রামে ঢোকার মুখেই বিপজ্জনক রাস্তা দেখে অবাক হতে হয়। প্রায় একহাঁটু গর্ত তৈরি হয়েছে। তার উপর বৃষ্টির জল জমতেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। রতুয়া-১ ব্লকের রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রুকুন্দিপুর গ্রামে ঢোকার রাস্তার ছবিটা এমনই। দীর্ঘদিন ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে রাস্তাটি। আর তার ফলে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। অটো, টোটো থেকে শুরু করে অন্যান্য যানবাহনও চলাচলেও অসুবিধা হয়। এমনকি বৃহস্পতিবার ওই রাস্তা দিয়ে পেরোতে গিয়ে একটি টোটো উলটে যায়। এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন, দুর্ঘটনা বাড়ছে প্রত্যহ। এত কিছুর পরেও অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন উদাসীন। তাই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। যদিও রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ আবু সোয়েব আলি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে খুব দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হবে।'

স্থানীয় এক বাসিন্দা নিমাইচন্দ্র সাহা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তাটির এমন হাল। প্রায় ১০-১২টি গ্রামের মানুষ ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেন। ভাদো, সামসী, গাজল, চাঁচল ইত্যাদি জায়গায় মানুষকেও ওই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া ওই এলাকা দিয়ে রতুয়া হাইস্কুল, রতুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত করতে হয়। রাস্তায় জল জমে থাকার ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন রাস্তার সংস্কারের জন্য কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।'

অন্যদিকে, রতুয়া হাইস্কুলের শিক্ষক শেখ মোক্তার হোসেনও দৈনন্দিন সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিন ওই রাস্তা হয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। ভাঙা রাস্তায় সামান্য বৃষ্টি হলেই জমা জলে বিপাকে পড়তে হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়া যে কেউ যে কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারে। প্রতিদিন কেউ না কেউ অটো এবং টোটো উলটে জখম হচ্ছেন।' এমনকি কয়েকবার নার্সারি স্কুলের গাড়িও উলটে গিয়েছে। ছোট বাচ্চারা বিপদের মুখে পড়েছে। তাই মোক্তারের দাবি, এই বিষয়টির ওপর প্রশাসনের দৃষ্টি পড়ুক এবং রাস্তাটি যেন দ্রুত সংস্কার করা হয়।

রতুয়া রুকন্দিপুর গ্রামে এই জমা জলে ঘটছে দুর্ঘটনা।

প্রতিদিন ওই রাস্তা হয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। ভাঙা রাস্তায় সামান্য বৃষ্টি হলেই জমা জলে বিপাকে পড়তে হয়।
শেখ মোক্তার হোসেন
শিক্ষক

গয়না লুট
(২২ জুন)

শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোডে একটি গয়নার দোকানে ফিল্মি কায়দায় লুটপাট। দাবি, ১০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের গয়না লুট করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

কালাজাদু
(২৩ জুন)

আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া গারোভিটা গ্রামের বাসিন্দা এক বৃদ্ধকে গ্রামছাড়া করা হল। অভিযোগ, তিনি নাকি কালাজাদু করতেন। আর তাতে নাকি মৃত্যু হয়েছে গ্রামের কয়েকজনের।

স্কুলে ধুন্ধুমার
(২৪ জুন)

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক নির্বাচন ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে। মারামারি থামাতে গিয়ে উলটে চোখে চোট পেলেন স্কুলের এক শিক্ষিকা।

পেটের জ্বালা
২৯ জুন

কোলের সন্তান খিদের জ্বালায় কাঁদছে। বাবা বিপুল বাওয়ালি বেরিয়েছেন খাবারের খোঁজে। আর মা সীমা বাওয়ালি দেড় বছরের ছেলেকে রেগে ফেলে দিলেন তিস্তায়। জলপাইগুড়ির মরিচবাড়ির ঘটনা।

খোলা সীমান্ত

অ-এ অনুপ্রবেশ আসছে তেড়ে

শিবশংকর সূত্রধর

কাজের তাগিদে তাঁরা কেউ ১৫ বছর আগে, আবার কেউ ২০ বছর আগে অবৈধভাবে ভারতে এসেছিলেন। দিল্লি, হরিয়ানা সহ নানা রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেছেন। এখানে আসার পর সন্তান জন্ম দিয়েছেন এরকম নজিরও রয়েছে। দেশজুড়ে বাংলাদেশিদের ধরপাকড় শুরু হতেই এখন তাঁরা নিজের দেশে ফেরত যেতে চান।

খবরের কাগজের পাতা ওলটালে এখন দুই ধরনের খবর খুব নজরে পড়ছে। এক, ভারতে অবৈধভাবে থাকা বাংলাদেশিরা নিজের দেশে ফিরতে পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন। দুই, এরাজ্যের বাসিন্দারা ভিনরাজ্যে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্তা হচ্ছে। প্রথম বিষয়টি গভীরে তলিয়ে দেখলে যে চাঞ্চল্যকর তথ্যগুলি উঠে আসবে তাতে আপনার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়বেই। অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রে, দুই জায়গায় দুই শাসকদলের দায় ঠেলাঠেলি নতুন কিছু নয়। কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো নতুন ঘটনা হল, অনুপ্রবেশের পর ফের নিজের দেশে ফিরে যেতে অবৈধ বাংলাদেশিরা বারবার কোচবিহার জেলাকেই বেছে নিচ্ছে। এমনটা কেন?

একটু তলিয়ে ভাবা যাক। ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু রাজ্যের সঙ্গেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। কিন্তু গত এক-দেড় মাসে অবৈধভাবে ভারতে থাকা বাংলাদেশিরা যেভাবে নিজের দেশে ফিরতে চেয়ে কোচবিহারে হাজির হয়েছেন, তেমনভাবে অন্য কোথাও হাজির হয়েছেন বলে নজরে পড়েনি। যদি বলা হয়, অনুপ্রবেশের জন্য কোচবিহারকেই তাঁরা পছন্দের জায়গা মনে করছেন, তাহলে কি ভুল কিছু বলা হবে? কোচবিহারের ভৌগোলিক অবস্থানের কথাই ধরা যাক। এখানে ৫০০ কিলোমিটারজুড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে ৫০ কিলোমিটার অসুরক্ষিত, অর্থাৎ উন্মুক্ত সীমান্ত। দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, সাহেবগঞ্জ, সিতাই, শীতলকুচি, তুফানগঞ্জ, হলদিবাড়ি, কুচলিবাড়ি, মেখলিগঞ্জে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। বিএসএফ পাহারায় থাকে ঠিকই, তবে যেহেতু সীমান্ত এলাকা অনেকটাই দীর্ঘ, তাই সেখান দিয়ে অনুপ্রবেশের আশঙ্কাও স্বভাবতই বেশি। যে সীমান্ত দিয়েই হোক না কেন, অনুপ্রবেশ যে হয় তা সরকারি তথ্যতেই পরিষ্কার।

বাংলাদেশিদের নিয়ে প্রথম হইচই শুরু হয় দিনহাটায়। ৩০ মে দিনহাটা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ২৮ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২ জুন ফলিমারি স্টেশন থেকে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে আরও ৪ জনকে ধরা হয়েছিল। অর্থাৎ শুধু দিনহাটাতেই ৪৮ জন ধরা পড়েছে। এদিকে, গত ৫ জুন বিকেলের দিকে হঠাৎই ১৬ জন বাংলাদেশি কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় গিয়ে হাজির। তাঁদের দাবি, তাঁরা বহু বছর আগে দালাল মারফত অবৈধভাবে ভারতে এসেছিলেন। এখন বাংলাদেশে ফিরতে চান। পুলিশ যাতে সহযোগিতা করে সেজন্য থানায় এসেছেন। এখানেই শেষ নয়। এরপর গত ১৮ জুন মাথাভাঙ্গা থানায় একই আবদার, থুড়ি দাবি নিয়ে হাজির হন ১৮ জন বাংলাদেশি।

যাঁরা বাংলাদেশে ফিরতে চেয়ে কোচবিহারে এসে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিছু তথ্য উঠে আসে তাঁদের বক্তব্যে। অনুপ্রবেশের কথা

তাঁরা কিন্তু লুকোননি। জানালেন, কাজের তাগিদে তাঁরা কেউ ১৫ বছর আগে, আবার কেউ ২০ বছর আগে অবৈধভাবে ভারতে এসেছিলেন। দিল্লি, হরিয়ানা সহ নানা রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেছেন। এখানে আসার পর সন্তান জন্ম দিয়েছেন এরকম নজিরও রয়েছে। দেশজুড়ে বাংলাদেশিদের ধরপাকড় শুরু হতেই এখন তাঁরা নিজের দেশে ফেরত যেতে চান। তবে প্রশ্ন রয়েছে অনেক। এক-দুই মাস বা বছর নয়, একাধিক দশক তাঁরা অবৈধভাবে ভারতের মাটিতে কাটিয়ে ফেলেছেন। এখানকার নুন খেয়েছেন। তবে এতদিনে তাঁদের চিহ্নিত করা যায়নি কেন? ঘটনার তদন্ত করলে পুলিশ হয়তো দেখতে পারবে, তাদের কারও কাছে জাল আধার কার্ড রয়েছে বা সরকারি কোনও নথি-পরিচয়পত্রও রয়েছে।

অবশ্য এই বিষয়গুলি নিয়ে পুলিশ তদন্তে কতটা এগোবে বা তদন্তের সদিচ্ছা আদৌ রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। বিষয়টি খোলসা করা যাক। ৫ জুন কোতোয়ালি থানায় যে বাংলাদেশিরা গিয়েছিলেন, দাবি করেছেন, তাঁরা প্রথমে দিনহাটা থানায় যান। সেই থানার পুলিশ তাঁদের কোতোয়ালি থানায় পাঠিয়ে দেয়। আবার ১৮ জুন মাথাভাঙ্গা থানায় যে ১৮ জন বাংলাদেশি গিয়েছিলেন, তাঁরা নাকি প্রথমে কোতোয়ালি থানায় যান। সেখানকার পুলিশ তাঁদের মাথাভাঙ্গায় পাঠিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। যেসব বাংলাদেশি দেশে ফিরতে চেয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হাজির হচ্ছেন, তাঁদের নিয়ে পুলিশের যে গড়িমসি ভাব রয়েছে তা এই অভিযোগগুলিতেই স্পষ্ট। অনেকেই হয়তো এখন ভাবছেন, এখানে অবৈধভাবে থাকা যে বাংলাদেশিরা নিজে থেকে তাদের দেশে ফেরত যেতে চাইছে, তারা চলে যাক। শুধু শুধু পুলিশের হাজতে থেকে সরকারি টাকায় তাদের দিন কাটানোর কোনও প্রয়োজন রয়েছে কি? অবশ্য পুলিশও এরকম চিন্তাভাবনা করেই থানায় আসা বাংলাদেশিদের অন্য থানায় পাঠিয়ে দিয়েছে কি না তা জানা নেই।

কোচবিহারকে করিডর করে আন্তর্জাতিক পাচারচক্র যে সক্রিয় তা নতুন করে আর বলে দিতে হয় না। তবে সেই পাচারচক্রের পান্ডারাই মানব পাচারে জড়িয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্তের প্রয়োজন। অবশ্য প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, অনুপ্রবেশে নাকি তৃণমূলের নেতারা জড়িত। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তবে বিজেপির নিশীথ কেন্দ্রের হয়ে যত কথাই বলুন না কেন, কেন্দ্রের হাতে থাকা বিএসএফের গাফিলতির কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও এত অনুপ্রবেশ কীভাবে হল? এই প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

কারণটা কি ভৌগোলিক?

কোচবিহারের ৫০০ কিলোমিটারজুড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে ৫০ কিলোমিটার অসুরক্ষিত। দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, সাহেবগঞ্জ, সিতাই, শীতলকুচি, তুফানগঞ্জ, হলদিবাড়ি, কুচলিবাড়ি, মেখলিগঞ্জে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। যেহেতু সীমান্ত এলাকা অনেকটাই দীর্ঘ, তাই সেখান দিয়ে অনুপ্রবেশের আশঙ্কাও স্বভাবতই বেশি।

‘আহ মরি’ বাংলা ভাষা

রণবীর দেব অধিকারী

কোনও উত্তরণ কি ঘটেছে ওই গতর খাটিয়ে জীবন চালানো মানুষগুলোর? না, দুর্দশা ঘোচেনি। উলটে নতুন সংকটের মুখে পড়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বিশেষত বাংলাভাষী পরিযায়ীরা এখন ভুগছেন পরিচয় সংকটে।

বছর চারেক আগে করোনা অতিমারি এসে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কী দুর্বিষহ অনিকেত জীবন পরিযায়ী শ্রমিকদের! হাজারো মানুষের জীবন তো কেড়েছিলই, লাখো লাখো মানুষের জীবিকাও কেড়েছিল ওই অতিমারি। জীবিকা হারানো মানুষগুলোর বৃহৎ অংশই ছিল পরিযায়ী শ্রমিক। ভিটেমাটি-দেশ হারিয়ে একসময় ছিন্নমূল মানুষের মিছিল দেখেছে তখনকার সদ্য স্বাধীন ভারত। আর করোনাকালে কাজ হারানো দিশেহারা ভুখা মানুষের মিছিল দেখল এই প্রজন্ম।

দেশজুড়ে হঠাৎ লকডাউন। শুরু হল কর্মচ্যুত শ্রমিকদের ঘরে ফেরার পালা। ওঁরা তখন আঁধারের পথযাত্রী। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ফোসকা পড়েছে। রক্ত ঝরেছে। তবু রক্তঝরা পা নিয়েই পঙ্গুর মতো হেঁটেছেন ঘরে ফেরার টানে... নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ঠিকানায়। কেউ ফিরেছেন, কেউ ফিরতে পারেননি। দীর্ঘপথ হেঁটে আসা ক্লান্ত শ্রমিকের দল একটু বিশ্রামের জন্য নিরাপদ ভেবে রেললাইনেই মাথা পেতে শুয়েছে। হঠাৎ দৈত্যের মতো ছুটে আসা ট্রেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলে গিয়েছে ঘুমন্ত শ্রমিকের শরীর। একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে হয়তো এক কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকবে সেসব ঘাম-রক্তের গল্প। কিন্তু তারপর? কোনও উত্তরণ কি ঘটেছে ওই গতর খাটিয়ে জীবন চালানো মানুষগুলোর? না, দুর্দশা ঘোচেনি। উলটে নতুন সংকটের মুখে পড়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বিশেষত বাংলাভাষী পরিযায়ীরা এখন ভুগছেন পরিচয় সংকটে। ভোটার, আধার, র‌্যাশন কার্ড দেখিয়েও নিজেদের ভারতীয় প্রমাণ করতে কালঘাম ছুটছে তাঁদের। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়েই।

শুধু ভাতা, র‌্যাশন আর রিলিফ দিয়ে জীবন চলে না। জীবনের সঙ্গে জীবিকা জড়িয়ে। মানে কাজ চাই। করোনার করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে সেই কাজের সন্ধানেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছিলেন এই মানুষগুলো। গত দুই বছরে ফের বাংলা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে যাওয়ার ঢল নামে। গন্তব্য দিল্লি, মুম্বই, কেরল, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অসম, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু প্রধান তিন জেলা মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর থেকে ভিনরাজ্যে যাওয়া অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে মালদার স্থান শীর্ষে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের দাবি অনুযায়ী, শুধু মালদা জেলা থেকেই অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করতে যান। যা মালদার মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, পরিবারকে একটু ভালো রাখার তাগিদে ফের যখন এই মানুষগুলো ভিনরাজ্যে কর্মসংস্থান খুঁজে নিয়ে নিজেদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, ঠিক তখনই শুরু হল এক নতুন উপদ্রব।

তুমি বাঙালি? বাংলায় কথা বলছ? তার মানে তুমি বাংলাদেশি। দূর হটো! দেশ ছাড়ো!

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশি হেনস্তা ও পুশব্যাকের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশার বিভিন্ন শহরে এ ধরনের ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের একাংশ সন্দেহজনক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের আটক করে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করছে। অনেক সময় সঠিক কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও শুধু ভাষা, নাম আর পোশাকের ভিত্তিতেই শ্রমিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরাই।

কিন্তু কেন এমনটা হচ্ছে? অনেকে মনে করছেন, এর পেছনে রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা কারণ রয়েছে। এনআরসি’র পাশাপাশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে সাম্প্রতিক রাজনীতিতে বিজেপির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনি হাতিয়ার হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলায় কথা বলা শ্রমিকদের প্রতি এক ধরনের ভাষা-সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ, যা হিন্দিবলয়ে বাঙালিদের ঘিরে একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করেছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল সরাসরি বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে এই ইস্যুতে। বিজেপির আবার পালটা অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের জাল আধার কার্ড বানাতে বাংলার শাসকই মদত জোগাচ্ছে। রাজনীতির এই জাঁতাকলে পড়ে পিষ্ট হচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা।

বহুভাষিক ও বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় ভারতের সামাজিক ঐক্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের প্রতি এ ধরনের হেনস্তা ও পুশব্যাকের মতো কার্যকলাপ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়ার অন্যতম কারিগর এই পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়রানি ও হেনস্তার হাত থেকে বাঁচানো। পরিচয়পত্র জাল বলে সন্দেহ হলে সঠিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু তা না করে অনুপ্রবেশকারী খুঁজতে গিয়ে যদি দেশের বৈধ নাগরিকদেরই বারবার চিহ্নিত করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে এর পেছনে নিশ্চয় কোনও রাজনৈতিক মতলব লুকিয়ে আছে।

পরিসংখ্যান

গত দুই বছরে ফের বাংলা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের ঢল নেমেছে

তাঁদের গন্তব্য দিল্লি, মুম্বই, কেরল, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অসম, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু প্রধান তিন জেলা মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি

শুধু মালদা জেলারই অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক, দাবি

সাপের রিলে রিয়েল বিপদ

শুভদীপ শর্মা

ডুয়ার্সে এখন নতুন ট্রেন্ড সাপ ধরে সেই ভিডিও তুলে ভাইরাল হওয়া। আর যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কোনও ধারণাই নেই সাপ সম্পর্কে। শুধু ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় হিরো সাজার চেষ্টা করছেন।

সাপ শুনলেই বাপরে বাপ। সাপের নাম শুনলে অনেকেই ভয়ে দশ পা পিছিয়ে যান। কিন্তু বর্তমান ট্রেন্ড বলছে অন্য কথা। বিষাক্ত সেই সাপ নিয়েই চলছে ‘খেলা’। সেই খেলা একেবারে মরণবাঁচনের খেলা। সাপ ধরো, তারপর তার ছবি বা ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হও। এই হচ্ছে মোদ্দা কথা। তবে এই ট্রেন্ড যে কতটা বিপজ্জনক তা ভেবে শিউরে উঠছেন পরিবেশপ্রেমী থেকে বনকর্তারা।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই ভিডিও ও রিলগুলোতে উপচে পড়ছে লাইক আর কমেন্ট। রিল বানালেই আসতে পারে জনপ্রিয়তা, হতে পারে লক্ষ্মীলাভও। এই আশাতেই এক শ্রেণির তরুণ প্রজন্ম ঝাঁপিয়ে পড়ছে একের পর এক রিল বানাতে, থুড়ি বিপদের মুখে। কখনও হাতিকে উত্ত্যক্ত করা, কখনও খাঁচাবন্দি চিতাবাঘকে উত্ত্যক্ত করা, এসব তো ছিলই, ডুয়ার্সে এখন নতুন ট্রেন্ড সাপ ধরে সেই ভিডিও তুলে ভাইরাল হওয়া। আর যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কোনও ধারণাই নেই সাপ সম্পর্কে। কোন সাপ বিষধর বা কোন সাপের বিষ নেই, সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা না নিয়েই শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার জন্য সাপ ধরে, ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় হিরো সাজার চেষ্টা করছে যুবসমাজের অনেকেই। ডুয়ার্সে হাতের নাগালে পাওয়া এই সাপই এখন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই রিলে মত্ত হয়ে থাকা তরুণ প্রজন্মের কাছে। কোবরা থেকে হেলে, দাঁড়াশ থেকে শঙ্খচূড় সাপ সম্পর্কে কোনও ধারণা না নিয়েই শুধুমাত্র রিল তৈরির জন্য তাঁরা সাপ ধরছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সাপ সহ ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে ভাইরাল হচ্ছেন। এই ভাইরাল হওয়ার মজা যে কোনও মুহূর্তে সাজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, বলছেন বনাধিকারিক থেকে পরিবেশপ্রেমীরা। উত্তরবঙ্গের গরুমারা কিংবা জলদাপাড়া অভয়ারণ্য যেখানে ২৫ থেকে ৩০ প্রজাতির বিষধর সাপ রয়েছে, সেই জঙ্গলে ঢুকেও তৈরি হচ্ছে রিল। সচেতনতা বাড়ানোই এসব রোখার একমাত্র উপায় হতে পারে।

সপ্তাহ তিনেক আগের ঘটনা। ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বছর বাইশের অনুপম সরকার। অনুপম আজ পর্যন্ত কারও কাছ থেকে সাপ ধরার কোনও প্রশিক্ষণ নেননি। কিন্তু মাঝেমধ্যেই তিনি বিষধর থেকে নির্বিষ সাপ ধরে সেই সাপ ধরার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেন। সেসব পোস্ট ভাইরালও হত। বিষয়টি জানতে পেরে অনুপমকে ডেকে পাঠায় বন দপ্তর। প্রাথমিকভাবে তাঁকে এধরনের ঘটনা থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়। বন দপ্তরের সতর্কতার পর যেমন বিনা প্রশিক্ষণে সাপ না ধরার অঙ্গীকার করেছেন অনুপম, তেমনি তাঁর সাপ ধরার বিভিন্ন সামগ্রী নিজেই ভেঙে ফেলেছেন। অনুপম না হয় সতর্ক হয়েছেন, কিন্তু ডুয়ার্সজুড়ে এরকম অসংখ্য অনুপম রয়েছেন যাঁদের এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারেনি বন দপ্তর। আর তাঁরাই এখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানালেন, যারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আগামীতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিনা প্রশিক্ষণে কেউ সাপ ধরলে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও পোস্ট করলে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাফ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, সাপ না চিনে সাপের কাছে যাওয়াটাই বিপজ্জনক। অতীতে এরকম একাধিক ঘটনা ঘটেছে। দেখা গিয়েছে সাপ উদ্ধার করতে গিয়ে উলটে উদ্ধারকারীর জীবনটাই চলে গিয়েছে।

রিলে আসক্তরা যে কতখানি বিপদের কাজ করছেন, সেকথা ভেবেই আতঙ্কে শিউরে উঠছেন উত্তরবঙ্গের পরিচিত সর্পপ্রেমী ও পরিবেশপ্রেমী নন্দু রায়। উত্তরবঙ্গের সব থেকে বেশি কিং কোবরা ধরার অভিজ্ঞতা রয়েছে নন্দুর। তাঁর বক্তব্য, ‘বিশ্বের দ্বিতীয় সবথেকে বিষধর সাপ কিং কোবরা। সাপ ধরতে শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক একাগ্রতাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু রিলের আশায় আসক্ত যাঁরা, তাঁরা জানেনেই না কোনটা বিষধর বা কোনটা নির্বিষ। নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ভিউজ পাওয়ার আশায়।’ নন্দুই জানালেন, সাপ ধরতে তিন থেকে ছয় মাসের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই সাপ ধরার নেশায় একের পর এক ঘটে চলেছে বিপদ। যাতে একমাত্র সচেতনতাই লাগাম টানতে পারে বলে দাবি তাঁর।

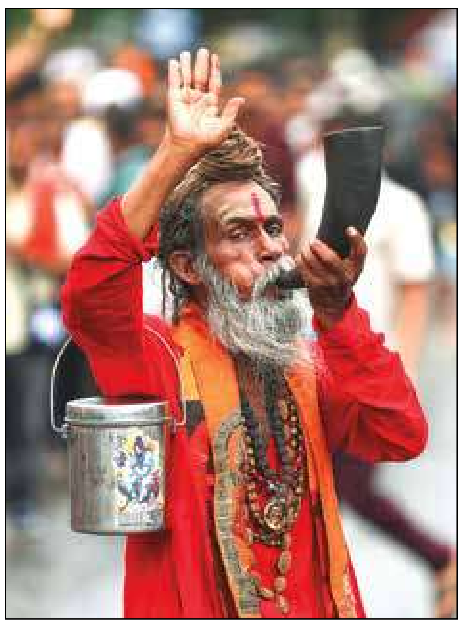

অমরনাথযাত্রার আগে জম্মুতে এক সাধু। (ডানদিকে) অনন্তনাগে পঞ্চতরণীতে এগিয়ে চলেছেন পুণ্যার্থীরা।

কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এডিআর

তালিকা সংশোধনে বাদ পড়ার আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ উদ্যোগকে (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) ঘিরে শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যের ভোটারদের বড় অংশকে তাঁদের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণির ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস' (এডিআর)। শনিবার সংগঠনের তরফে শীর্ষ আদালতে রিট আবেদন দাখিল করা হয়।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী বেসরকারি সংস্থা এডিআর জানিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এ ধরনের জটিল সংশোধন প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। একটি ন্যায্য ও নির্ভরযোগ্য যাচাই পরিকাঠামো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত শীর্ষ আদালত যেন পুরো প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। সংগঠনটির দাবি, নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ অবৈধ, পক্ষপাতদুষ্ট এবং সংবিধানবিরোধী।

প্রখ্যাত আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ-এর মাধ্যমে দায়ের করা আবেদনে এডিআর বলেছে, নির্বাচন কমিশনের ২৪ জুনের নির্দেশিকা অনুযায়ী যেসব নাগরিকের নাম ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় নেই, তাঁদের এখন নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে নথিপত্র জমা দিতে বলা হচ্ছে। এতে কোটি কোটি মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র, দলিত, আদিবাসী ও প্রবাসী শ্রমিকরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

এডিআর-এর পর্যবেক্ষণ

- বিহার বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এ ধরনের জটিল সংশোধন প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে
- এতে কোটি কোটি মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র, দলিত, আদিবাসী ও প্রবাসী শ্রমিকরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন
- নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ অবৈধ, পক্ষপাতদুষ্ট এবং সংবিধানবিরোধী
- একটি ন্যায্য ও নির্ভরযোগ্য যাচাই পরিকাঠামো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত শীর্ষ আদালত যেন পুরো প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়

এডিআর-এর মতে, 'এই নিয়ম সংবিধানের ধারা ১৪, ২১ ও ৩২৬-এর সরাসরি লঙ্ঘন। এতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমানাধিকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।'

যদিও কমিশনের মতে, বিহারে শেষবার ভোটার তালিকার এমন বিশদ পর্যালোচনা হয়েছিল ২০০৩ সালে। তারপরে আর হয়নি। তাই ২০২৫ সালের বিধানসভা ভোটের আগে এটি একটি জরুরি পদক্ষেপ। এডিআর -এর হিসেব অনুযায়ী, প্রায় ৩ কোটিরও বেশি মানুষ এই নিয়মের কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন।

এই আশঙ্কা ঘিরেই এখন বিহারের বিরোধী দলগুলি অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে যে, নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ পক্ষপাতদুষ্ট এবং গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার মতো সিদ্ধান্ত। মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার নির্বাচনের সময়ও বিরোধীরা ঠিক এমনই অভিযোগ তুলেছিল।

ভোটার তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, যাতে নির্দিষ্ট শ্রেণির ভোটারদের দমন করা যায়। ভুয়ো ভোটার নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ঘুরপথে এনআরসি চালু করার চেষ্টা চলছে। ধাপে ধাপে বাকি রাজ্যের ক্ষেত্রেও এ ধরনের পদক্ষেপ করা হবে।

দলের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'আমরা এ ধরনের পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছি।... মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কথাই বলেছেন যে, এটি এনআরসি সংক্রান্ত পদক্ষেপ, যা আমাদের নির্বাচনি প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলবে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার আশঙ্কা তৈরি হবে।'

ভারতীয় গণতন্ত্রে আস্থা ৭৪ শতাংশ দেশবাসীর

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই : ভারতীয় গণতন্ত্র নিয়ে হাজারো প্রশ্ন রয়েছে দলীয় রাজনীতিক থেকে শুরু করে অদলীয় সমাজকর্মী, অনেকের মধ্যেই। ভারতে আদৌ গণতন্ত্র আছে কি না, সে নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে অনেকের। নানা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষায় ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ নিয়ে নানা নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু এবার অন্য ধারার একটি সমীক্ষা রিপোর্ট নিশ্চিতভাবেই মুখে হাসি ফোটাবে কেন্দ্রীয় শাসকদলের।

২০২৫ সালের বসন্তে পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারতের নাগরিকদের ৭৪ শতাংশই তাঁদের দেশের গণতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্ট। বিশ্বের ২৩টি দেশে চালানো এই সমীক্ষায় এত বেশি মাত্রায় গণতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা দেশের সংখ্যা খুব কম। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এই সমীক্ষায় ভারত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে।

ভারতের পরে সবচেয়ে কম অসন্তোষ দেখা গিয়েছে সুইডেনে (২৫ শতাংশ) এবং ইন্দোনেশিয়ায় (৩৩ শতাংশ)। ভারতে মাত্র ২৩ শতাংশ মানুষ বলেছেন, তাঁরা গণতন্ত্রের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্ট। অন্যদিকে জাপানে মাত্র ২৪ শতাংশ মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট, যা অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চ আয়ের দেশগুলিতে গণতন্ত্র ও অর্থনীতি—দু'টিতেই ব্যাপক অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছে। ফ্রান্স, গ্রিস, ইতালি, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলিতে নাগরিকরা গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক অবস্থান—দু'দিক নিয়েই হতাশ।

সার্বিকভাবে সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ২৩টি দেশের মধ্যে গড় হিসাবে ৫৮ শতাংশ মানুষ গণতন্ত্র নিয়ে অসন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন। ২০১৭ সালে এই হার ছিল ৪৯ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোভিড-১৯ অতিমহামারির পর থেকে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র নিয়ে অসন্তুষ্টির এই ধারা আরও তীব্র হয়েছে।

অসন্তোষের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে গ্রিস। সেখানে ৮১ শতাংশ মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়েছেন। এরপরেই রয়েছে জাপান (৭৬ শতাংশ) ও দক্ষিণ কোরিয়া (৭১ শতাংশ)।

তবে পিউ রিসার্চ জানিয়েছে, এই অসন্তোষ মানেই যে মানুষ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করছে, তা নয়। বরং অনেকেই মনে করেন, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র একটি ভালো পদ্ধতি। কিন্তু শাসকেরা সাধারণ মানুষের কথা ও মতামত যথাযথভাবে প্রতিফলিত করছে না—এই ভাবনাই মূলত অসন্তোষের কারণ।

সমীক্ষকদের মতে, গণতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্টি অনেক সময় সাম্প্রতিক নির্বাচন বা অর্থনৈতিক স্থিতির ওপর নির্ভর করে। যেমন, কানাডা, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর গণতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্টি বেড়েছে। কিন্তু পোল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশে, যেখানে সমীক্ষার পরে নির্বাচন হয়েছে, সেখানে সন্তুষ্টি কমে গিয়েছে। পোল্যান্ডে অসন্তুষ্টির হার ৫৪ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় তা

বিগ বিউটিফুল বিলে স্বাক্ষর ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই : মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষে ছাড়পত্র পাওয়ার পর শুক্রবার 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল'-এ সই করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর ফলে আইনে পরিণত হল বহু বিতর্কিত বিলটি। এই উপলক্ষ্যে এদিন ওয়াশিংটনে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষরের সময় হোয়াইট হাউসের আশপাশে বহু রিপাবলিকান সমর্থক ভিড় জমিয়েছিলেন। বিলের পক্ষে স্লোগান দিতে দেখা যায় তাঁদের। অনেকের হাতে ছিল 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' লেখা পোস্টার। মার্কিন সেনার একাধিক ইউনিটের কুচকাওয়াজ এবং ফাইটার জেটের মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল।

বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর দৃশ্যতই খুশি ট্রাম্প বলেন, 'আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছি। আমেরিকাকে এত সন্তুষ্ট আগে কখনও দেখিনি। এই আইনের ফলে মার্কিন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ উপকৃত হবেন। এবার সীমান্ত সুরক্ষায় নজিরবিহীন বিনিয়োগ করবে সরকার।' ট্রাম্প আশাবাদী হলেও মার্কিনীদের বড় অংশ বিলের প্রভাব নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন। তাঁদের মতে, এর ফলে সরকারের কাঁধে বিপুল ঋণের বোঝা চাপবে। বরাদ্দ কমবে সরকারি জনস্বাস্থ্য প্রকল্পে। বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন ট্রাম্পের একসময়ের সহযোগী এলন মাস্কও। প্রতিবাদে মার্কিন সরকারের উপদেষ্টা পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। তারপরেও অবশ্য আইনে পরিণত হল ট্রাম্পের স্বপ্নের বিল।

মাথা ঝোঁকাবেনই মোদি, দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের দাবি উড়িয়ে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শনিবার তিনি বলেন, পীযূষ গোয়েল যা-ই বলুন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই নরেন্দ্র মোদির। মার্কিন প্রেসিডেন্টের শুল্ক ছাড়ের সময়সীমার কাছে প্রধানমন্ত্রী নতিস্বীকার করতে বাধ্য।

ট্রাম্পের 'পারস্পরিক শুল্কনীতি'-র সময়সীমা শেষ হতে আর মাত্র দিন তিনেক বাকি। ভারতীয় পণ্যে বাড়তি শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা ৯ জুলাই থেকে। ইতিমধ্যে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সরগরম জাতীয় রাজনীতি।

শুক্রবার বাণিজ্য সম্মেলনে পীযূষ জানিয়েছিলেন, কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে আমেরিকার সঙ্গে নতুন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সই করবে না ভারত। নয়াদিল্লি তার নিজের শর্তেই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে। সিদ্ধান্তও সেই অনুযায়ী নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, 'ভারত কখনও সময়সীমা দেখে চুক্তি করে না। চুক্তি হতে হবে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে, দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করে। কৃষি ও দুগ্ধশিল্প আমাদের মেরুদণ্ড। এই ব্যাপারে কোনও চাপ মেনে নেবে না ভারত।'

গত ২ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর পারস্পরিক শুল্ক

ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতি

আরোপের ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভারতের পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ছিল ২৬ শতাংশ। কিন্তু নতুন শুল্কনীতি কার্যকর হওয়ার আগে ৯০ দিনের স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (যদিও ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামজাত পণ্যে ২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক বহাল রাখা হয়)। ৯০ দিনের ওই সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী ৯ জুলাই। ফলে তার আগেই ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হবে কি না, জল্পনা বাড়ছে। সেই জল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছে পীযূষের মন্তব্য।

যদিও রাহুলের দাবি, ওয়াশিংটনের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত আগামী তিনদিনের মধ্যেই বাণিজ্য চুক্তি করতে হবে নয়াদিল্লিকে। কংগ্রেস সাংসদের কথায়, 'দেখে নেবেন, ওই শুল্কের সময়সীমা পেরোনোর আগেই মাথা নুইয়ে পড়বে মোদির।'

ট্রাম্পের ঘোষিত শুল্কনীতি কার্যকর হলে ভারতের রপ্তানি খাতে বড় ধাক্কা লাগতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাময়িকভাবে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও একটি অন্তর্বর্তী চুক্তির দিকে এগোতে পারে ভারত। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কতটা দেশের স্বার্থে, কতটা রাজনৈতিক চাপের ফলে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে অনেকেই মনে করছেন, রাহুল ভুল বলছেন না। বরং তাঁর পূর্বাভাস ভবিষ্যতের এক সম্ভাব্য বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত করছে।

স্মৃতি হাতড়ালেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। শনিবার নিজের গ্রাম খাতিমায় জমিতে হাল দিলেন তিনি। সাদা টি-শার্ট, গোটানো প্যান্টে জমিতে কখনও রোপণ করতে, কখনও গোরু দিয়ে লাঙল টানাতে দেখা গেল। সেই ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি লিখেছেন 'পুরোনো দিনের কথা ভুলিনি'।

দুর্ঘটনায় মৃত বর সহ ৮

সম্ভল, ৫ জুলাই : আনন্দ-অনুষ্ঠানে শোকের ছায়া। বিয়ে করতে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বর সহ একই পরিবারের ৮ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছে দুই শিশু। শুক্রবার সকাল ৬.৩০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জেওয়ানাই গ্রামের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভলের হরগোবিন্দপুর থেকে বদায়ুঁ জেলার সিরতৌলে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন সুরজ (২৪)। এসইউভিতে তাঁর সঙ্গে আরও ৯ জন ছিলেন। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কলেজের দেওয়ালে ধাক্কা মেরে উলটে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুরজ সহ পাঁচজনের। হাসপাতালে আরও তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

নীরব মোদির ভাই গ্রেপ্তার আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই : পলাতক নীরব মোদির ভাই নেহাল মোদিকে গ্রেপ্তার করা হল আমেরিকায়। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ১৩,৫০০ কোটি টাকার এক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে ৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেপাজতে নেওয়া হয়। এই ঘটনা ভারতের পক্ষে এক বড় কূটনৈতিক জয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, কারণ ভারতের দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি বহুদিন ধরেই নেহালের প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে আসছিল। ভারতের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নেহালকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৪৬ বছর বয়সি নেহাল বেলজিয়ামের নাগরিক। তাঁর জন্ম বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্পে। পিএনবি'র আর্থিক তছরুপের মামলায় নীরবের পাশাপাশি অভিযুক্ত নেহালও। সিবিআই এবং ইডি উভয় তদন্তকারী সংস্থাই তাঁর খোঁজ চালাচ্ছিল। ইতিমধ্যে ভারতীয় সময় শনিবার দুপুরে জানা যায়, আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন নেহাল। শুক্রবারই তাঁকে ধরা হলেও শনিবার আমেরিকার আদালতে তোলা হয়। সেখান থেকে নেহালকে নিজেদের হেপাজতে নেন মার্কিন তদন্তকারীরা। ১৭ জুলাই আমেরিকার আদালতে পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

নেহালকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণের জন্য ইতিমধ্যে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে মার্কিন প্রশাসন। আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পরবর্তী শুনানিতে জামিনের আবেদন জানাতে পারেন নেহাল। সেক্ষেত্রে আমেরিকার সরকারি আইনজীবীরা ওই জামিনের আর্জির বিরোধিতা করতে প্রস্তুত।

কৃত্রিম বৃষ্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : দূষণ ও কুয়াশা প্রতিরোধে দিল্লি সরকার কৃত্রিম বৃষ্টির পথে হাঁটছে। আইআইটি কানপুরের সহযোগিতায় ৫টি পরীক্ষামূলক ট্রায়ালের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। দীপাবলি ও শীতকাল ঘনিয়ে এলে দিল্লির বাতাস ভয়াবহ দূষিত হয়ে ওঠে। সেই দূষণ রুখতেই এবার কৃত্রিম বৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়েছে দিল্লি সরকার। দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী মনজিন্দর সিংহ সিরসা জানিয়েছেন, 'এই উদ্যোগের জন্য ইতিমধ্যেই উড়ান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ডিজিসিএ-র অনুমোদন মিলেছে।' জানা গিয়েছে, অগাস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মোট ৫টি ট্রায়াল করা হবে। আইআইটি কানপুরের তৈরি বিশেষ মেশিন 'সেসনা' ব্যবহার করা হবে এই পরীক্ষায়। এটি সম্পূর্ণভাবে ক্লাউড সিডিংয়ের যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত। অভিজ্ঞ পাইলটরা কৃত্রিমভাবে মেঘে রাসায়নিক কণা ছড়িয়ে বৃষ্টির সৃষ্টি করবেন। খরচ হবে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা এবং একটি ট্রায়াল অপারেশনের মোট খরচ ৫৫ লক্ষ টাকা। পাঁচটি ট্রায়ালের মোট খরচ প্রায় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

খুন বিজেপি নেতা

পাটনা, ৫ জুলাই : বাড়ির সামনে আততায়ীর গুলিতে খুন বিহারের ব্যবসায়ী ও বিজেপি নেতা গোপাল খেমকা। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাতে গান্ধি ময়দান এলাকার কাছে। ঠিক তিন বছর আগে তাঁর ছেলে গুঞ্জনকে একইভাবে খুন হন।

'স্কুল ছাত্রী সহ বহু ধর্ষিতার দেহ গোপনে পুড়িয়েছি'

মেঙ্গালুরু, ৫ জুলাই : কর্ণাটকের ধর্মস্থল মন্দির প্রশাসনের এক প্রাক্তন দলিত সাফাইকর্মীর বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ কানাড়া পুলিশের। ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, ১৯৯৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকায় ধর্ষণের পর খুন হওয়া একাধিক স্কুল ছাত্রী ও মহিলার মৃতদেহ তিনি বাধ্য হয়েছিলেন গোপনে পোড়াতে অথবা কবর দিতে।

এই স্বীকারোক্তির খবর ছড়াতেই রাজ্যে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। অভিযোগকারী দাবি করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ভয় ও অপরাধ বোধে ভুগছিলেন। এখন তিনি মুখ খুলেছেন স্রেফ বিবেকের তাড়নায়। সেই নির্যাতিতা ও মৃতাদের পরিবার যাতে বিলম্বে হলেও ন্যায়বিচার পায়, এটাই একমাত্র প্রত্যাশা তাঁর।

দক্ষিণ কানাড়া জেলার পুলিশ সুপার অরুণ কে জানিয়েছেন, ৩ জুলাই ধর্মস্থল থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির নতুন ধারা ২১১(এ)-এর আওতায় অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। আদালতের অনুমতি নিয়ে পরিচয় গোপন রেখেই এই মামলা রুজু করা হয়েছে।

অভিযোগকারীর আইনজীবী ওজস্বী গৌড়া এবং শচীন দেশপাণ্ডে জানান, ওই ব্যক্তি পুলিশের কাছে কিছু কঙ্কালের ছবি জমা দিয়েছেন। সেগুলি তিনি সম্প্রতি গোপনে পুনরুদ্ধার করেছেন।

প্রাক্তন সাফাইকর্মীর দাবি, তিনি ১৯৯৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত কাজ করেছিলেন ধর্মস্থল মন্দির প্রশাসনের অধীনে। মূলত নেত্রাবতী নদীর আশপাশে সাফাইয়ের দায়িত্ব ছিল তাঁর। প্রথমে নদীর ধারে অনেক নগ্ন ও বিকৃত দেহ দেখে তিনি ভেবেছিলেন, এগুলি নিছক আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা। কিন্তু ১৯৯৮ সালে তাঁর সুপারভাইজার তাঁকে গোপনে এক তরুণীর দেহ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তিনি আপত্তি জানালে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপর থেকেই তাঁকে ভয় দেখিয়ে একাধিক মৃতদেহ কবর ও দাহ করতে বাধ্য করা হয়।

মেঙ্গালুরুর প্রাক্তন সাফাইকর্মীর বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি

সঞ্জয় ভাণ্ডারীকে ফেরার ঘোষণা আদালতের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবসায়ী ও প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা সঞ্জয় ভাণ্ডারীকে 'ফেরার অর্থনৈতিক অপরাধী' ঘোষণা করেছে দিল্লির একটি বিশেষ আদালত। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অপরাধ আইনের আওতায় আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে।

ইডি আদালতে জানায়, সঞ্জয় ভাণ্ডারীর গোপন বিদেশি সম্পদের মূল্য ১০০ কোটি টাকারও বেশি। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আইনের প্রক্রিয়া থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলেও অভিযোগ তদন্তকারী সংস্থার। তারা আরও জানায়, ব্রিটিশ আদালত সঞ্জয় ভাণ্ডারীর প্রত্যর্পণ অনুমোদন না করলেও তা ভারতের 'পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী আইন, ২০১৮' (এফইও) আইন মোতাবেক বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে না। ভাণ্ডারীর আইনজীবীরা যুক্তি দেন, তিনি ব্রিটেনে বৈধভাবে রয়েছেন। তাছাড়া লন্ডনের হাইকোর্ট প্রত্যর্পণ অনুমোদন না করায় তাঁকে ভারতীয় আইনে পলাতকও বলা যায় না। তবে আদালত এই যুক্তি খারিজ করে ইডি'-র পক্ষে রায় দেয়। এর ফলে এখন ভারতে ও বিদেশে সঞ্জয়ের গচ্ছিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পথ খুলে গেল ভারতীয় তদন্তকারীদের কাছে।

পদবি মুছলেন মালিয়া

কথায় বলে, নামে কী আসে-যায়! আসে-যায় যদি নামের মধ্যে খোদাই করা থাকে বংশ পরিচয়।

বার্ট্রান্ড রাসেলের কথাই ধরুন। যুদ্ধবিরোধী সভা থেকে তাঁকে ধরেছিল পুলিশ। টেনে ভ্যানে তোলার সময় একজন বলে উঠলেন, করছেন কী! জানেন উনি কত বড় লেখক!

তো! পুলিশ রাসেলকে ভ্যানে তুলবেই। তখন আর একজন চেঁচিয়ে বললেন, সাবধান! উনি কিন্তু রাজপরিবারের ছেলে! সেটা শুনে হকচকিয়ে রাসেলের হাত ছেড়ে দেন পুলিশ অফিসার। বলেন, সে কী! আগে বলবেন তো!

অর্থাৎ উচ্চ বংশের হলে যেমন অযাচিত দাক্ষিণ্য মেলে, না হলে তেমনই গলাধাক্কা খেতে হয়। পদবির মধ্যেই থাকে বংশ পরিচয়। সেই পদবির মায়া কাটানো মুখের কথা নয়। খুব কম মানুষই পারেন সহজাত বংশগরিমা ত্যাগ করে একান্ত নিজের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস দেখাতে।

এমনই একজন মানুষ মালিয়া অ্যান। চিনতে পারলেন না তো? না চেনারই কথা। বছর ছাব্বিশের এই তরুণী হলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মেয়ে। তিনি আছেন রাজনীতি থেকে বহু দূরে ফিল্ম ও লেখালেখির দুনিয়ায়। চিত্রনাট্য লেখা ও সিনেমা বানানোই তাঁর পেশা।

পেশায় প্রবেশের আগে মালিয়া বাবার পদবি ছেঁটে ফেলে নিজের নামের পাশে জুড়ে দিয়েছেন নিজের ঠাকুমার নামটিকে। কারণটা স্পষ্ট। তিনি চান তাঁর নাম এই বলে খ্যাত হোক, তিনি পুরোদস্তুর স্বাধীন লোক। মালিয়া চেয়েছেন নিজের মতো চলতে, নিজের শর্তে বাঁচতে। চেয়েছেন তাঁর কাজ পদবির ভারে না কেটে যেন কাটে প্রতিভার ধারে ও দ্যুতিতে।

ক'জন পারেন বর্ণবাদকে এভাবে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে! তাঁর তৈরি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি 'দ্য হার্ট' দর্শকের মন জয় করল কি করল না, তাতে কিছু আসে-যায় না।

৮৪ বছর একই অফিসে

কর্মযোগের 'পোস্টার বয়' বললে কমই বলা হয় তাঁকে।

'অফিসে যেতে ভালো লাগে' বলার মতো লোক ভূভারতে খুব বেশি মিলবে না। কিন্তু তিনি—ওয়াল্টার অরথমান—১৯৩৮ থেকে ২০২২, একটানা ৮৪ বছরেরও বেশি কাজ করেন একই কোম্পানিতে! এই কারণে তিনি যে শুধু 'মোস্ট লয়াল এমপ্লয়ী' শিরোপা পেয়েছিলেন তা নয়। একইসঙ্গে গিনেস বুকেও নাম ওঠে এই শতায়ু ভদ্রলোকের।

অরথমানের জন্ম ১৯২২ সালের ১৯ এপ্রিল, ব্রাজিলের সান্তা কাতারিনা প্রদেশের ব্রুসকি শহরে এক জার্মান বংশোদ্ভূত গরিব পরিবারে। আর্থিক অনটনের জন্যই মাত্র ১৫ বছর বয়সে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে তাঁকে চাকরিতে ঢুকতে হয়। তিনি যখন চাকরিতে ঢোকেন (১৯৩৮) তখন জন্মই হয়নি ফুটবলার পেলের!

অরথমান ঢুকেছিলেন এক টেক্সটাইল কোম্পানিতে 'শিপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট' হয়ে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা। থমথমে উত্তেজনা চরাচর জুড়ে। তারপর দেশের সরকার বদলেছে, মুদ্রা বদলেছে, বদলেছে সহকর্মী এমনকি বসের মুখ, এমনকি চেয়ার, টেবিল ও চায়ের কাপও। কিন্তু অফিস বা স্বভাব কিছুই বদলায়নি অরথমানের! তিনি ঘাড় গুঁজে এক মনে কাজ করে গিয়েছেন একই অফিসে।

কী করে সম্ভব হল? সাফল্যের সূত্রটা বলে দিয়েছিলেন অরথমানই। তাঁর কথায়, 'যে কাজ ভালোবাসো, সেটাই করো। কৌতূহলী থেকো, আর বর্তমানকে উপভোগ করো।'

২০১৮ সালের ২ মে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি মিশেল তেমেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অরথমানের। ওই বছরই ১৪ অগাস্ট ব্রাসিলিয়ায় সুপিরিয়র লেবার কোর্টের এক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেওয়া হয় অর্ডার অফ মেরিট ফর লেবার জাস্টিস পুরস্কার। ২০২৪ সালের ২ অগাস্ট ১০২ বছর বয়সে নিজের বাড়িতে মৃত্যু হয় এই অনন্য ব্যক্তিত্বের।

উলটোরথে বহুদা যাত্রাপথে বিশেষ নৃত্য কলাকুশলীদের। শনিবার পুরীতে।

মাসুদের খবর পাকিস্তান রাখে না বিলাবল

ভারতকে ফের কটাক্ষ শাহবাজের

ইসলামাবাদ, ৫ জুলাই : পহলগামে পর্যটক হত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনাকে হাতিয়ার করে ভারত আঞ্চলিক শান্তি নষ্ট করছে বলে অভিযোগ করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

আজারবাইজানে অনুষ্ঠিত ইকনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (ইসিও)-এর শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় পাক প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ তুলে বলেন, 'পহলগামে যে দুঃখজনক জঙ্গি হামলা ঘটেছে, তাকে অজুহাত করে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপ্ররোচিত ও বেপরোয়া' আক্রমণ চালিয়ে আঞ্চলিক শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছে।' তাঁর মতে, জম্মু ও কাশ্মীরে নিরীহ মানুষের ওপর 'অমানবিক নির্যাতনের' ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। একই সঙ্গে গাজা এবং ইরানে সাধারণ মানুষের ওপর হামলার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে শরিফ বলেন, 'বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে নিরীহ মানুষের ওপর বর্বরতা চললে পাকিস্তান তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।'

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় বাসিন্দা নিহত হন। এই হামলার দায় স্বীকার করে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) নামের একটি জঙ্গি সংগঠন, যা লস্কর-ই-তৈবার সহযোগী হিসাবে পরিচিত এবং পাকিস্তান থেকেই পরিচালিত হয়।

> পহলগামে যে দুঃখজনক জঙ্গি হামলা ঘটেছে, তাকে অজুহাত করে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপ্ররোচিত ও বেপরোয়া'আক্রমণ চালিয়ে আঞ্চলিক শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছে।
>
> **শাহবাজ শরিফ**

সন্ত্রাসবাদী হামলায় পর্যটকদের মৃত্যুর জন্য ভারত দায়ী করে পাকিস্তানকে। পালটা জবাব দিতে 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে সীমান্তের ওপারে থাকা নয়টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। এই অভিযানে জৈশের শীর্ষনেতা মাসুদ আজহারের আত্মীয় ও সঙ্গী সহ অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়। এরপর দু'দেশই যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে আক্রমণ শুরু করে একে-অপরকে। অবশেষে ১০ মে পাকিস্তান ভারতের উদ্দেশে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানালে সংঘাতের অবসান ঘটে।

এদিকে মাসুদ আজহার সহ পাকিস্তানের মদতপুষ্ট লস্কর ও জৈশের শীর্ষ জঙ্গিনেতাদের প্রত্যর্পণের দাবি থেকে সরে আসেনি ভারত। সেই প্রেক্ষিতে শাসক জোটের শরিক পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-র নেতা বিলাবল ভুট্টো জারদারি সম্প্রতি দাবি করেছেন, ভারতের তালিকায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড' সন্ত্রাসবাদী মাসুদের অবস্থান সম্পর্কে ইসলামাবাদ কিছু জানে না।

এক সাক্ষাৎকারে বিলাওয়াল দাবি করেন, ভারত যদি প্রমাণ দেয় যে মাসুদ পাকিস্তানে আছে, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাই না, এমন কেউ আমাদের দেশে সক্রিয় থাকুক।'

বালাসাহেব পারেননি, করে দেখিয়েছেন ফড়নবিশ

বছর কুড়ি পর ফের একমঞ্চে

মুম্বই, ৫ জুলাই : বালাসাহেব প্রয়াত হয়েছেন। ঠাকরে পরিবারের হাতছাড়া হয়েছে তাঁর হাতে গড়া শিবসেনাও। নতুন দল তৈরি করে মারাঠা রাজনীতিতে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন বালাসাহেবের ঘোষিত উত্তরসূরি উদ্ধব ঠাকরে। কয়েক বছর আগে নিজের দল তৈরি করেছেন উদ্ধবের তুতো ভাই রাজ ঠাকরে। প্রায় দু'দশকের ব্যবধানে ফের কোনও রাজনৈতিক মঞ্চে একসঙ্গে দেখা গেল তাঁদের। এজন্য প্রয়াত বালাসাহেবকে নয়, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে কৃতিত্ব দিয়েছেন দুই ভাই।

উদ্ধব বলেন, 'এখন থেকে আমরা একসঙ্গে চলব।' তাঁর কথা লুফে নিয়ে রাজ বলে ওঠেন, 'বালাসাহেব যা পারেননি, সেটাই করে দেখিয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।' 'মারাঠা ঐক্যের বিজয় দিবস'-এর সভায় উপস্থিত বিশাল জনতা চিৎকার করে তাঁকে সমর্থন করেন। উদ্ধব ও রাজ দু'জনেই জানিয়েছেন, তাঁদের এবারের ঐক্য অটুট থাকবে। মারাঠা অস্মিতাকে পুঁজি করেই রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপি-শিবসেনা-এনসিপি জোটের মোকাবিলা করবেন তাঁরা। গত বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস ও এনসিপি-এসপি'র সঙ্গে জোট বেঁধে মাত্র ২০টি আসন জিতেছিল উদ্ধব ঠাকরের দল। বিধানসভায় খাতাই খুলতে পারেননি রাজ।

রাজ্য রাজনীতিতে ঠাকরে পরিবারের অস্তিত্ব নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তখনই চমক দিলেন উদ্ধব ও রাজ। তাঁদের জোট মহারাষ্ট্রে নতুন সমীকরণের জন্ম দিল বলে মনে করা হচ্ছে। ঠাকরে পরিবার মারাঠা ভোটব্যাংকের বড় অংশে থাবা বসালে বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা সবচেয়ে বিপদে পড়বে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

> বিধান ভবনে আপনার ক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু রাস্তায় আমরাই শক্তিশালী। মারাঠাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কারণে মহারাষ্ট্র সরকার ত্রি-ভাষা সূত্রের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে।
>
> **রাজ ঠাকরে**
>
> ......
>
> বাংলা ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন দেখি। আমরা কোনও ভাষার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু আপনারা জোর করলে আমরাও শক্তি প্রদর্শনে বাধ্য হব।
>
> **উদ্ধব ঠাকরে**

মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ বলেন, 'বিধান ভবনে (বিধানসভা) আপনার ক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু রাস্তায় আমরাই শক্তিশালী। মারাঠাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কারণে মহারাষ্ট্র সরকার ত্রি-ভাষা সূত্রের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। মহারাষ্ট্রকে স্পর্শ করার চেষ্টা করুন, তারপর দেখুন কী হয়।' উদ্ধবের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'আমরা একজোট হয়েছি। এই মঞ্চটি আমাদের বক্তৃতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' শুধু মহারাষ্ট্র নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতেও জোর করে হিন্দি চাপানোর চেষ্টা হলে বিরোধিতা হবে বলে জানান তিনি। উদ্ধবের কথায়, 'একজন মারাঠাকে দেখান যিনি মহারাষ্ট্রের বাইরে মারাঠি ভাষা চালু করার দাবি করেছেন। আপনারা পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে এভাবে হিন্দি চালু করার চেষ্টা করে দেখুন। আমরা কোনও ভাষার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু আপনারা জোর করলে আমরাও শক্তি প্রদর্শনে বাধ্য হব।'

মারাঠিবাসীকে ঐক্যের বার্তা দিলেন দুই ভাই— রাজ ও উদ্ধব ঠাকবে।

বালাসাহেব ঠাকরের মহারাষ্ট্র, মারাঠা এবং মারাঠি তত্ত্বে ভর করেই যে উদ্ধবের শিবসেনা ইউবিটি এবং রাজের এমএনএস লড়াই করবে, শনিবার মুম্বইয়ের ওরলির মহা সমাবেশ থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে মহারাষ্ট্রে হিন্দি ভাষার প্রচার ঠেকাতে আন্দোলন চালাচ্ছে এমএনএস। মারাঠি বলতে না পারায় এক হিন্দিভাষীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এমএনএস কর্মীদের বিরুদ্ধে। চড় মারার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তবে তাঁরা যে মারাঠা অস্মিতার রাজনীতি থেকে পিছু হটবেন না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠাকরে ভাইয়েরা।

বিতর্কের সূত্রপাত ১৬ এপ্রিল। এক বিজ্ঞপ্তিতে ফড়নবিশ সরকার জানিয়েছিল, মারাঠি এবং ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য হিন্দি ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক। এজন্য ত্রি-ভাষা সূত্র অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিতে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে এমএনএস ও শিবসেনা ইউবিটি। শেষপর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। এরপরেই মারাঠা ঐক্যের বিজয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেন উদ্ধব, রাজ।

কে তুমি... দলাই লামার দীর্ঘায়ুর কামনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

দীর্ঘজীবী হওয়ার ইচ্ছা দলাই লামার

ধরমশালা, ৫ জুলাই : নব্বইয়ে পা দিতে চলেছেন তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামা। জন্মদিনের ঠিক আগে উত্তরসূরি বাছাইয়ের কথা জানিয়েছেন তিনি। তা নিয়ে ভারত-চিন কূটনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন একটা সময়ে দীর্ঘজীবী হওয়ার ইচ্ছার কথা জানালেন ১৪ তম দলাই লামা। শনিবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমি স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছি যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি এখনও পর্যন্ত আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশা করি, আরও ৩০-৪০ বছর বেঁচে থাকব। আপনাদের প্রার্থনা এখন পর্যন্ত ফল দিয়েছে।' দলাই লামা আরও বলেন, 'আমরা আমাদের দেশ হারিয়েছি। আমাদের ভারতে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হচ্ছে। তবে এদেশে এসে আমি বহু মানুষের উপকার করতে পেরেছি। বহু তিব্বতি ধরমশালায় বাস করেন। আমি যতটা সম্ভব সবার উপকার এবং সেবা করার ইচ্ছা পোষণ করি।'

মেসির দেশে প্রধানমন্ত্রী মোদি

মোদিকে কাছে পেয়ে আপ্লুত ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা। বুয়েনস আয়ার্সে।

বুয়েনস আয়ার্স, ৫ জুলাই : ৫ দেশীয় সফরের তৃতীয় ধাপে লিওনেল মেসির দেশ আর্জেন্টিনায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৫৭ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক সফর ঘিরে আর্জেন্টিনায় সরকারি স্তরে তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। শনিবার বুয়েনস আয়ার্স এজেইজা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে মোদিকে স্বাগত জানাতে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। চলতি সফরে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মাইলির সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন আর্জেন্টিনায় অবতরণের পর এক এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আর্জেন্টিনার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে বুয়েনস আয়ার্সে পৌঁছে গিয়েছি। আমি প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মাইলির সঙ্গে দেখা করতে এবং বিস্তারিত আলোচনায় আগ্রহী।'

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর চলতি সফরে ভারত-আর্জেন্টিনার সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে। প্রেসিডেন্ট মাইলির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির আলোচনায় প্রতিরক্ষা, কৃষি, খনিজ, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহ বেশ কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব পাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর চলতি সফরের সন্ধিক্ষণে ভারত-আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে পোস্ট করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। সেই পোস্টে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির পাশাপাশি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্মরণ করেছেন তিনি। কংগ্রেস নেতার বার্তায় ঠাঁই পেয়েছে দিয়েগো মারাদোনা ও লিওনেল মেসির নামও।

অবৈধ কয়লাখনি ধসে মৃত ৪ শ্রমিক

রাঁচি, ৫ জুলাই : ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলায় একটি পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে ধস নেমে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও কয়েকজন শ্রমিকের আটকে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার ভোরে কুজু পুলিশ আউটপোস্টের অধীন কারমা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই খনিতে 'অবৈধ খনন' চলছিল। রামগড়ের এসডিপিও পরমেশ্বর প্রসাদ জানান, ঘটনাস্থল থেকে ৪টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ আসার আগেই তিনটি দেহ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি এক প্রশাসনিক কর্তার।

ঘটনার পর সকাল থেকেই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে প্রশাসন। কুজু আউটপোস্টের ইনচার্জ আশুতোষ কুমার সিং জানিয়েছেন, এখনও কয়েকজনের আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও জানান, স্থানীয় কিছু মানুষ অবৈধভাবে কয়লা খোঁড়াখুঁড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

রামগড়ের পুলিশ সুপার অজয় কুমার জানান, ঘটনাটি ঘটে সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেড (সিসিএল)-এর পরিত্যক্ত খনিতে। সংস্থার নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও এই অবৈধ কাজ বন্ধ করা যায়নি। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা সিসিএলের কারমা প্রকল্প অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

ঝাড়খণ্ড বিজেপি প্রধান ও বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডি এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়ে এক্স-এ লেখেন, 'অবৈধ কয়লাখনিতে অনেক শ্রমিকভাই আটকে পড়েছেন। এই খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

মারান্ডির অভিযোগ, 'এটা শুধু দুর্ঘটনা নয়, এক ধরনের হত্যাও বটে। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ সরকারের উদাসীনতার ফলেই এই ধরনের অবৈধ খনি-ব্যবসা দিনেদুপুরে চলছে। সিসিএল খনিটি বন্ধ করে দিলেও সেটা ফের খুলে দেয় কয়লা মাফিয়ারা।

আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। শনিবার রামগড়ে।

পাকিস্তান ছাড়ল মাইক্রোসফট

ইসলামাবাদ, ৫ জুলাই : দীর্ঘ ২৫ বছরের ব্যবসা গুটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান ছেড়ে গেল প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফট। এখন শুধুমাত্র পাঁচজন কর্মী সহ একটি লিয়াজোঁ অফিস রেখে তারা পাক মুলুক থেকে কার্যত বিদায় নিয়েছে।

২০০০ সালের জুনে পাকিস্তানে মাইক্রোসফট যাত্রা শুরু করলেও বিগত কয়েক বছর ধরেই তারা ধীরে ধীরে তাদের কর্মী সংখ্যা ও কর্মকাণ্ড কমিয়ে এনেছিল। অবশেষে পুরোপুরি কার্যক্রম শেষ করে পাকিস্তান থেকে সরে গেল এই সফটওয়্যার নির্মাতা সংস্থা।

পাকিস্তান শাখার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান জাওয়াদ রহমান। 'এন্ড অফ এরা...মাইক্রোসফট পাকিস্তান' শীর্ষক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আজ আমি জানলাম যে, মাইক্রোসফট পাকিস্তানে তাদের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করছে। অবশিষ্ট কিছু কর্মীকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে— এভাবেই শেষ হচ্ছে একটা যুগ। ঠিক ২৫ বছর আগে আমার হাত ধরেই পাকিস্তানে মাইক্রোসফটের সূচনা হয়েছিল।'

বন্যায় বিপর্যস্ত টেক্সাস, মৃত ২৪

টেক্সাস, ৫ জুলাই : ভয়াবহ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশ। কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। শুক্রবার টেক্সাসের দক্ষিণ-পশ্চিমে এক নাগাড়ে ভারী বৃষ্টিতে ৪৫ মিনিটে গুয়াদালুপে নদীর জলস্তর ২৬ ফুট বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। নিখোঁজ বহু। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে সরানো হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। নদী সংলগ্ন এলাকায় সামার ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিল একটি স্কুলের ৭৫০ জন ছাত্রী। তাদের মধ্যে নিখোঁজ ২৫ জন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

টেক্সাসের গভর্নর জানিয়েছেন, উদ্ধার অভিযানে নামানো হয়েছে ১৪টি হেলিকপ্টার, ১২টি ড্রোন। রয়েছেন প্রায় ৫০০ উদ্ধারকর্মী। তবে ভারী বৃষ্টিতে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে 'ভয়াবহ' ও 'মর্মান্তিক' বলে উল্লেখ করেছেন। দুর্যোগের কারণে টেক্সাসে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। টেক্সাসের পশ্চিম-মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলেও বন্যা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া বিভাগ। বৃষ্টি অব্যাহত থাকার পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে।

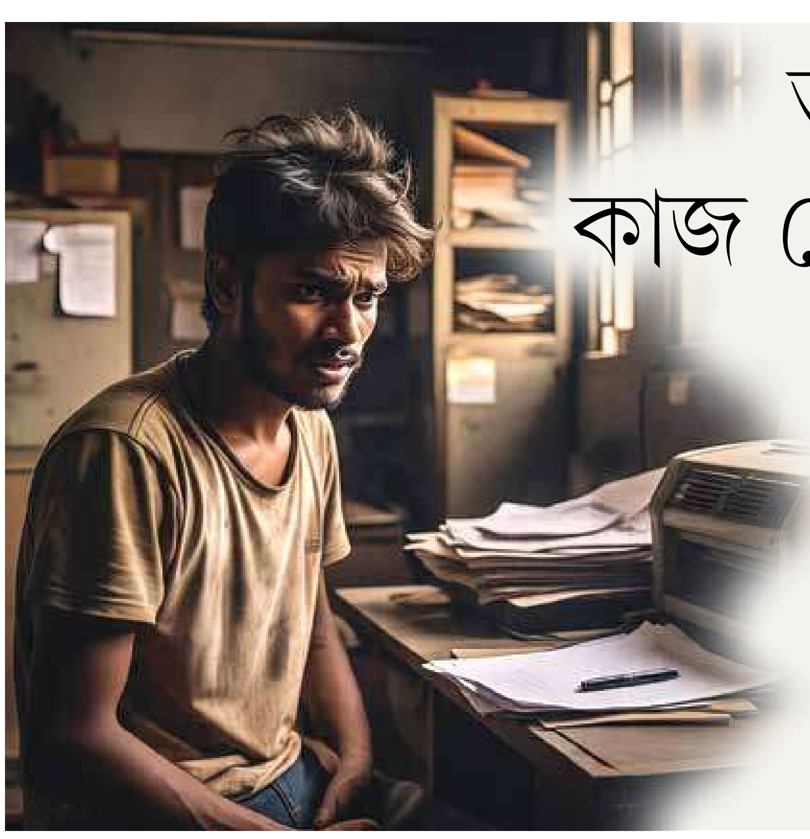

ভারতে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ নেই ৯০ শতাংশ স্নাতকের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : ভারতের কাজের বাজারে চাকরির হাহাকার এতটাই যে, কাজ খুঁজতে গিয়ে ব্যক্তিগত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বস্তুত মাথাই ঘামাচ্ছেন না শিক্ষিত বেকাররা। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যেখানে যে কাজ জুটছে, সেটাই লুফে নিতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করছেন না। শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের এই মরিয়া মনোভাব ধরা পড়েছে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায়।

ওই সমীক্ষায় দেশের উচ্চশিক্ষা ও চাকরির মধ্যে যে এক গভীর অসামঞ্জস্য আছে, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সমীক্ষা বলছে, উচ্চশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ কর্মজীবী এমন কাজে যুক্ত, যার জন্য প্রয়োজন হয় না শিক্ষাগত যোগ্যতা বা টেকনিকাল দক্ষতার। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধীন 'ইনস্টিটিউট ফর কম্পিটিটিভনেস'-এর সদ্য প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মজীবী এখনও কম দক্ষতার পেশায় যুক্ত রয়েছেন। সোজা কথায়, ১০ জনের মধ্যে ৯ জন স্নাতকই শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় কম দক্ষতার কাজে নিযুক্ত।

রিপোর্ট বলছে, ভারতীয় স্নাতকদের মধ্যে মাত্র ৮.২৫ শতাংশ এমন পেশায় রয়েছেন, যা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে মানানসই। বাকি অধিকাংশ স্নাতকই কেরানি, বিক্রয়কর্মী, মেশিন অপারেটর প্রভৃতি মাঝারি দক্ষতার কাজে যুক্ত, যা আসলে কম যোগ্যতার চাকরি হিসাবে চিহ্নিত।

'স্কিলস ফর দ্য ফিউচার : ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া'জ ওয়ার্কফোর্স ল্যান্ডস্কেপ' (ভবিষ্যতের দক্ষতা : ভারতের কর্মশক্তির চেহারায় রূপান্তর) শীর্ষক ওই রিপোর্টে ২০১৭-'১৮ থেকে ২০২৩-'২৪ পর্যন্ত পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (পিএলএফএস)-র তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট, যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের শ্রমবাজারে বড় রকমের গরমিল রয়েছে।

ঠিক কী তথ্য উঠে এল সমীক্ষা থেকে? দেখা যাক

মাত্র ৮.২৫ শতাংশ স্নাতক (স্কিল লেভেল ৩) তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন। ৫০ শতাংশের বেশি স্নাতক কাজ করছেন কম দক্ষতার চাকরিতে—যেমন কেরানি, মেশিন চালক বা বিক্রয়কর্মী (স্কিল লেভেল ২) হিসাবে। ৮৮ শতাংশ শ্রমিক কর্মরত আছেন স্কিল লেভেল ১ বা ২-র চাকরিতে-- যেমন রাস্তার দোকানি, গৃহকর্মী বা সাধারণ শ্রমিক।

রাজ্যভিত্তিক গরমিল আরও উদ্বেগজনক। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যগুলি উচ্চ দক্ষতার চাকরিতে খুব পিছিয়ে। এই রাজ্যগুলিতে তরুণ জনসংখ্যা বেশি হলেও উচ্চ দক্ষতার কর্মসংস্থান কম। এদের তুলনায় চণ্ডীগড়, পুদুচেরি, গোয়া এবং কেরল দক্ষ কর্মীর ঠিক ব্যবহার করছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তথ্যগুলি দেশের শ্রমবাজারের কাঠামোগত ত্রুটি তুলে ধরছে। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়ার ফলে একদিকে দক্ষ শ্রমিকের অপচয় হচ্ছে। অন্যদিকে নীচু স্তরের মজুরি পাচ্ছেন প্রায় সর্বস্তরের শ্রমিকরা। দক্ষ পেশায় বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির হার বেশি (৮-১২ শতাংশ), কিন্তু কম দক্ষতায় এটি মাত্র ৫-৬ শতাংশ।

একনজরে

- ভারতে উচ্চশিক্ষা ও চাকরির মধ্যে গভীর অসামঞ্জস্য আছে
- ১০ জনের মধ্যে ৯ জন স্নাতকই শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় কম দক্ষতার কাজে নিযুক্ত
- মাত্র ৮.২৫ শতাংশ স্নাতক (স্কিল লেভেল ৩) যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন। ৫০ শতাংশের বেশি স্নাতক কাজ করছেন কম দক্ষতার চাকরিতে— যেমন কেরানি, মেশিন চালক বা বিক্রয়কর্মী (স্কিল লেভেল ২) হিসাবে। ৮৮ শতাংশ শ্রমিক কর্মরত আছেন স্কিল লেভেল ১ বা ২-র চাকরিতে-- যেমন রাস্তার দোকানি, গৃহকর্মী বা সাধারণ শ্রমিক।
- বিহার ও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যগুলি উচ্চ দক্ষতার চাকরিতে খুব পিছিয়ে। চণ্ডীগড়, পুদুচেরি, গোয়া এবং কেরল দক্ষ কর্মীর ঠিক ব্যবহার করছে

মিউচুয়াল ফান্ড

গ্রোথ ইনভেস্টিং বনাম ভ্যালু ইনভেস্টিং

প্রবীণ আগরওয়াল
(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর)

গ্রোথ ইনভেস্টিং এবং ভ্যালু ইনভেস্টিং। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ-কারীদের কাছে শব্দ ২টি বেশ পরিচিত। আপনি মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার হোন বা সাধারণ বিনিয়োগকারী, সবাইকে এই দু-ধরনের বিনিয়োগ কৌশল রপ্ত করতে হয়। বিনিয়োগকারী হিসাবে আপনি গ্রোথ ফান্ড বা ভ্যালু ফান্ডের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবেন তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা জরুরি। দু-ধরনের ফান্ডের কয়েকটি দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করব। তার আগে এই ফান্ডগুলিতে বিনিয়োগের কৌশল সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা জরুরি।

মিউচুয়াল ফান্ডে গ্রোথ ইনভেস্টিং কাকে বলে

যখন একজন ফান্ড ম্যানেজার গ্রোথ ইনভেস্টমেন্ট কৌশল অনুসরণ করেন, তখন তিনি এমন সব স্টক বেছে নেন যেগুলির গড় বৃদ্ধির চেয়ে বেশি রিটার্ন প্রদানের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং, এই ফান্ডগুলি এমন সংস্থার স্টকে বিনিয়োগ করে যেগুলি তাদের সমগোত্রীয়দের চেয়ে দ্রুত বাড়ছে। অথবা যাদের এমন কিছু কৌশলগত সুবিধা রয়েছে যা অন্যদের কাছে নেই। এখানে কৌশলগত সুবিধা বলতে বোঝায় ব্যবসার পরিধি, লেনদেন, নিয়মকানুন অথবা সংস্থার তৈরি করা কোনও প্রযুক্তি যা তাদের ব্যবসাকে দ্রুত বাড়াতে সাহায্য করছে।

গ্রোথ ফান্ডের লগ্নি যেসব সংস্থায় করা হয় সেগুলিকে আপাতভাবে ব্যয়বহুল মনে হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, এইসব সংস্থা তাদের লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) বণ্টন না করে, সেই অর্থ বিনিয়োগ করে সম্পদের পরিমাণ আরও বাড়ানোর কৌশল নেয়। এতে আখেরে লাভবান হন লগ্নিকারীরাই।

মিউচুয়াল ফান্ডে ভ্যালু ইনভেস্টিং

ভ্যালু ইনভেস্টিং বলতে মিউচুয়াল ফান্ডে আরেক ধরনের বিনিয়োগ কৌশলকে বোঝায়, যেখানে ফান্ডের সম্পদ এমন সব সংস্থার স্টকে বিনিয়োগ করা হয় যেগুলির অবমূল্যায়ন (আন্ডার ভ্যালুড) করা হয়েছে। ভ্যালু ফান্ড ওই আন্ডার ভ্যালুড সংস্থায় ন্যায্য মূল্য এবং বাজার মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে স্টক নির্বাচন করে। যদি কোনও স্টকের বাজার মূল্য ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম হয় তাহলে পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট স্টকটির বাজার মূল্য ও ন্যায্য মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার সম্ভাবনা থাকে। পরিণামে ভ্যালু ফান্ডটি ইতিবাচক রিটার্ন দেয়।

এছাড়া সংস্থাগুলি বিনিয়োগকারীদের তথা ফান্ড হাউসকে লভ্যাংশ প্রদান করে। তবে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীরা সেই লভ্যাংশ পাবেন কি না তা ফান্ড ম্যানেজারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে।

গ্রোথ ফান্ড এবং ভ্যালু ফান্ডের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবেন?

গ্রোথ ফান্ডগুলি সেইসব লগ্নিকারীর পক্ষে উপযুক্ত, যাঁরা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ফান্ডে বিনিয়োগ করতে চান এবং যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি। যদিও গ্রোথ ফান্ডের রিটার্ন সাধারণত ভ্যালু ফান্ডের রিটার্নের চেয়ে বেশি হয়, তবে এই ফান্ডগুলির ঝুঁকি বা অস্থিরতাও ভ্যালু ফান্ডের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে, ভ্যালু ফান্ডগুলি তাঁদের জন্যই উপযুক্ত যাঁরা বিনিয়োগে একটি স্থিতিশীল রিটার্নের খোঁজ করছেন যেখানে অস্থিরতা তুলনামূলকভাবে কম।

সারসংক্ষেপ

অনেক সময় গ্রোথ এবং ভ্যালু ফান্ডে বিনিয়োগ কৌশল একে অপরের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। ফান্ড ম্যানেজারের কাজের গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ফান্ডটি গ্রোথ ভিত্তিক নাকি ভ্যালু গোত্রের। আপনি এই ফান্ডগুলির বিনিয়োগ উদ্দেশ্য এবং সম্পদের কার্যকারিতার দিকে নজর দিতে পারেন। আপনি দু-ধরনের ফান্ডের তুলনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সেরাটিকে বেছে নিতে পারবেন।

ভ্যালু ফান্ড বনাম গ্রোথ ফান্ড

	ভ্যালু ফান্ড	গ্রোথ ফান্ড
বিনিয়োগ ক্ষেত্র	এই ফান্ডগুলি এমন সব সংস্থার স্টকে বিনিয়োগ করে যেগুলির অনুপাত কম হয়। কারণ স্টকের বাজার মূল্য তার অন্তর্নিহিত মূল্যের চেয়ে কম থাকে	গ্রোথ ফান্ডের অন্তর্নিহিত স্টকগুলির অনুপাত বেশি থাকে
মূল্য	ভ্যালু ফান্ড এমন সংস্থায় বিনিয়োগ করে যার স্টক বর্তমানে অবমূল্যায়িত	গ্রোথ ফান্ড এমন সংস্থায় বিনিয়োগ করে যার স্টক বর্তমানে অতিমূল্যায়িত
ঝুঁকি	ভ্যালু ফান্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি গ্রোথ ফান্ডের চেয়ে কম। কারণ, এই ফান্ডগুলি সাধারণত বড় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার স্টকে বিনিয়োগ করে থাকে	গ্রোথ ফান্ডে ভ্যালু ফান্ডের চেয়ে বেশি ঝুঁকি থাকে। কারণ, এই ফান্ডগুলি এমন সংস্থায় বিনিয়োগ করে যাদের বিনিয়োগকারীদের বেশি লাভ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এতে ঝুঁকির মাত্রাও অত্যধিক হয়। এই সংস্থাগুলি বাজারে তুলনামূলকভাবে নতুন
লভ্যাংশ	ভ্যালু ফান্ড এমন স্টকে বিনিয়োগ করে যেগুলির লভ্যাংশ বেশি হয়	গ্রোথ ফান্ড এমন স্টকে বিনিয়োগ করে যেগুলি সাধারণত লভ্যাংশ দেয় না বা কম লভ্যাংশ দিয়ে থাকে

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : ওপরের মতামত প্রবীণ আগরওয়ালের ব্যক্তিগত। বিনিয়োগের আগে আপনার আর্থিক পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনা করুন। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। স্কিম সম্পর্কিত সব নথি মন দিয়ে পড়ুন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা দুই সপ্তাহের উত্থানের ধারা থামিয়ে সামান্য নীচে থিতু হল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৮৩৪৩২.৮৯ এবং নিফটি ২৫৪৬১.০০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। ৫ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৬২৬.০১ এবং নিফটি ১৭৬.৮ পয়েন্ট খুইয়েছে। সপ্তাহভর ওঠা-নামা চললেও আপাতত দিশাহীনই রইল শেয়ার বাজার। সর্বোচ্চ উচ্চতার কাছে পৌঁছে দুই সূচকই গতি হারিয়েছে। ইতিবাচক কোনও ইস্যুই আগামী দিনে শেয়ার বাজারকে নয়া রেকর্ড গড়ার দৌড়ে নামাতে পারে। অন্যদিকে নেতিবাচক ইস্যু শেয়ার বাজারে ফের সংশোধন আনতে পারে।

শুল্ক নিয়ে চুক্তি করার সময়সীমা ৯ জুলাই বেঁধে দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আশা করা হচ্ছে চুক্তি আশানুরূপ হবে। বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। ৯ জুলাই এরপর চুক্তি চূড়ান্ত হলে শেয়ার বাজারে অস্থিরতা অনেকটাই কমে যাবে। এর পাশাপাশি আগামী সপ্তাহ থেকে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ শুরু হবে। প্রথম সারির সংস্থাগুলি ভালো ফল করলে শেয়ার বাজারে ফের ঊর্ধ্বমুখী গতি ফিরবে। অন্যথায় ফের ধাক্কা খাবে শেয়ার বাজার।

চলতি সপ্তাহে সূচকের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নিও। এই সপ্তাহে

নাগাড়ে শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। দেশের আর্থিক সংস্থাগুলি ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় সূচকের বড় পতন হয়নি। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি আগামী দিনে কোন পথে হাঁটবে, তার ওপর শেয়ার সূচকের ওঠানামা অনেকাংশে নির্ভর করবে। দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টি এবার স্বাভাবিক বর্ষার আশা বাড়িয়েছে, যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারের গতি-প্রকৃতিও শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলবে।

শেয়ার বাজারের এই সন্ধিক্ষণে লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়ে জোর দিতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ার নির্বাচনের পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণ করাও একান্তই জরুরি। বাছাই করা শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করতে হবে। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে নিজের পোর্টফোলিওকে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম অনেকটাই স্থিতিশীল। তবে আগামী দিনে সোনার দামে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে সোনার থেকে বেশি রিটার্ন দিতে পারে আর এক মূল্যবান ধাতু রুপো।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **বিড়লা সফট :** বর্তমান মূল্য-৪৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৬০/৩৩১, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪০০-৪২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২০৯৫, টার্গেট-৬০০।
- **ভারত ফোর্জ :** বর্তমান মূল্য-১৩১৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন- ১৭৭১/৯১৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১২৭৫-১৩০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬২৮৪৪, টার্গেট-১৬৮০।
- **কোল ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৩৮৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪৩/৩৪৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৬৫-৩৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৭৯৪২, টার্গেট-৪৭২।
- **বেদান্ত :** বর্তমান মূল্য-৪৫৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫২৬/৩৬৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৪৩০-৪৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৯৫০৬, টার্গেট-৫৪৫।
- **গেল :** বর্তমান মূল্য-১৯৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪৬/১৫০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৮০-১৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৭১৬৯, টার্গেট-২৪০।
- **কানারা ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১১৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৯/৭৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১০৫-১১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৩৭৪১, টার্গেট-১৪৮।
- **টিসিএস :** বর্তমান মূল্য-৩৪১৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৫৯২/৩০৫৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৩৮০-৩৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৩৭৩১৩, টার্গেট-৪১০০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এনএমডিসি

● **বর্তমান মূল্য :** ৬৮ ● **এক বছরে সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৫৯/৮৪ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৬০৪৭০ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ৩২.২৭ ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ৪.৮০ ● **ইপিএস :** ৭.৪৪ ● **পিবি :** ২.১৪ ● **আরওসিই :** ২৯.৬ শতাংশ ● **আরওই :** ২৩.৬ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৮৫

একনজরে

- ১৯৫৮-এ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা মূলত লৌহ আকরিক উত্তোলন, স্পঞ্জ আয়রন এবং উইন্ড পাওয়ার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসা করে।
- লৌহ আকরিক ছাড়াও অন্যান্য খনিজ যেমন কপার, লাইম ফসফেট, লাইমস্টোন, ম্যাগনেসাইট, ডায়মন্ড, টাংস্টেন সহ একাধিক খনিজ পদার্থ উত্তোলন করে এই সংস্থা।
- খনিজ যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে এই সংস্থার।
- দেশে লৌহ আকরিক উৎপাদনে প্রথম এবং বিশ্বে ষষ্ঠ স্থান রয়েছে এই সংস্থার।
- ২০৩০-এর মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টন লৌহ

আকরিক উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে এনএমডিসি।

- ভারত ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া এবং মোজাম্বিকে খনি রয়েছে এই সংস্থার।
- দুটি কোল ব্লক হাতে পেয়েছে এই সংস্থা। খুব শীঘ্রই উত্তোলন শুরু হবে ওই ব্লকে।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ৭.৯৪ শতাংশ বেড়ে ৭০০৪.৫৯ কোটি টাকা হয়েছে। তবে মুনাফা সামান্য কমে ১৯১০.২৩ কোটি টাকা হয়েছে।
- এনএমডিসির ৬০.৭৯ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৫.১৩ শতাংশ এবং ১১.৭২ শতাংশ শেয়ার।
- নেতিবাচক দিক হল, এনএমডিসির ঋণের বোঝা সম্প্রতি বেড়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

এবার দেশি নয়, বিদেশি বিনিয়োগকারীর প্রতারণা

বোধিসত্ত্ব খান

হর্ষদ মেহেতা, কেতন পারেখদের নাম জানেন না এরকম বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কমই হবে। ১৯৯২ সালে হর্ষদ মেহেতার ঘটনা সবার নজরে আসে। কিছু ব্যাংকের কর্তব্য ছিল, গভর্নমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করে সম্পদ সৃষ্টি করা। হর্ষদ তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, সেই অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে লাভ হবে অনেক বেশি। এবং সেই অনুযায়ী ৪ হাজার কোটি টাকার মতো অর্থ এই ব্যাংকগুলির কাছ থেকে নিয়ে এসিসি, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মতো শেয়ারে বিনিয়োগ করে তাদের দাম বৃদ্ধি করতে শুরু করেন। সুচেতা দালাল নামে এক স্বনামধন্যা সাংবাদিক সেই কেলেঙ্কারি সবার সামনে নিয়ে আসেন।

২০০০-২০০১ সালে বিখ্যাত ডট কম উন্মাদনার সময় কেতন পারেখের ঘটনা সকলের সামনে উন্মোচিত হয়। সেই সেময় কে-১০ নামে পরিচিত টেক এবং মিডিয়া কোম্পানিগুলি যেমন জি, পেন্টাফোর প্রভৃতির দাম বাড়াতে থাকেন পারেখ। বিভিন্ন ভুয়ো কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ১০০০ কোটি টাকার ওপর অর্থ তুলে তিনি সার্কুলার ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে এই শেয়ারগুলির দাম আকাশে উঠিয়ে দেন। পরে উন্মাদনা কেটে গেলে তাঁর শেয়ারগুলির দাম নামতে থাকে এবং তিনি ধরা পড়েন।

ওনার কাণ্ডের ফলে মাধবপুরা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংক একেবারে উঠে যায়। কিন্তু পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা কেন? ৪ জুলাই সেবির একটি নোটিশ সবার চোখ কপালে তুলে দিয়েছে। জেন স্ট্রিট বলে আমেরিকার

কারা এর ফল ভোগ করছে?

একটি বিখ্যাত ট্রেডিং ফান্ডকে সেবি ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বা ট্রেডিং করার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই কোম্পানিটি বিগত তিন বছরে ভারতীয় বাজারে ৪০ হাজার কোটি টাকার ওপর লাভ করেছে। সেবির অভিযোগ অনুযায়ী, এই সংস্থাটি নিয়মবহির্ভূতভাবে ৪৮৪৩ কোটি টাকা আয় করেছে স্টক ইন্ডাইসেসগুলিকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে। সেবি এই ফার্মকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে তারা ৫৮০ মিলিয়ন ডলার একটি আলাদা এসক্রো অ্যাকাউন্টে জমা করে রাখে।

এই কোম্পানি কোনও সাধারণ কোম্পানি নয়। এদের গোটা বিশ্বে কয়েক হাজার কর্মী আছেন এবং ৪৫টি দেশে বিনিয়োগ আছে। এদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ কী? সেবির অর্ডার অনুযায়ী এই কোম্পানি এবং এর অন্যান্য দোসর যে জেএসআই, জেএসআই ২, জেন স্ট্রিট সিঙ্গাপুর প্রভৃতিরা সার্কুলার ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শেয়ারের দামে দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া এদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হল, যে সাপ্তাহিক এক্সপায়ারিগুলি রয়েছে তার মধ্যে মূলত এক্সপায়ারির দিন তারা ডেরিভেটিভসগুলিতে পজিশন নিয়েছে তার দামকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

এক্সপায়ারির দিন সকালে এরা বিপুল অর্থের ব্যাংক নিফটি স্টক এবং বিপুল অর্থের ফিউচার্স কিনে নিত। যার ফলে ব্যাংক সূচক বৃদ্ধি পেত অতি দ্রুত। একই সঙ্গে তারা বিপুল পরিমাণ পুট কিনে রাখত যার কল অপশন বিক্রি করে দিত। এবং দিনের ট্রেডিং শেষ হওয়ার আগে নিজেদের কল/ফিউচার্স পজিশন বিক্রি করে দিত। এর ফলে অতি দ্রুত পতন হত ইন্ডেক্সের। এই সুইং ট্রেডিংয়ের বলে বলীয়ান হয়ে তারা অপশন কনট্রাক্ট থেকে বিশাল লাভ করেছে এবং ছোট ছোট ট্রেডাররা ফিসকাল ইয়ার ২০২২ এবং ফিসকাল ইয়ার ২০২৪-এর মধ্যে ১.৮ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতির মুখ দেখেছেন।

আজকে সেবির এই অর্ডারের পর ক্যাপিটাল মার্কেট সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিতে সুবিশাল পতন আসে। সবচেয়ে বেশি ঘা খেয়েছে নুভামা ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, যাদের শেয়ারে ১১.২৮ শতাংশ পতন এসেছে। এরা ভারতের জেন স্ট্রিটের লোকাল পার্টনার ছিল, যদিও সেবি এদেরকে দোষারোপ করেনি। অন্যান্য ক্যাপিটাল মার্কেট স্টক যেগুলিতে পতন এসেছে তার মধ্যে রয়েছে অ্যাঞ্জেল ওয়ান (-৫.৯৬ শতাংশ), বিএসই (-৬.৬৯ শতাংশ), সিডিএসএল (-২.৩৯ শতাংশ), আইআইএফএল ক্যাপিটাল সার্ভিসেস (-৩.০৫ শতাংশ), নিপ্পন লাইফ ইন্ডিয়া এএমসি (-১.৬৯ শতাংশ) প্রভৃতি। পরের সপ্তাহে এদের অবস্থা ফেরে কি না তা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন বিনিয়োগকারীরা।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

মালদা শহরে উলটোরথযাত্রায় উপচে পড়া ভিড়। শনিবার ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

বাড়ি ফিরলেন জগন্নাথ দেব

লক্ষ্মীর মানভঞ্জনে রসগোল্লার হাঁড়ি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৫ জুলাই : রসগোল্লার হাঁড়ি হাতে ঘরে ফেরা! ফিরলেন জগন্নাথ দেব, উলটোরথে। লক্ষ্মীর মানভঞ্জনের জন্য মাসির বাড়ি থেকে ফেরার পথে এই ব্যবস্থা। রসগোল্লার হাঁড়িতে অভিমান জল হল, দরজাও খুললেন দেবী লক্ষ্মী। শনিবার এমন ঘটনার সাক্ষী থাকল মালদা শহরের লালবৃত্ত হংসগিরি লেন, যেমনটা দেখা যায় ওড়িশার পুরীতে।

বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে মাসির বাড়ি যাওয়ার সময় দেবী লক্ষ্মীকে ঘরে একা রেখে যান জগন্নাথ। কিন্তু ফিরতে তো হবেই বাড়িতে, জানেন দেবী লক্ষ্মী। অভিমানে উলটোরথের প্রতীক্ষায় থাকেন তিনি। লক্ষ্মীর মন গলানোর জন্য যে রসগোল্লাই যথেষ্ট, জানেন জগন্নাথও। তাই উলটোরথে বাড়ি ফিরেই তিনি রসগোল্লার হাঁড়ি উঁচু করে ধরেন, যাতে তা লক্ষ্মীর নজরে পড়ে। নজরে পড়তেই হাট হয় দরজা- কথিত রয়েছে এমনটাই। এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটছে না পুরী থেকে মালদার লালবৃত্ত হংসগিরি লেনে। যা দেখতে এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন শয়ে-শয়ে মানুষ, প্রতি বছরের মতো। এখানে উপস্থিত ওড়িশার পুরোহিত গোবিন্দ খুটিয়া বললেন, 'পুরীর রীতি মেনেই এক হাঁড়ি করে রসগোল্লা, দুধ আর গঙ্গাজল দিয়ে দেবীর মানভঞ্জন করা হয়েছে। তারপরেই জগন্নাথ দেব মন্দিরে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়েছেন।'

শুধু এখানে নয়, উলটোরথকে কেন্দ্র করে শনিবার উৎসবের আবহ ছিল মালদা শহরজুড়েই। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও, তা বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে জল ঢেলে দিতে পারেনি। ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়ে জমজমাট ছিল রথ উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বসা মেলাগুলি। ইসকন ও মকদুমপুরের রথকে কেন্দ্র করে ছিল বাড়তি উন্মাদনা। নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে এদিন বিকেলে মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লির পল্লিশ্রী ময়দান থেকে ইসকনের তিনটি রথ জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে যায় নেতাজি মোড়ের মন্দিরের উদ্দেশে। উলটোরথ পর্যন্ত সাতদিন, পল্লিশ্রী মাঠ সংলগ্ন এলাকায় বসেছিল মেলা। ভিড় জমেছে প্রতিদিন। ভিড় ছিল অন্যত্রও। প্রতিটি মেলায় মুখ্য আকর্ষণ ছিল কাঠের আসবাবপত্র এবং অবশ্যই দেবী ব্রজমোহন ও রাধারানি। কারণ, উলটোরথে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা নয়, মালদা শহরের একাংশ পরিক্রমা করেন ব্রজমোহন ও রাধারানি।

ফিরছেন জগন্নাথ দেব। শনিবার। মালদায়।

গঙ্গারামপুর থেকে কাঠের আসবাবপত্র নিয়ে এবারও মেলায় হাজির হয়েছিলেন অজয় মহন্ত। তাঁর বক্তব্য, 'রথের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে যায় বিয়ের মরশুম। তাই কেনাবেচা ভালো হয়। মেলা শেষ হয়ে গেলেও আরও কয়েকটা দিন অস্থায়ী দোকান রাখা হয়, বাড়তি রোজগারের আসায়।' প্রচুর ছেলেমেয়েকে এদিন বাবা এবং মায়ের হাত ধরে মেলায় ঘুরতে দেখা গিয়েছে। এমনই একজন কৌশিক দাস। মেলা নিয়ে প্রশ্ন করতেই, উত্তর এল, 'কয়েকটা মাটির পুতুল কিনলাম। আর চপ-ঘুগনি খেলাম।'

উলটোরথযাত্রায় পা মেলান তিন বিদেশিনী। কালিয়াগঞ্জে শনিবার।

বিদেশিনীদের ভিড় উলটোরথে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৫ জুলাই : উলটোরথযাত্রা উপলক্ষ্যে আগত বিদেশিনীদের মধ্যে একখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতির চালচিত্র ধরা পড়ল কালিয়াগঞ্জে। শনিবার কালিয়াগঞ্জের মিলনপাড়ায় কালিয়াগঞ্জ গৌর ভক্তবৃন্দের ব্যবস্থাপনায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল উলটোরথ। ওই উৎসবকে ঘিরে উপস্থিত হয়েছিলেন মায়াপুর এবং বৃন্দাবন থেকে আসা বিদেশি এবং ভারতীয় ভক্তবৃন্দ।

এখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় সিঁদুর, শাঁখা, পলার চল যখন কমেছে তখন বিদেশিনীদের মধ্যে এই ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। বিদেশিনী ভক্তদের অভিমত, 'বিবাহিত নারীর আসল সৌন্দর্য এই শাঁখা, পলা, সিঁদুর। সঙ্গে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে।'

এদিন শহরের রাস্তায় উলটোরথযাত্রায় ভক্তিগীতির সঙ্গে নৃত্য করলেন বিদেশিনীরা। তাল মেলালেন অগণিত ভক্তবৃন্দ। কপালে চওড়া সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পলা পরে নৃত্য করছিলেন রাশিয়ান ভক্ত কৃষ্ণ বিদিয়া। তাঁকে প্রশ্ন করলে বলেন, 'সিঁদুর, শাঁখা ও পলা বিবাহিত নারীর শক্তি, ঐতিহ্য। এর থেকে বড় অলংকার আর হয় না।'

ভারতীয় ঐতিহ্য

- কালিয়াগঞ্জ গৌর ভক্তবৃন্দের ব্যবস্থাপনায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল উলটোরথ
- বিদেশিনীদের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রবণতা দেখা গিয়েছে
- শহরের রাস্তায় ভক্তিগীতির সঙ্গে নৃত্য করলেন বিদেশিনীরা
- এই উৎসবকে ঘিরে উপস্থিত হয়েছিলেন মায়াপুর এবং বৃন্দাবন থেকে আসা বিদেশি এবং ভারতীয় ভক্তবৃন্দ

আরেক বিদেশিনী ইংল্যান্ডের অলি কৃষ্ণ দাসীর যুক্তি, 'অধিকাংশ মানুষ নতুনের খোঁজে ছুটছেন। তাতে অনেকেই নিজের সংস্কৃতি, প্রথা ভুলতে বসেছেন। যাঁদের বাড়ির পাশে গঙ্গা তাঁরা সেখানে স্নান করেন না। কিন্তু, দূরদূরান্তের মানুষ ভারতবর্ষে এসে গঙ্গায় স্নান করেন। যা স্বাভাবিকভাবে আছে তার গুরুত্ব দেন না অনেক মানুষ। যা নেই তার গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে ওঠে অনেকের কাছে।'

ইউরোপের পোল্যান্ড থেকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ভারতে পা রেখেছিলেন কৃষ্ণময় দাসী। স্কুলে ছাত্রী থাকাকালীন সময়ে মনে প্রচুর প্রশ্ন জেগেছিল কৃষ্ণময় দাসীর। তাঁর বক্তব্য, 'গীতা পড়েই আমি জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। গীতা সকলের পড়া উচিত।' ভারতে এসেই বিবাহিত জীবন এবং একমাত্র পুত্রসন্তান নিতাইয়ের জন্ম। মায়ের পাশে বসে লাজুক অষ্টম শ্রেণির ছাত্র নিতাইয়ের অভিব্যক্তি, 'বড় হয়ে কৃষ্ণভক্ত হব আমি।'

৪৫ বছর ধরে মায়াপুরে ভক্তবৃন্দের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন অলয় গোবিন্দ দাস। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা অলয় গোবিন্দ ছাত্রাবস্থায় কৃষ্ণের টানে মায়াপুরে জীবন অতিবাহিত করছেন। বাংলাদেশে চিন্ময় প্রভুর বিষয় উঠতেই অভয় গোবিন্দ বলেন, 'ভক্তি এক জিনিস, ক্ষমতা আরেক জিনিস। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার চিন্ময় প্রভু। খুব কষ্টে রয়েছেন তিনি। জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা এই চক্রব্যূহ থেকে দ্রুত রক্ষা পান চিন্ময় প্রভু।'

কর্মশালা

মালদা, ৫ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ ও মালদা কলেজের যৌথ উদ্যোগে শনিবার আয়োজিত হল কেরিয়ার কাউন্সেলিং কর্মশালা। মালদা কলেজের প্রেক্ষাগৃহের সানাউল্লাহ মঞ্চে 'ভবিষ্যতের বিজ্ঞান শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্র' নামের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস, মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য, কলেজের স্টাফ কাউন্সিলের সম্পাদক পীযূষ সাহা এবং বিভিন্ন স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল একাধিক পড়ুয়া তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় এই কর্মশালায়।

হেলমেট বিলি

কালিয়াগঞ্জ, ৫ জুলাই : 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচিতে কালিয়াগঞ্জ থানার ট্রাফিক বিভাগের তরফে বাইকচালকদের হেলমেট বিতরণ করা হল। শনিবার সকালে বিবেকানন্দ মোড়ে ৪০ হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীকে চিহ্নিত করে পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক বিভাগের ওসি বিপুল দত্ত, এসআই খাদিমুল ইসলাম, এএসআই রঞ্জন ওরাওঁরা।

গঙ্গারামপুরে টোটো নিয়ন্ত্রণ করবে পুরসভা

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ৫ জুলাই : গঙ্গারামপুর শহরে টোটোর অনিয়ন্ত্রিত চলাচলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। শহরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে গঙ্গারামপুর পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র এই বার্তা দিয়েছেন শুক্রবার ট্রাফিক পুলিশ আয়োজিত পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের কর্মসূচিতে।

তিনি জানান, টোটোয় লোহার রড বোঝাই করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। লোহার রড বোঝাই টোটো রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধান হলে, যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সম্প্রতি কুশমণ্ডি ব্লকের এক প্রাথমিক শিক্ষকের গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন তিনি। তবে শহরবাসীকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করার বার্তাও দিয়েছেন।

চেয়ারম্যানের মতে, এই উদ্যোগ সফল হলে শহরে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেকটা কমানো যাবে। পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'শহরের টোটোচালক ভাইদের আমার অনুরোধ, আপনারা লোহার রড টোটোতে বোঝাই করবেন না। তাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। ওই রডগুলি অসাবধানতাবশত কারও শরীরে ঢুকে গেলে সেই মানুষটির বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার। তাঁর মতে, 'শহরে টোটো চলাচল বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু টোটোর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা খুব প্রয়োজন। ইদানীং বেশিরভাগ দুর্ঘটনা টোটোর কারণে হচ্ছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক হল টোটোয় লোহার রড, বাঁশ, টিন ইত্যাদি বহন। যাত্রীবাহী যানবাহন কেন এসব বোঝাই করবে? ঠিক একই কারণে অবৈধ ভুটভুটি নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।'

নিষেধাজ্ঞা

- শহরে টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে পুরসভা
- লোহার রড বোঝাই টোটো থেকে রয়েছে বিপদের সম্ভাবনা
- টোটোয় লোহার রড বোঝাই করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবে পুরসভা
- পুরসভার এই ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসী

পরীক্ষার ফি কমানোর দাবি

রায়গঞ্জ, ৫ জুলাই : ভর্তি ও পরীক্ষার ফি কমানোর দাবিতে শনিবার অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিলেন রায়গঞ্জের সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পড়ুয়ারা। ক্যান্টিন বাবদ নেওয়া টাকা ফেরতের দাবিও জানান তাঁরা। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ক্যান্টিন ওয়ালেট চালু থাকলে ক্যান্টিনে না খেলেও টাকা দিতে হবে। কলেজের ভর্তি ফি-ও যথেষ্ট বেশি বলে তাঁদের অভিযোগ। অধ্যক্ষ চন্দন রায় বলেন, 'অন্যান্য কলেজের মতো এখানে ক্যান্টিন ওয়ালেট চালু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওয়েবসাইটের কাজ শেষ না হওয়ায় শুরু করা যায়নি। আমরা ছাত্রছাত্রীদের টাকা ফেরত দিয়ে দেব।'

দুই বধূকে নিগ্রহ, গ্রেপ্তার এক

বালুরঘাট, ৫ জুলাই : স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের জালে স্বামী। গত কয়েকমাস ধরে ওই বধূর ওপর নির্যাতন চলছিল বলে অভিযোগ। স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে বধূ নির্যাতনের অপর একটি ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

প্রথম ঘটনাটি বালুরঘাটের ঘটকালীপাড়ার। সেখানে জনি মহন্ত নামে এক নির্মাণশ্রমিকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাদ চলছিল। পণের দাবিতে গোলমাল শুরু হয়। বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে জনি চাপ দিতেন বলে তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ। গত বৃহস্পতিবার রাতে সেই বিবাদ চরমে ওঠে। অভিযোগ, প্রথমে মদ্যপান করে স্ত্রীকে মারধর করেন জনি। তারপর বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। কোনওক্রমে বেঁচে যান ওই তরুণী। তবে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েই স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। দ্বিতীয় ঘটনাটি বালুরঘাটে ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়াপাড়ার। যেখানে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় এক তরুণীর ওপর ২০২১ থেকে নির্যাতন চলছে বলে অভিযোগ। তাঁর সঙ্গে ২০১৯ সালে গৌতম টুডুর বিয়ে হয়েছিল। দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্মের পর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। তাঁকেও বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে চাপ দেওয়া হচ্ছিল।

ছবি : এআই

সপ্তাহখানেক আগে স্বামী ও তাঁর পরিবারের অন্যদের হাতে মার খেয়ে সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন তরুণী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

মহরমের ট্যাবলোয় চন্দ্রযান, রাফাল ট্যাংক

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৫ জুলাই : মালদা শহরে মহরমে লাঠিখেলার শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে থাকে। বিগত কয়েক দশক ধরে শহর মুসলিম কমিটি আটকোশীর পরিচালনায় মহরমের শোভাযাত্রায় নজর কাড়ছে ট্যাবলো প্রতিযোগিতা। প্রতিটি লাঠিখেলার দল একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে অভিনব মডেল প্রদর্শন করে। মহরমের দশমীর শোভাযাত্রার প্রতিযোগিতা নিয়ে শহরজুড়ে চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি।

লাঠিখেলার সঙ্গে মালদা শহরে ৮টি তাজিয়া ও শিফল পাখা শহর পরিক্রমা করে। বক্সাটুলি, টিকিয়াটুলি, মীরচক কারবালা, ইমামবাড়ায় তাজিয়া তৈরির কাজ শেষের দিকে। এবছরের আয়োজন নিয়ে আটকোশীর সম্পাদক আসিফ হোসেনের মন্তব্য, 'মালদা শহরে মহরমের লাঠিখেলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ লাঠিখেলায় অংশ নেন। শোভাযাত্রা এগিয়ে নিয়ে যেতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াও পুলিশ প্রশাসন ও ইংরেজবাজার পুরসভা সহযোগিতা করে থাকে। মহরমের দশমীর শোভাযাত্রার প্রতিযোগিতা নিয়ে শহরজুড়ে চলছে গুঞ্জন।'

কোথাও আলাদিনের জিন, টিপু সুলতানের রণসজ্জা। কেউবা সাজবে মিসাইল ম্যান আবদুল কালাম, কোথাও চন্দ্রযান-২ মডেলের ট্যাবলো, আবার কোথাও তৈরি হচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাফাল ট্যাংক। প্রতিটি লাঠিখেলার দলের সামনে এই ট্যাবলোগুলি শোভাযাত্রা সহকারে এগিয়ে যাবে। মহরমে আসছে কলকাতা থেকে একাধিক বাদ্যদল। শহরের ফুলবাড়ি পাকুড়তলা থেকে নেতাজি মোড় হয়ে ফোয়ারা মোড় থেকে গৌড় রোড মোড় পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত মহরমের শোভাযাত্রা উপভোগ করে থাকেন।

শহরে মহরমের প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর একাধিকবার বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন জেলার স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী রাজকুমার পণ্ডিত। প্রতিবছর ফোয়ারা মোড়ে দাঁড়িয়ে লাঠিখেলা উপভোগ করেন তিনি। শনিবার রাজকুমার বলেন, 'মালদা শহরের লাঠিখেলা দলগুলির তরফে বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলো সাজাতে পরামর্শ নিতে আমার কাছে আসেন অনেকে।'

সঞ্জয় সাহা, রূপক সরকার, দেবব্রত সাহারা কালীতলা মহরম কমিটির সঙ্গে যুক্ত। দেবব্রত সাহা বলছিলেন, 'গত বছর আমাদের পাড়ার মহরমের ট্যাবলো প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। ডেঙ্গি প্রতিরোধে কী কী করণীয় সে বিষয়ে শিশুদের ট্যাবলো শহরবাসীকে মুগ্ধ করেছিল। এবছরও নজর কাড়বে কালীতলার লাঠিখেলা।

লাঠিখেলার অনুশীলন করছে কিশোররা। - সংবাদচিত্র

মহরমের উৎসব নিয়ে দুর্গাবাড়ি মোড়ের বাসিন্দা দেবদীপ সাহার বক্তব্য, 'প্রতিবছরই মহরমের লাঠিখেলার মিছিল দাঁড়িয়ে উপভোগ করি। ইদানীং বিভিন্ন দলের ট্যাবলো ভীষণ ভালো লাগে।' বক্সাটুলি এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত সাহা বললেন, 'আমাদের পাড়ার লাঠিখেলা দলে ভালো ভালো খেলোয়াড় রয়েছেন। আমি নিজে শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকি।'

বিবিগ্রাম রায়পাড়ার বাসিন্দা সন্তোষ রায়কে লাঠিখেলা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তাঁর জবাব, 'বিবিগ্রাম আর মহেশমাটি দুটো লাঠিখেলা দল আমাদের পাড়ার। দলে সব বয়সের খেলোয়াড়রা রয়েছেন। লাঠিখেলার পাশাপাশি থাকে সুদৃশ্য ট্যাবলো। আমি খেলা দেখতে ফোয়ারা মোড়ে যাই।'

শ্রদ্ধা জানাতে না পেরে আক্ষেপ ছোটে নবাবের

খোশবাগে অবহেলায় সিরাজের সমাধি

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৫ জুলাই : চোখেমুখে আক্ষেপের সুর! আর হবে নাই বা কেন। এবছর বাংলা-বিহার-ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদদৌলার মৃত্যুদিবসে লালবাগের খোশবাগের সমাধিস্থলে হাজির হতে পারলেন না নবাবের বংশধর রেজা আলি মির্জা ওরফে ছোটে নবাব। তাঁর কথায়, 'গত ২৭ জুন আরবি ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুসারে আল মহরম শোকের মাস শুরু হয়েছে। ইসলাম ধর্মে অন্যতম পবিত্র মাস হচ্ছে এই আল মহরমের মাস। রীতি অনুযায়ী বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করা যায় না। তাই সমাধিস্থলে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানো গেল না এবার। ওখানে যেতে না পারায় ছেদ পড়ল প্রথায়।' ছোটে নবাব বলেন, 'জ্ঞান হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর আমি নিজে সিরাজ-উদদৌলার মৃত্যুদিবসে খোশবাগে গিয়ে তাঁর সমাধিতে ফুল দিয়ে আসি। কিন্তু এবছর মহরম মাস চলার জন্য সেই কাজ করতে পারলাম না।' নবাব পরিবারের আরেক বংশধর ফাহিম মির্জারও বিষয়টিতে আক্ষেপের শেষ নেই। ২ জুলাই সিরাজকে হত্যা করা হলেও গোটা সপ্তাহ ধরেই তাঁর সমাধিতে পরিবারের সদস্যরা শ্রদ্ধা জানান।

খোশবাগের সমাধিতে জবা ফুলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ (বামে)। সিরাজের বংশধর ছোটে নবাব।

ভাগীরথীর পাড়ে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন সিরাজ-উদদৌলা। ভারত সরকারের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে থাকা এই জায়গাটি কার্যত রয়েছে প্রচারের আড়ালেই। তারপরেও তাঁর মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধা জানাতে মুর্শিদাবাদবাসীর মধ্যে কোনও খামতি ছিল না। জৌলুসহীনভাবে হলেও লাল জবা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন অনেকেই। এক বর্ণময় ইতিহাসের উজ্জ্বল চরিত্র বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ। নবাব আলিবর্দি খাঁ-র দৌহিত্র হিসেবে তিনি বাংলায় বর্গী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সেই সময় নজরে এসেছিলেন তাঁর পারিষদবর্গের। সিংহাসনে বসেই এই তরুণ নবাব দেখতে পান, বাংলা-বিহার-ওড়িশায় কিছু কুচক্রীর সঙ্গে মিলে দেশের স্বাধীনতায় থাবা বসাতে উদ্যোগী বিদেশি বণিক শক্তি ইংরেজরা। একদিকে মিরজাফর ও আরও অনেকে মিলে তাঁকে গদিচ্যুত করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। তরুণ নবাব এদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পাশে কাউকেই পাননি। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু দুজন মির মদন ও মোহনলাল। নবাব মিরজাফরকে চিহ্নিত করে প্রথমে তাঁর সেনাপতির পদ কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। আর উমি চাঁদ, রায়বল্লভদেরও বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই সময় তাঁকে সওকত জঙ্গ, ঘসেটি বেগমদের বিরুদ্ধেও লড়তে হচ্ছিল। ঘরে-বাইরে সর্বত্র লড়াইয়ের জন্য নামতে হয়েছিল তাঁকে। এরপরই ইংরেজ ও ভারতীয় চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। মিরজাফরের ছেলে মিরনের নির্দেশে মহম্মদ আলি বেগ এই মুর্শিদাবাদের লালবাগ শহরের নিমকহারাম দেউড়ির কাছে সিরাজের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। যা বর্তমানে মুর্শিদাবাদ শহরে ভাগীরথী নদীর তীরে খোশবাগে সিরাজের সমাধি হিসেবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

লালবাগ শহরের বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষক সুনীল সরকার বলেন, 'আজকের প্রজন্ম অনেকের কাছেই নবাব সিরাজ-উদদৌলা নিছক একটা নাম। তবে যাঁরা এই শহরকে খানিকটা হলেও চেনেন জানেন তাঁদের মনে, মগজে সিরাজ-উদদৌলা আজীবন জীবিত থাকবেন।'

ভিঙ্গল বটতলা বাসস্ট্যান্ডের প্রতীক্ষালয় জঙ্গলে ঢেকেছে। - সংবাদচিত্র

ঝোপঝাড়ে ঢেকেছে যাত্রী প্রতীক্ষালয়

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ জুলাই : বাংলা-বিহার সংযোগকারী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক হরিশ্চন্দ্রপুর পর্যন্ত নির্মিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে চাঁচল পর্যন্ত এই রাস্তার ধারে থাকা প্রায় সবগুলি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ই বেহাল রয়েছে। কোনও কোনও স্ট্যান্ডে আবার প্রতীক্ষালয়ই নেই। বিষয়টি নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'ব্লক প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় সড়কের ধারে যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি নির্মাণ এবং সংস্কার করার ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় যে যাত্রী প্রতীক্ষালয় রয়েছে, তা বহুদিন আগে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে ওই প্রতীক্ষালয়ের চাঙড় খসে পড়ছে। পিপলা বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ও জরাজীর্ণ দশা। বর্ষার সময় ছাদ দিয়ে জল চুইয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ব্যস্ত তুলসীহাটা ভবানীপুর এলাকা চারটি প্রধান রাস্তার সংযোগস্থল। আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয় নেই। রোদে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিতে ভিজেই যাত্রীরা বাস ধরেন। একই অবস্থা রাড়িয়াল, জাবরা, লক্ষ্মণপুর স্ট্যান্ডেও। ভিঙ্গল বটতলা স্ট্যান্ডের প্রতীক্ষালয় জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। সাপের উৎপাত। জঙ্গলের কারণে যাত্রীরা সেখানে ঢুকতে পারেন না। কনুয়া বাসস্ট্যান্ডে পুরোনো প্রতীক্ষালয় ভেঙে কমিউনিটি টয়লেট করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে কোনও প্রতীক্ষালয় নেই।

কনুয়া এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক শফিকুল আলম বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে চাঁচল পর্যন্ত যে ক'টি স্ট্যান্ড রয়েছে, কোনওটিতেই যাত্রী প্রতীক্ষালয় ভালো অবস্থায় নেই অথবা নির্মিতই হয়নি। অথচ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই জাতীয় সড়ক ব্যবহার করেন। অসুস্থ, গর্ভবতী মহিলারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দীর্ঘ সময় ধরে বাসের জন্য অপেক্ষা করেন। প্রশাসনের এ বিষয়ে ভাবা উচিত।'

সমস্যা একাধিক

- জাতীয় সড়কের হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে চাঁচল সবগুলি যাত্রী প্রতীক্ষালয় বেহাল
- কোনও কোনও স্ট্যান্ডে প্রতীক্ষালয় নেই
- কোথাও বা প্রতীক্ষালয় থাকলেও সেখানে নেই শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা
- রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে গাড়ি ধরেন যাত্রীরা

অগ্রগামী কিষানসভার জেলা সভাপতি অজিত সাহার কথায়, 'জাতীয় সড়কের ধারে যাত্রী প্রতীক্ষালয় সহ টয়লেট, ২৪ ঘণ্টা পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, দিনের পর দিন ধরে স্ট্যান্ডগুলিতে টয়লেট, পানীয় জল তো দূর, প্রতীক্ষালয়ই নেই। গাড়ি ধরতে এসে বাধ্য হয়ে অনেকে খোলা আকাশের নীচেই শৌচকর্ম করছেন।'

এদিকে, ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ষা বসাক জানান, তাঁর অঞ্চলের লক্ষ্মণপুর কনুয়া এবং বটতলায় যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি ও সংস্কার শীঘ্রই করা হবে।

প্রোফাইল দেখে নাবালিকাদের টার্গেট

আলিপুরদুয়ার, ৫ জুলাই : নারী পাচারের নতুন ছক। সামাজিক মাধ্যমে নাবালিকাদের প্রোফাইলে নজর রাখছে পাচারকারীরা। তাদের প্রোফাইল ঘেঁটে তথ্য জোগাড় করছে এজেন্টরা। নাবালিকাদের পছন্দ বিশ্লেষণ করে সেইমতো ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে প্রথমে 'বন্ধুত্ব', তারপর প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। অভাবপূরণের স্বপ্ন দেখিয়ে বিয়ের ফাঁদে ফেলে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন সংসার পাতা হচ্ছে। তারপর একদিন হাতবদল হয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। চা বাগান ও প্রান্তিক এলাকার বহু নাবালিকা এইভাবেই পাচার হয়ে যাচ্ছে কাশ্মীর, দিল্লি, রাজস্থান বা হরিয়ানায়। সম্প্রতি এমন বেশ কিছু তথ্য সামনে আসায় চাইল্ড হেল্পলাইন, সিডব্লিউসি ও শিশু সুরক্ষা দপ্তরের কর্তাদের ঘুম উড়েছে।

সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, সরকারি বিভিন্ন দপ্তর সহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা একযোগে কাজ করছেন। আগের তুলনায় এখন উদ্ধারের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রয়োজনে সব দপ্তরকে আরও একজোট হয়ে কাজ করতে হবে।

চা বলয় ও প্রান্তিক এলাকাগুলি থেকে নাবালিকা পাচার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ও সংস্থাগুলি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই এলাকার স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের উপর নজর রাখছে পাচারকারীরা। বিশেষ করে স্কুলছুটদের টার্গেট করা হচ্ছে। বন্ধ চা বাগান এলাকার নারী ও নাবালিকাদের আবার কাজের প্রলোভনের টোপ দিয়ে পাচার করা হচ্ছে।

ডুয়ার্সের চা বলয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি জানাচ্ছে, চা বাগানে স্কুলছুট পড়ুয়ারা কী করছে, তা প্রায় কারও নজরে থাকে না। এদের হাতে স্মার্টফোন এসে যাওয়ায় বিপদ আরও বেড়েছে। সামাজিক মাধ্যমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এরা। অভিভাবকরা অসতর্ক হলেই পাচারের মতো ঘটনা ঘটছে। সাধারণভাবে প্রথমে প্রেমের ফাঁদ পাতা হয়। বেশ কিছুদিন প্রেমপর্ব চলে। তারপর ট্রেন বা সড়কপথে মেয়েটিকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেয় ভুয়ো প্রেমিক।

চাইল্ড হেল্পলাইন কোঅর্ডিনেটর রিয়া ছেত্রীর কথায়, 'ডিজিটাল মাধ্যমে প্রেমের ফাঁদ পেতে পাচারের সংখ্যা বাড়ছে।'

৯০ তম জন্মদিনে ধর্মশালায় বিশেষ প্রার্থনায় দলাই লামা। শনিবার।

লিফট ছিঁড়ে মৃত্যু

বহরমপুর, ৫ জুলাই : বহুতলে ঢালাইয়ের কাজ করার সময় লিফট ছিঁড়ে, বুকের ওপর লোহার চাঙড় সহ কংক্রিটের মশলা চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃত তরুণ গৌরাঙ্গ মণ্ডল (২৩) মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বাসিন্দা। শনিবার নির্মাণের কাজ চলাকালীন বিপুল পরিমাণের মশলা ভর্তি লিফটটি ছিঁড়ে তাঁর বুকের ওপর পড়ে। যার জেরে মৃত্যু হয় তাঁর। সহকর্মীরা জানাচ্ছেন, এক শ্রমিককে ব্রেক ধরতে বলে তিনি ওপরে উঠতে থাকেন। কয়েক কুইন্টাল ওজনের মশলা নিয়ে লিফটি ওপরে ওঠার সময় মাঝপথে আটকে যায়। আচমকা লিফট সহ তিনি নীচে পড়ে যান। তড়িঘড়ি তাঁকে জিয়াগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর চিকিৎসকরা তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের এক সহকর্মী বলেন, 'আমরা বারবার গৌরাঙ্গকে লিফটে উঠতে বারণ করছিলাম। লিফটের অবস্থা ভালো ছিল না। নিষেধ না শোনার ফলেই এই করুণ পরিণতি হল।' মৃতের কাকা বামফ্রন্ট মণ্ডল বলেন, 'বিকট আওয়াজে হুড়মুড়িয়ে ওই লিফট নীচে ছিঁড়ে পড়ল। চোখের নিমেষে সব শেষ হয়ে গেল।'

গুলি কাণ্ডে বিধায়ক

প্রথম পাতার পর

জবাবে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বললেন, 'ব্যক্তিগতভাবে সুকুমারবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমরা আন্দোলনে নামব।' সুকুমারকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ছায়াসঙ্গী বলা হয়। গুলি কাণ্ডের প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'এর আগে মিথ্যে মামলা দিয়ে সুকুমার রায়কে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। তিনি জেলে থেকেই ভোটে লড়েছিলেন। তৃণমূল ঘৃণ্য রাজনীতি করছে। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।' বিজেপির কোনও প্রতিবাদ আন্দোলন না থাকার প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বক্তব্য, 'বিজেপি চুপ থেকে স্বীকার করে নিল যে, আমরা যে অভিযোগগুলি করছি তা সত্যি। বিজেপির নেতারা নিজেরাও জানেন যে, সত্যিকে মিথ্যে বানিয়ে আন্দোলনে নামতে গেলে তাঁদের নিজেদেরই মুখ পুড়বে। তাই তাঁরা চুপ রয়েছেন।'

এদিকে, কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে-কে গুলি করার ঘটনায় ধৃতদের এদিন আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারাতেও মামলা দেওয়া হয়েছে। ধৃত দীপঙ্কর রায়কে এদিন আদালতে তোলার সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'পুলিশ তদন্ত করুক তাহলেই তো স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু বিজেপি করি, তাই ফাঁসানো হচ্ছে।'

বাদিপক্ষের আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য, 'পুলিশের তরফে সাতদিনের হেপাজত চাওয়া হয়েছিল। বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।' অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী প্রদীপকুমার সরকারের বক্তব্য, 'কালো গাড়িতে করে গিয়ে গুলি করা হয়েছে বলা হচ্ছে। সেই গাড়ির নম্বর বোঝা যাচ্ছে না। অথচ সুকুমার রায়ের গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে গাড়িটি বাড়িতেই ছিল।' যে এফআইআর করা হয়েছে সেখানেও অসংগতি রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বেহাল সার্ভিস রোডে ভোগান্তি

বরুণকুমার মজুমদার

কানকি, ৫ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে কানকি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডের বেহাল দশা। সারাবছর নিকাশিনালার জল উপচে রাস্তায় জমে থাকে। অল্প বৃষ্টি হলে, ওই জায়গায় হাঁটুজল জমে যায়। এই এলাকায় সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এই রাস্তা দিয়ে কানকি ফাঁড়ি ও কানকি পঞ্চায়েত অফিসে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু প্রশাসনের তরফে রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য রাস্তার এই দশা বলে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

সাধারণ মানুষের এই অসুবিধার কথা স্বীকার করে কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৌশার আহমেদ বলেন, 'জল জমে থাকার বিষয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার লিখিতভাবে জানিয়েছি। ওই জায়গায় নিকাশিনালা পরিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ পঞ্চায়েতকে ওই নিকাশিনালা পরিষ্কার করার অনুমতি দেয়নি।' তাঁর কথায়, 'নিকাশিনালার আউটলেটে বন্ধ থাকার কারণে জল নিষ্কাশিত হতে পারে না। তাই অল্প বৃষ্টি হলে নিকাশিনালায় জল উপচে পড়ে।' সমস্যা সমাধানের জন্য বিষয়টি জেলা শাসককে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এই রাস্তা দিয়ে আশপাশের এলাকা মিলিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। আবার এই রাস্তায় ধর্মকাঁটা থাকায় ভুট্টাবোঝাই গাড়িগুলি ওজন মাপার জন্য রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে। এর ফলে এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এলাকার এক বাসিন্দা তথা সিপিএম নেতা আনন্দ সিংহ বলেন, 'নিকাশিনালার জল উপচে রাস্তার একাংশে জমে থাকে। ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রশাসন এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করছে না।'

সমস্যা কোথায়

- দীর্ঘদিন ধরে কানকি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডের বেহাল দশা
- সারাবছর নিকাশিনালার জল উপচে রাস্তায় জমে থাকে
- অল্প বৃষ্টি হলে, ওই জায়গায় হাঁটুজল জমে যায়
- সমস্যার কথা স্বীকার করেন কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৌশার আহমেদ

মিছিল

বৈষ্ণবনগর, ৫ জুলাই : রবিবার মুসলিম সম্প্রদায়ের শোকের পরব মহরম। মহরমের আগে শনিবার দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ঐতিহ্য মেনে ডালা বা খাটুলি নিয়ে মিছিল বের হল মালদার বৈষ্ণবনগরে। এদিন বৈষ্ণবনগরে দাড়িয়াপুর থেকে মিছিলটি শুরু হয় এবং রথবাড়ি সহ গোটা চক সেহেরদি এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিল প্রসঙ্গে মহরম কমিটির সম্পাদক রহমত শেখ বলেন, 'মহরম উপলক্ষ্যে ডালা অর্থাৎ খাটুলি নিয়ে মিছিল হয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে।' সেই ঐতিহ্য-পরম্পরা বজায় রেখে এবারও তাঁরা এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করেন।

ফরাক্কা ব্যারেজে যানজটে দুর্ভোগ

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ৫ জুলাই : কয়েকদিন ধরে ফরাক্কা ব্যারেজের ওপর যানজটের জেরে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে যাত্রীদের। ট্রাক এবং গাড়ির লাইন তৈরি হয়েছে। ব্যারেজের ওপরে বেশ কিছু অংশে রাস্তা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে মেরামতির কাজ চলছে। তার জেরেই এই দুর্ভোগ।

দুর্গাপুর থেকে আসা বাসযাত্রী সমীরণ পাল বলেন, 'অনেকক্ষণ থেকে ব্যারেজের ওপর আটকে রয়েছি। রায়গঞ্জ যাব। কখন পৌঁছাব বুঝতে পারছি না।' ব্যারেজের ওপর দিয়ে যাতায়াত করা যাত্রীরা জানাচ্ছেন, যতদিন পর্যন্ত না নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দুর্ভোগ পোহাতে হবে তাঁদের। দীর্ঘক্ষণ গাড়িতে আটকে থাকা এক অসুস্থ রোগী রিফান আলি বললেন, 'ডায়ালিসিস করাতে মালদা হাসপাতালে যাব। অনেকক্ষণ ধরে আটকে রয়েছি। কখন যে গাড়ি ছাড়বে কে জানে?'

অফিস যাত্রী নুরুল শেখ বলেন, 'কয়েকদিন ধরে এই ব্যারেজের ওপর দিয়ে যাতায়াত আমাদের কাছে যেন বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা ভেঙে গর্ত হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে গাড়ি যাচ্ছে। তাই প্রতিদিনই যানজটে নাকাল হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা।'

জাতীয় সড়কে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক। শনিবার ফরাক্কায়।

মালদার বাসিন্দা নীলিমা সেন বলেন, 'রানাঘাট থেকে ফিরছি। ভাবলাম সকাল সকাল পৌঁছে যাব। কিন্তু যা যানজট, তাতে কখন যে গাড়ি ছাড়বে বুঝতে পারছি না।'

নিত্যযাত্রীদের এমনই হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে প্রতিদিন। কেউ চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন, কারও অফিসে যেতে দেরি হচ্ছে, কেউ আবার বাড়িতে ফিরতে গিয়ে আটকে পড়ছেন। যানজটের জেরে দেরি হচ্ছে সকলেরই।

ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম বলেন, 'প্রায় প্রতিদিনই ব্যারেজের রাস্তায় যানজট হচ্ছে। যার জেরে জেরবার সাধারণ মানুষ। এ নিয়ে বহুবার ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ফোন করেছি, কিন্তু উনি আমার ফোন তোলেননি। যেখানে উনি একজন জনপ্রতিনিধির ফোন রিসিভ করার সৌজন্য দেখান না, সেখানে কী করে সাধারণ মানুষের সমস্যা মেটাবেন? আমরা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত করব এবং প্রয়োজনে দিল্লিতে যাব কথা বলতে।'

তবে, ব্যারেজের ওপর সিআইএসএফ বাহিনীর নজরদারি রয়েছে। তারা ধীরে ধীরে গাড়ি পার করাচ্ছে। একদিকে নতুন ব্রিজের কাজ চলায় সেদিক বন্ধ করে অন্যদিক দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে। অন্যদিকে, ব্যারেজ মোড়ে নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে যানজট সরিয়ে ট্রাফিক পুলিশ গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করছে।

'স্বপ্নের উড়ান'

প্রথম পাতার পর

কিন্তু হঠাৎ এমন উদ্যোগ কেন? হাসছেন হরেকৃষ্ণ। তাঁর কথায়, 'পানিঝোরার বইগ্রাম দেখেই প্রথম অনুপ্রাণিত হই। তখনই ভেবেছিলাম আমাদের চা বাগানের বাচ্চাদেরও এভাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো যেতে পারে। তাই ওদের নিয়েই খেয়ালখুশি খোলা।'

মৌসুমি বলছেন, 'আমাদের খেয়ালখুশিতে যে বাচ্চারা আসে তারা সবাই স্কুলে পড়ে। কিন্তু নানা কারণে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। এমনকি পাঠ্যবই ছাড়া তারা আর কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্তও নয়। আমরা তাই ওদের একত্রিত করে কীভাবে পড়াশোনায় এগোনো যাবে তার পরামর্শ দিই। এমনকি পাঠ্যপুস্তক বাদেও নানা সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তুলছি। আমাদের আশা, এই চা বাগানের বাচ্চারাও একদিন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে।'

বাগানে এমন রিডিং জোন তৈরি করলেও বই রাখার তেমন স্থায়ী কোনও জায়গা নেই। আবার রোদ, বৃষ্টির মধ্যেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রায়শই। তখন অস্থায়ীভাবে তাসাটি দুর্গা মন্দিরের বারান্দায় চলে 'খেয়ালখুশি'।

সমস্যা যাই থাকুক না কেন, খেয়ালখুশির কীর্তি কিন্তু এখন ছড়িয়ে পড়ছে মুখে মুখে। এমন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে চাইছেন কলেজ পড়ুয়ারাও। স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় কেরকেট্টার কথায়, 'প্রথমে বুঝিনি স্যর, ম্যামরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য একেবারে বিনামূল্যে এই কাজ করছেন। এখন দেখি এলাকার বাচ্চাদের পড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। সঙ্গে তারা নাচ, গান, কবিতাও পারছে।'

মৌসুমি, হরেকৃষ্ণদের এমন উদ্যোগে বাহবা দিচ্ছেন জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি জগৎজ্যোতি রায়ও। তিনি বলছেন, 'ওঁরা যাতে আরও ভালো করে খেয়ালখুশি চালাতে পারেন তা প্রশাসনিক স্তরে অবশ্যই দেখা হবে।'

নিকাশিনালার জল উপচে জাতীয় সড়কে। শনিবার কানকিতে।

প্রস্তুতি সভা

রায়গঞ্জ, ৫ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে সামনে রেখে শনিবার রায়গঞ্জে জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক গুন, জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি অরিন্দম সরকার, ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন, তৃণমূল নেতা তিলক চৌধুরী প্রমুখ।

সহপাঠীর শ্লীলতাহানির

প্রথম পাতার পর

তিনি প্রমাণ দাবি করেন। নির্যাতিতা তখন তার দুই বান্ধবী, যারা এই ঘটনাটি ঘটতে দেখেছে, তাদের ওই শিক্ষিকার কাছে নিয়ে যায়। সেই শিক্ষিকা দুই বান্ধবী এই ঘটনার সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট নয় বলে জানিয়ে দেন। মেয়েটির সঙ্গে ঘটা এই অভব্য আচরণ নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতেও নির্দেশ দেন। এরপর নির্যাতিতা ছাত্রী সরাসরি স্কুলের অধ্যক্ষকে বিষয়টি জানায়। অভিযোগ, অধ্যক্ষও সব শুনে একইভাবে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

এরপর ওই ছাত্রী বাড়ি ফিরে এসে বিষয়টি তাঁর মাকে জানায়। পরদিন ছাত্রীর মা অধ্যক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে স্কুলে যান। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, প্রথমে অধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাননি। একাধিকবার আবেদন জানানোর পর যখন অধ্যক্ষ দেখা করলেও ঘটনাটি নিয়ে যাতে পরিবারের তরফে মিটিয়ে নেওয়া হয় সেই বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করেন। এরপর নির্যাতিতার মা তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে লিখিতভাবে সিডব্লিউসিকে জানান। সিডব্লিউসির তরফে নির্যাতিতার পরিবারকে জানানো হয়, ঘটনার তদন্ত হবে। মেয়েকে নিয়মিত স্কুল পাঠানোর জন্য ওই পরিবারকে বলা হয়।

নির্যাতিতার মা জানান, পরবর্তীতে মেয়েকে স্কুলে পাঠালে শুরু হয় তার ওপর মানসিক অত্যাচার। অভিযুক্ত ছাত্র এবং তার বন্ধুরা মিলে মেয়েকে ওই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করতে থাকে। এখানেই শেষ নয়। ওই দিনই পঞ্চম পিরিয়ডে এক শিক্ষক ক্লাস চলাকালীন কথা বলার অভিযোগে নির্যাতিতাকে তার নিজের জায়গা থেকে উঠিয়ে অভিযুক্ত সহপাঠী ছাত্রের পাশে বসতে বলেন। তার সাক্ষী থাকে পুরো ক্লাস। এই ঘটনায় আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে নির্যাতিতা। প্রশ্ন ওঠে, ওই শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েও। সমস্ত ঘটনা জানার পরেও কেন তিনি নির্যাতিতাকে অভিযুক্ত ছাত্রের পাশে বসতে বাধ্য করলেন? এমন প্রশ্নও ওঠে।

ছাত্রীর মা বলেন, 'ঘটনার পর থেকে স্কুলের তরফে বিভিন্ন সময় ফোন করে আমাদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা খুবই আতঙ্কে রয়েছি। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যাতে আইনি পদক্ষেপ করা হয় তার জন্য পুরো ঘটনা মহিলা থানায় জানানোর পাশাপাশি পুলিশ সুপারকেও জানিয়েছি। আমরা মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিচার চাই।'

বীণার বিয়ে দিলেন

প্রথম পাতার পর

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'আঁচল আশ্রম'-এর পক্ষে আলমগির খান বলেন, 'আমরা আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে অনেক দুঃস্থ পরিবারের মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। শুক্রবারও বীণা বেদের বিয়ে দেওয়া হল। আমরাই গ্রামের তরুণরা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই বিয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বিয়ের সমস্ত খরচ বহন করলাম।'

গ্রামের তরুণ শফিকুল আলমের কথায়, 'বিয়েতে শুধু খাবার খরচই নয়, আমরা প্যান্ডেল থেকে শুরু করে মেকআপ আর্টিস্ট- সমস্ত টাকাই এলাকার মানুষদের সাহায্যে ওই পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছি। সেইসঙ্গে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রিতদের খাওয়ানো আমরাই গ্রামের তরুণরা মিলে করেছি।'

মেয়ের দিদি পিংকি বেদ বলেন, 'অর্থের জন্য বোনের বিয়ে আটকে গিয়েছিল। বাবা শয্যাশায়ী। গ্রামের কিছু মুসলিম এবং হিন্দু ভাইরা এগিয়ে আসায় এই বিয়ে সম্পন্ন হল। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।' এভাবেই আবার হরিশ্চন্দ্রপুরে নতুন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির তৈরি করলেন ওঁরা। সম্প্রীতির আলোকে বীণা এবং নিত্য- চার হাত এক হল শুক্রবার রাতে।

রংদার রোববার

১৬
ট্রাভেল ব্লগ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

১৭
ছোটগল্প পাপিয়া মিত্র
কবিতা পার্থসারথি চক্রবর্তী, টিপলু বসু, জয়ন্তকুমার দত্ত, কণিকা দাস, প্রশান্ত দেবনাথ, দেবাশীষ গোপ, সৈকত পাল মজুমদার ও তাপস চক্রবর্তী

হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যা নাকি বার্ধক্য ঠেকানোর চিকিৎসা, 'কাঁটা লাগা গার্ল'-এর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এটা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, মানুষের চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা বরাবরের। অজস্র সাহিত্য, সিনেমা এর সাক্ষী। এবারের প্রচ্ছদে অমরত্ব।

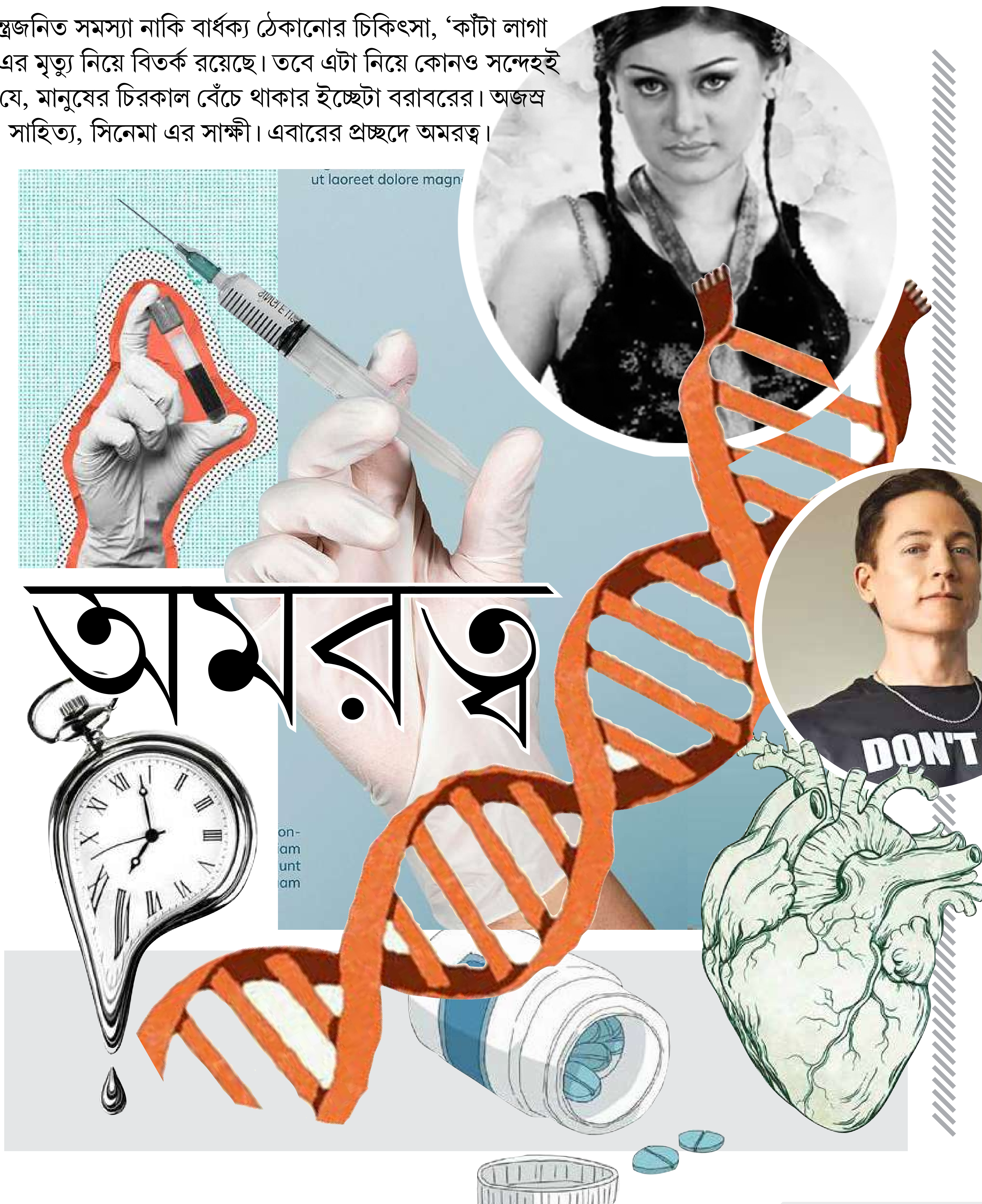

অমরত্ব

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তা ঠেকাতে নীলনকশা

অন্বেষা বসু রায়চৌধুরী

বাবুমশাই, জিন্দেগি বড়ি হোনি চাহিয়ে, লম্বি নেহি...' বছর কয়েক আগে দিদনের সঙ্গে বসে 'আনন্দ' সিনেমাটা প্রথমবারের মতো টিভির পর্দায় দেখার সময় রাজেশ খান্নার বলা এই সংলাপের অর্থ বিশেষ বোধগম্য হয়নি। দিদন বেশ চেষ্টা করেছিল বোঝাবার, তবে তখন ১৭ বছরের এক কলেজ পড়ুয়ার পক্ষে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব সুদীর্ঘ করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়কে উপলব্ধি করতে বেশ অসুবিধাই হয়েছিল। দিদন চলে গেছে বেশ কিছুদিন হল, আজ বুঝতে পারি 'লম্বি জিন্দেগি' আর 'বড়ি জিন্দেগি'-র মধ্যেকার তফাতটা।

শেফালি জরিওয়ালা- চকচকে ক্যামেরার আলো, নাচ, গ্ল্যামার আর চিরযৌবনের এক মায়ার নাম। বয়স মাত্র ৪০ পেরিয়েছিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন- যৌবন শুধু অনুভব নয়, সেটি ফিরিয়ে আনা যায়। রোজ ইনজেকশন, গ্লুটাথায়ন, ভিটামিন সি, আরও কিছু কঠিন উচ্চারণযোগ্য ওষুধ বিগত সাত-আট বছর ধরে নিয়মিত নিয়ে আসছিলেন তিনি। এত যত্ন, এত নিয়ম, ফিটনেস ট্রেনিং, এত সচেতনতার পরেও মৃত্যুকে ঠেকাতে পারলেন না। তদন্ত বলছে, ইনজেক্টেড অ্যান্টি-এজিং উপাদানগুলো শরীরের ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স, হার্ট রিদম এবং লিভার ফাংশনে ধীরে ধীরে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। তার ফলেই সম্ভবত এই পরিণতি। প্রশ্ন জাগে, আমরা কি সত্যিই অমরত্বের কাছাকাছি যেতে পারি, নাকি আমরা কেবল আরও "ভালোভাবে মরার" প্রস্তুতি নিই?

এই অ্যান্টি-এজিং'র জগতে আরও এক বহুল চর্চিত নাম ব্রায়ান জনসন। ভোর সাড়ে ৫টা। ঘুম ভাঙে না ঘড়ির শব্দে। ভাঙে শরীরের ছন্দে। ব্রায়ান কোনও সাধু নন, বা কোনও ফিটনেস গুরুও নন। তিনি একজন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, যিনি এখন নিজেকে গড়ে তুলছেন এক জীবন্ত গবেষণাগারে। তিনি মানুষের বার্ধক্যকে থামিয়ে দিতে চান অথবা অন্তত তার গতি শ্লথ করতে চান। বছর দশেক আগে ব্রায়ানের জীবন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। হতাশা, ওজন বেড়ে যাওয়া, অনিদ্রা, তিন সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব- সব মিলিয়ে এক বিষণ্ণ বাস্তবতা। স্টার্টআপ বানাতে গিয়ে নিজের শরীরকে হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। সেখান থেকেই শুরু 'ব্লু-প্রিন্ট'- এক নিখুঁত, পরিমিত, তথ্যভিত্তিক জীবন পরিচালনার বিজ্ঞান।

অ্যান্টি-এজিং'এর জগতে আরও এক বহুলচর্চিত নাম ব্রায়ান জনসন। ব্রায়ান কোনও সাধু নন, বা কোনও ফিটনেস গুরুও নন। তিনি একজন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, যিনি এখন নিজেকে গড়ে তুলছেন এক জীবন্ত গবেষণাগারে।

তার বাড়ি এখন যেন আধুনিক সভ্যতার মধ্যকার এক স্বাস্থ্য-আশ্রম। দিনে নির্ধারিত পরিমাণে ব্রকোলি, ফুলকপি, মাশরুম, রসুন, আদা, অলিভ অয়েল, বাদাম, আখরোট, বীজ, বেরি ও বাদাম দুধ, মিষ্টি আলু, ছোলা, টমেটো, অ্যাভোকাডো, লেবু, প্রক্রিয়াজাত চিনি, কাঁচা মাংসের মতো খাবার, ৩০-৩৫ ধরনের পরিপূরক, ২৫টিরও বেশি ব্যায়াম, প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের মাপকাঠি। ঘুম? সে-ও নির্ধারিত : অন্ধকার ঘরে, শব্দরোধী পরিবেশে, একই সময়ে শোয়া ও ওঠা। স্লিপ ট্র্যাকিং ডিভাইসের মাধ্যমে ৮ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ঘুম নিশ্চিত করেন। বেশি ক্যালোরির খাবার ও স্ক্রিন টাইম এড়িয়ে চলেন। নিয়মিত ফেসওয়াশ, সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন। তাঁর জীবন এখন ইচ্ছার দাস নয়, তথ্যের দাস। জনসন দাবি করেন, তাঁর শরীরে এখন ১৮ বছর বয়সি তরুণের ফুসফুস, ২৮ বছরের মানুষের ত্বক, আর ৩৭ বছরের একজনের হৃদয়। তিনি নিজেকে বলেন, 'মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি মাপা মানুষ'। প্রতিটি কোষ, প্রতিটি অঙ্গ- তাঁর কাছে একটি গবেষণার বিষয়। এজন্য বছরে তাঁর খরচ ২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। তবে প্রশ্ন এখানেই, এই সব কি সত্যিই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে? জনসন জানেন, মৃত্যু আসবেই। তাই তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত, আমি একদিন সবচেয়ে বিদ্রুপাত্মকভাবে মারা যাব। আমি চাই, তোমরা সবাই সেটি উপভোগ করো।' তাঁর এই রসিকতাটি যেন সেই সত্যের সামনে এক নিঃশব্দ দাঁত কপচানো হাসি- অমরত্বের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি আর নিরলস চেষ্টা- সব শেষপর্যন্ত শেষেই গড়ায়।

কারণ বাস্তবতা হল, শরীর ক্ষয় হয়, কোষ মরে, আর মন একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য সচেতনতা, বিজ্ঞান, ডায়েট, ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনশৈলী আমাদের জীবন কিছুটা দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর করতে পারে- কিন্তু অনন্তকাল নয়। প্রকৃতি এখনও নিজের নিয়মে চলে- শেষে সবাইকেই যেতে হয়। ফলে, অমরত্বের পেছনে ছুটে আমরা হয়তো মিস করে ফেলি 'এই মুহূর্তের জীবন'।

এরপর ষোলোর পাতায়

ন হন্যতে

শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ

সমুদ্রে কিংবা নদীতে অথবা পাহাড়ে মাখামাখি সূর্যোদয় দেখলে, মনে হয় না, জীবন এত ছোট কেন? তারাশঙ্করের উপন্যাসের প্রসিদ্ধ উক্তির মতো? একটুকরো মেঘ, একটি ফুল, গুল্ম থেকে গান--কত কিছুই পারে আমাদের চিরন্তন বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে জাগিয়ে তুলতে। সেই চিরন্তন বেঁচে থাকার ইচ্ছেই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা। তারও বোধহয় শ্রেণিভেদ আছে। দরিদ্র তাঁর অসহনীয় জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে খুব কম চাইবে। কিন্তু যার সম্পদ প্রচুর? সে তো আরও ভোগের ইচ্ছেতেই লিপ্ত থাকবে। সেজন্যই হয়তো অমরত্বের সন্ধান করেছে সব প্রাচীন সভ্যতা নানা মিথে।

প্রথম মিথ, প্রাচীন মানবের নানা অনুসন্ধিৎসার উত্তর খোঁজার পদ্ধতি ও পরিক্রমা। সৃষ্টিরহস্য থেকে জন্ম-মৃত্যু, সবই তার আওতাধীন হয়েছে তাই। তার একটি ভাগ যদি কল্পনার ব্যবহার হয়, অন্য ভাগটি অবশ্যই কল্পনা নির্ভর কৃত্যের। সেগুলি যাগযজ্ঞ, পূজার্চনার জন্ম দিয়েছে।

একদম প্রাথমিক স্তরের মিথে মানুষ কোনওভাবেই অমর নয়। কিন্তু দেবদেবীরা? দেবদেবীদের বা কোনও এক দেবতা বা দেবীকে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টির মূলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা বা তিনি অমর কি না, এ প্রশ্ন উঠছে পরের দিকের মিথগুলিতে। আমাদের এখানকার মিথ বা পুরাণে যেমন

দরিদ্র তাঁর অসহনীয় জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে খুব কম চাইবে। কিন্তু যার সম্পদ প্রচুর? সে তো আরও ভোগের ইচ্ছেতেই লিপ্ত থাকবে। সেজন্যই হয়তো অমরত্বের সন্ধান করেছে সব প্রাচীন সভ্যতা নানা মিথে। আমাদের এখানকার মিথ বা পুরাণে যেমন আমরা জানছি দেবদেবীরা চিরজীবী নন, তাঁদেরও মৃত্যু হয় প্রলয়কালে।

আমরা জানছি দেবদেবীরা চিরজীবী নন, তাঁদেরও মৃত্যু হয় প্রলয়কালে। আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ক্ষেত্রে অবিনাশী ভাবনাটিই মুখ্য।

এক প্রলয় থেকে আরেক প্রলয়কালের মধ্যেকার যে দীর্ঘসময়, তাতেও দেবদেবীদের বাঁচতে হয় দুটি পদ্ধতিতে। প্রথম ধাপে ছিল মৃত-সঞ্জীবনী সুধা, যা দানবগুরু শুক্রের থেকে জেনে আসবেন কচ, দেবযানীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে। দেবাসুরের যুদ্ধে মৃত্যু হলে দেবতারা সেই সুধায় বাঁচবেন আবার। লক্ষণীয়, যুদ্ধ ছাড়া ভিন্ন কারণের কথা কিন্তু নেই এখানে। দ্বিতীয় ধাপে, সমুদ্রমন্থন করে অমৃত উত্থাপনের কাহিনী, যাতে অমৃত একবার পান করলেই অমরত্ব হাতে। কিন্তু তা এক প্রলয় থেকে অন্য প্রলয়ের সময়কাল অবধি।

যে মানুষ দেবদেবীদের অমরত্ব সৃষ্টি করেছে, সে নিজের অমরত্বের কথা ভাববে না তা তো হয় না। অতএব মানুষ, না-মানুষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে থেকেও অমরত্বপ্রাপ্ত চরিত্র এসেছে আমাদের পুরাণে। রামায়ণে অমর রাক্ষস বিভীষণ এবং না-মানুষ হনুমান। রামকে কিন্তু অমর করা হয়নি। তিনি মরমানুষই, বিষ্ণুর অবতারত্বের মহিমাবৃদ্ধি যাঁর কাজ। ওদিকে রামভক্তির পরাকাষ্ঠা হনুমান এবং রামমৈত্রীর পরাকাষ্ঠা বিভীষণকে অমর করে পুরাণকারেরা জানিয়ে দিয়েছেন রাম-ভক্তি ও রাম-মৈত্রীর মাহাত্ম্য।

মহাভারতে চিরঞ্জীবী হওয়ার অধিকার পেয়েছেন বেদব্যাস, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য। ভার্গব ঋষি মার্কণ্ডেয়র কথা মহাভারতে থাকলেও বলা চলে ভার্গব ব্রাহ্মণদের সমগ্র মহাভারতজুড়ে প্রক্ষেপ ঘটানোর ফল সেটি। যেমন, পুনের ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউটের ভি এস সুকথংকর বলেছিলেন। কিন্তু দেখার বিষয় এই তিনজন প্রথমত মানুষ। দ্বিতীয়ত, তাঁদের অমরত্বের কারণগুলির বিভিন্নতাও আকর্ষণীয়।

বেদব্যাস, অনেক ব্যাসদের মধ্যে একজন হলেও, বেদ বিভাজন ছাড়াও মহাভারত এবং অন্যান্য নানা শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রসিদ্ধ। অন্যান্য ব্যাসেরা কেউ মহাভারতের মতো মহাকাব্য প্রণয়ন করেননি, যা যুগে যুগে মানুষ পাঠ করবে। অতএব, তিনি তাঁর সৃজনকর্মের ফলেই অমরত্বের দাবিদার। অশ্বত্থামাও কর্মফলে অমরত্বের দাবিদার, কিন্তু সে কর্ম দুষ্কর্ম।

কথিত যে অশ্বত্থামা, বেদব্যাসের পরের ব্যাস হতে পারতেন, ব্যাস পরম্পরায়। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ হয়েও শুধু অস্ত্রধারী নয়, নিরস্ত্র এবং ঘুমন্তদেরও হত্যা করেছেন পাণ্ডবশিবিরে, পিতার মৃত্যু এবং দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের প্রতিশোধ নিতে। একে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম বলে সম্ভবত পুরাণকারদের মনে হয়নি। যেমন উত্তরার গর্ভের সন্তানকে হত্যা, যেহেতু তিনি তাঁর অস্ত্রের প্রত্যাহার জানতেন না। এমন কর্মের জন্য তিনি অমরত্ব পেলেন, কিন্তু আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ রূপে।

ওদিকে আরেকজন, কৃপাচার্য। তিনি অমরত্ব পেয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে তাঁর গুণের জন্য। তিনি কোনও ছাত্রের প্রতি পক্ষপাত করতেন না। দ্রোণাচার্যও অস্ত্রশিক্ষক, বীর যোদ্ধা ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট পক্ষপাত ছিল অর্জুনের প্রতি। শিক্ষকের পক্ষপাতী হওয়া অনুপযুক্ত কাজ বলে কৃপকেই শিক্ষকের আদর্শ হিসেবে চিরঞ্জীবী করা হয়েছে বলে মনে হয়।

আবার রামায়ণ-মহাভারত ব্যতীতও পুরাণের আরেকজন চিরঞ্জীবী বলি রাজা। সেই রাজা, যাঁর থেকে বিষ্ণু বামন অবতাররূপে ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন ত্রিপাদে। বলি অসুর, কিন্তু প্রজাদের প্রিয় রাজা। তাঁর মহানুভবতা, প্রজাপক্ষীয় হয়ে শাসন, তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে ব্রাহ্মণ্য আখ্যানে। সঙ্গে এ ভাবনাও হয়তো থেকেছে, দেবতার ভাবনা থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরাদির ভাবনাও চিরজীবীই হবে। তবে সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন, এই অষ্ট চিরঞ্জীবী কলিযুগ অবধিই অমর। অতঃপর এঁদেরও মৃত্যু হবে। অর্থাৎ পুরাণকাররা যুগ পরিবর্তন এবং যুগাদর্শ পরিবর্তনে এঁদের স্থান অপহৃত হবে একথাও ভেবেছেন।

এরপর ষোলোর পাতায়

সৃষ্টি মনে ধরলে তবেই আমরা অমর

মাল্যবান মিত্র

অমরত্বের প্রত্যাশা এখন শুধুই বিজ্ঞানের কল্পনা নয়, শিল্পের, কবিতার, সংগীতেরও এক অলৌকিক আকাঙ্ক্ষা। এ যেন জাতিস্মরের সেই আত্মার দীর্ঘশ্বাস, যে পূর্বজন্মের রাগ ভাসিয়ে দেয় বর্তমানের গলায়। মানুষ জানে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবুও সে চিরজীবনের খোঁজে একটানা ছুটে চলে-না কেবল রক্ত-মাংসের অস্তিত্ব নিয়ে নয় বরং তার চিন্তা, অনুভব ও সৃষ্টিকে ধরে রাখার লালসায়। এই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা কখনও মিথের আকাশে, কখনও বিজ্ঞানের গবেষণাগারে আবার কখনও কবিতার ছায়ায় নিজের ছাপ রেখে গেছে।

গিলগামেশ মহাকাব্যের নায়ক যেমন মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে সমুদ্র পাড়ি দেন, আজকের মানুষ তেমনি মস্তিষ্ককে ক্লাউডে আপলোড করে একপ্রকার 'ডিজিটাল অমরত্ব' খুঁজছে। বিখ্যাত লেখক তথা দার্শনিক ও সমালোচক রে

যখন আমরা একটি কবিতা লিখি, একটি গল্প বলি বা একটি নাটকে নিজেকে মেলে ধরি- তখনই কি আমরা অমর হই না? ইলিয়াড ও হ্যামলেট আজও জীবন্ত। হ্যারল্ড ব্লুম বলেছিলেন, 'অনন্য সাহিত্যের মৃত্যু হয় না। তার পুনর্জন্ম হতে থাকে।'

কার্জওয়েইল তাদের জন্য আশাবাদী। তাঁর লেখনীতে, '২০৪৫ সাল নাগাদ আমরা হয়তো ডিজিটাল অমরত্ব খুঁজে পাবে।' তবু প্রশ্ন রয়েই যায়-এ কি সত্যিকারের অমরতা, নাকি শুধুই অস্তিত্বের প্রতিলিপি?

যখন আমরা একটি কবিতা লিখি, একটি গল্প বলি বা একটি নাটকে নিজেকে মেলে ধরি-তখনই কি আমরা অমর হই না? ইলিয়াড ও হ্যামলেট আজও জীবন্ত। হ্যারল্ড ব্লুম বলেছিলেন, 'অনন্য সাহিত্যের মৃত্যু হয় না। তার পুনর্জন্ম হতে থাকে।' শব্দই সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুনীল, শক্তি-তাঁরা সবাই ভাষার মধ্যে দিয়ে নিজেদের মৃত্যুকে অতিক্রম করেছেন। অন্যদিকে, অজন্তার গুহাচিত্র, দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা, বা পিকাসোর বিভ্রান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই-মৃত্যুর পেরিয়ে যাওয়ার ব্যাকুলতা। শিল্পীর রঙের টানে, সুরের ফোঁটায়, নিজের মৃত্যুকে অতিক্রম করে সে পৌঁছে যায় ভবিষ্যতের দর্শক-শ্রোতার হৃদয়ে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'মৃত্যু আমারে করে যে স্তব, অমৃত সেই স্তবগান।' অন্যদিকে জীবনানন্দের কথায়, 'আমি জানি এই জীবনের কোনও মানে নাই / তবুও আমি মরিতে চাই না।' তেমনই বুদ্ধদেব বসু লিখছেন, 'মৃত্যুর পরে শোক নয়, আলো।' এইসব কণ্ঠ একসঙ্গে এক আত্মিক অভিজ্ঞান তৈরি করে-যেখানে মৃত্যু একমাত্র পরিণতি নয়, বরং সৃষ্টি হয়ে ওঠে তার উত্তর।

তবে সিনেমার কথা আলাদা। সিনেমা হল মুহূর্তকে চিরস্থায়ী করে রাখার মাধ্যম। আর তাই শার্লক হোমস-এর ধোঁয়ায় ঢাকা চেহারা, উত্তম-সুচিত্রার চোখের ভাষা, সৌমিত্রর স্তব্ধতা—-সবই ফ্রেমবন্দি হয়ে আমাদের স্মৃতিতে থেকে গিয়েছে অমরত্বের বাজারজাত স্বপ্ন হিসাবে, হলিউড থেকে টলিউড- 'স্টার সিস্টেম' গড়ে তোলে এক কৃত্রিম চিরন্তনতা। উত্তমকুমার আজও 'মহানায়ক', দেব আনন্দ চিরতরুণ এবং মেরিলিন মনরো যৌবনের প্রতীক। ভারতে তৈরি কৃশ-থ্রি চলচ্চিত্রে হৃত্বিক রোশনের দ্বৈত চরিত্র-বাবা ও পুত্র কেবল বংশগতির নয়, বরং আত্মপরিচয়ের এক অবিনশ্বর ধারাবাহিকতা। এই সিনেমা সুপারহিরোর মাধ্যমে দেখায়, কীভাবে মৃত্যু বা দুর্বলতাকে অতিক্রম করে এক অমর সত্তা হয়ে ওঠা যায়। সিজিআই, ভিএফএক্স এবং পোস্ট-প্রোডাকশন প্রযুক্তি এমন একটি দেহ নির্মাণ করে, যা মৃত্যুরও ঊর্ধ্বে। আবার ক্যারি ফিশার বা শ্রীদেবীর মতো অভিনেত্রীদের ডিজিটাল অবতার তৈরির উদ্যোগের ধারণাটিকে সামনে আনে-যেখানে শরীর মরে যায়, কিন্তু ইমেজ বা ছবি বেঁচে থাকে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা অভিনীত 'আশিতে আসিও না' -এই বাংলা ছবিটি প্রবীণ বয়সের ভয়াবহ একাকিত্ব ও মরতে বসা স্মৃতির ভেতর দিয়ে মৃত্যুর ধারণাকে অস্বীকার করে।

এরপর ষোলোর পাতায়

ধানের উৎসবে আষাঢ় নামে টুংলাবংয়ে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আয় মন বেড়াতে যাবি

কিছুদিন আগের কথা, পডকাস্টে সমরেশ মজুমদারের 'অর্জুন সমগ্র' শুনতে শুনতে শরীরে একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্রোত বয়ে গেল। ওই গল্পে ছিল জঙ্গল, পাহাড় আর পাহাড়ি নদীর কথা। উত্তরবঙ্গের ছেলে, কাজেই আর দেরি না করে পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম স্কুটার নিয়ে। আমার এবারের গন্তব্য, গরুবাথানের টুংলাবং। থাকার ঠিকানা, নিম বস্তির মুন বিম ফার্ম স্টে।

জলপাইগুড়ি থেকে টুংলাবংয়ের দূরত্ব প্রায় ৭৬ কিলোমিটার। নিজস্ব গাড়ি ছাড়াও জলপাইগুড়ি থেকে বাসে করে মালবাজার পৌঁছে, সেখান থেকে গরুবাথানের জন্য অনেক ছোট গাড়িতে ভাড়ায় যাওয়া যায়। ভাড়া জনপ্রতি ৫০ টাকা। গরুবাথানের বিখ্যাত 'সোমবারে বাজার' থেকে ফার্ম স্টে পর্যন্ত গাড়ি রিজার্ভ করলে আনুমানিক ৩০০-৫০০ টাকা খরচ হয়। শেয়ার গাড়িও পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে। শিলিগুড়ি, বাগডোগরা,

জলপাইগুড়ি থেকে টুংলাবংয়ের দূরত্ব প্রায় ৭৬ কিলোমিটার। নিজস্ব গাড়ি ছাড়াও জলপাইগুড়ি থেকে বাসে করে মালবাজার পৌঁছে, সেখান থেকে গরুবাথানের জন্য অনেক ছোট গাড়িতে ভাড়ায় যাওয়া যায়। ভাড়া জনপ্রতি ৫০ টাকা।

মালবাজার জংশন থেকেও সড়কপথে টুংলাবং পৌঁছানো যায়।

আকাশের মুখ ভার। তার মধ্যেই তিস্তা ব্রিজ, দোমোহানি, ক্রান্তি মোড় হয়ে পৌঁছে গেলাম লাটাগুড়ি। লাটাগুড়িতে সদ্য বৃষ্টি হওয়ায় বেশ একটা কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ। চলতে চলতে রাস্তার দু'পাশে নজর, যদি কোনও বুনোর দেখা পেয়ে যাই! মহাকাল মন্দিরের বেশ কিছুটা আগে রাস্তাজুড়ে ছড়ানো ঘাস, পাতা চোখে পড়ল। আন্দাজ করতে পারলাম, কিছুক্ষণ আগেই হাতির দল রাস্তা পার করেছে। চালসা পৌঁছোতেই শুরু হল বৃষ্টি। রেইনকোট চাপিয়ে স্কুটার চালানো শুরু করলাম। মীনগ্লাস চা বাগানকে পাশ কাটিয়ে অবশেষে পৌঁছোলাম গরুবাথান। সময় লাগল পাক্কা আড়াই ঘণ্টা। সেখানের একটি হোটেলে ভরপেট রুটি খেয়ে আবার যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করলাম।

লাভাগামী রাস্তাকে ডানদিকে রেখে, চেল নদীর বুক চিরে যখন আপার ফাগু পৌঁছোলাম, তখন চক্ষু চড়কগাছ! চারদিকে নৈসর্গিক দৃশ্য, কিন্তু রাস্তা প্রায় বন্ধ। নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। কাজেই বেশ কালঘাম ছুটল। আপার ফাগু থেকে প্রায় চার কিমি রাস্তা বেশ খারাপ। তবে কেউ চার চাকায় গেলে খুব একটা অসুবিধে হবে না। কিছুদূর এগোতেই ডান হাতে চোখে পড়ল অম্বিয়ক চা বাগান। আর নীচ দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে চেল নদী। এক পাশে ডালিম ফোর্ট, ডালিম টার। কিছুটা

আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম আমার গন্তব্যে।

মুন বিম ফার্ম স্টে-তে পৌঁছেই শুনলাম, আগামীকাল একটি বিশেষ উৎসব রয়েছে। নাম, 'আষাঢ় পন্দ্রা'। অর্থাৎ, নেপালিদের ধান বোনার উৎসব। আষাঢ়ের পনেরো তারিখ থেকে এই উৎসবের শুরু। এই ফার্ম স্টেটি মূলত শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি বাড়ি। যে কোনও নতুন জায়গায় গেলে স্থানীয় খাবারই আমার পছন্দ। কাজেই লাঞ্চে খেলাম স্কোয়াশের তরকারি, টোটোলা ভাজা (স্থানীয় একটি গাছের ফুল) ও সিস্কুর ডাল। খাওয়া শেষ করে আর ভাতঘুম নয়, ছুটলাম 'আষাঢ় পন্দ্রা'-র প্রস্তুতি দেখতে। সান্ধ্যকালীন আড্ডা জমে উঠল চা, ভুট্টা পোড়া ও থোংবা (স্থানীয় পানীয়) সহযোগে। ডিনারে ছিল লোকাল চিকেন সুপ আর ভাত, সঙ্গে ডলে টমেটোর চাটনি। খেতে দুর্দান্ত। বছরের সব সময়ই টুংলাবং যাওয়া যায়। কিন্তু আদর্শ সময় অক্টোবর থেকে জুন। তখন ঝান্ডি, লাভা, লোলেগাঁও, গীত খোলা, ডালিম ফোর্ট ঘুরে আসা যায় সহজেই। বর্ষার আগে ও পরে গেলে আবার নদীতে মাছ ধরাও যায়। টুংলাবং ঘুরতে কম করে দু'দিনের পরিকল্পনা করাই ভালো।

পরের দিন সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল। চারিদিকে পাখিদের কোলাহল। 'আষাঢ় পন্দ্রা' দেখব বলে সেদিনটা থেকেই গেলাম। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। গ্রামের আট থেকে আশি সকলের মধ্যেই একটা উৎসবের মেজাজ। ধান বোনার সঙ্গেই চলে কাদা খেলা, নাচ-গান, পুজাপাঠ, খাওয়াদাওয়া। সারাটা দিন হেসেখেলে নিমেষে কেটে গেল। এবার আমার ফেরার পালা। এদিকে সকাল থেকে শুরু হল আকাশভাঙা বৃষ্টি। চেল নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। সশব্দে সে বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। বৃষ্টি থামতেই গ্রামের সবাইকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে। *(ছবিগুলি প্রতিবেদকের তোলা)*

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

স্মৃতিটুকু থাক

যেতে নাহি দিব...হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়। ছোটবেলা থেকে হাতে ধরে ছেলেকে গিটার শিখিয়েছিলেন কিথ উড। বাবার প্রশিক্ষণেই আজ মার্ক একজন সফল গিটারিস্ট। কিন্তু আচমকা বাবা যে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি। মৃত্যুর পর বাবার স্মৃতিকে ধরে রাখতে অভিনব উপায় বের করলেন মার্ক। বাবার দেহাংশের ছাই দিয়ে তিনি তৈরি করলেন গিটারের ফ্রেটবোর্ড। গবেষণা বলছে, প্রিয়জনের অস্থিনির্যাস কাজে লাগিয়ে এখন অনেকেই নানা জিনিস তৈরি করছেন। যেমন, ট্যাটু বা পাথর।

সোনু-চার্লি কথা

পোষ্য চার্লিকে সাইকেলে বসিয়ে ভারতভ্রমণে বেরিয়েছেন বিহারের সোনু রাজ। ইতিমধ্যেই এই জুটি ১৪ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে ফেলেছে। তবে চার্লিকে কেবল সোনুর পোষ্য বললে ভুল হবে। তারা পরস্পরের বন্ধুও বটে। অবিচ্ছেদ্য তাদের সম্পর্ক। চার্লির বয়স যখন মাত্র দু'মাস, তখন তাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করেন সোনু। ভারতভ্রমণে বেরিয়ে মহারাষ্ট্রে এক ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় সোনু অচৈতন্য হয়ে পড়লে, চার্লিই চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে প্রিয় বন্ধুর প্রাণ বাঁচায়।

তিমি দর্শন

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে রেকর্ড সংখ্যক তিমি দেখা যাচ্ছে। তিমিশুমারিতে অংশ নেওয়া ৬০০ জন বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ পাঁচ হাজার হ্যাম্পব্যাক তিমি দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করলেন। ১৯৬০ ও ১৯৮০ সালেও এরকম প্রচুর তিমি দেখা গিয়েছিল। তবে সেবারের সংখ্যাটা এবারের তুলনায় অর্ধেকেরও অর্ধেক। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে চলতি বছর প্রায় ৪০ হাজার তিমি সপরিবারে অ্যান্টার্কটিকার দিকে যাত্রা করবে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।

জুতো আবিষ্কার

ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড সীমান্তে একটি রোমান দুর্গ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর প্রাচীন চামড়ার জুতো উদ্ধার হয়েছে। মোট ৩২টি জুতো পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ ১৬ জোড়া। এদিকে জুতোর সাইজ দেখে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়! এক-একটি জুতোর দৈর্ঘ্য ১২.৮ ইঞ্চি। আগেকার সময় মানুষের উচ্চতা যে অনেকটাই বেশি ছিল, তা যেন আরও একবার প্রমাণ হল। জুতোগুলো রোমান সৈন্যদের বলেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান। আশ্চর্যের বিষয়, এত বছর পরেও জুতোগুলো প্রায় অক্ষত রয়েছে।

জল জমাও

প্রযুক্তি হোক বা জীবনধারণ, অভিনবত্বের নিরিখে জাপানিরা চিরকাল অন্য জাতির চেয়ে এগিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানের মন্দির ও বাড়ির বাইরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে একটি বিশেষ ধরনের পাত্র দেখা যেত। তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরি ওই পাত্রগুলোকে বাঁশের দড়ি দিয়ে একটার পর একটা ঝুলিয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হত। কালের বিবর্তনে বাঁশের দড়ি বদলে যায় ধাতুতে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি আজও বহমান। আশার কথা, জলসংকটের শিকার ভারতের বিভিন্ন শহরে ওভাবে বৃষ্টির জল জমানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

ন হন্যতে

পনেরোর পাতার পর

অন্যান্য দেশের পুরাণেও আছে অমরত্ব খোঁজার কথা। আধা-ঐতিহাসিক, আধা-পৌরাণিক গিলগামেশ থেকে গ্রিক সাম্রাজ্যবিজেতা আলেকজান্ডারও নিজেদের সম্ভোগের জন্য অমরত্ব চেয়েছেন, পাননি।

গিলগামেশের পূর্বজ উটনাপিশটিম, প্রলয় বন্যার সময় প্রাণীদের রক্ষা করেছিলেন দেবতাদের আদেশে। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং নৌকার মাঝি তাই অমর। উটনাপিশটিমের সুমেরীয় মিথটি পরবর্তী নোয়া কিংবা মনুর মিথের পূর্বসূরি। আবার গ্রিক পুরাণের দেবদেবীরা, টাইটান বা অলিম্পিয়ান, সকলেই অমর। যদিও তাঁদের ব্যথা-যন্ত্রণা, দুর্বলতা আছে, কিন্তু অমরত্বও আছে। আমাদের দেবদেবীদের মতো তাঁরা প্রলয়ে ধ্বংস হবেন না।

অসাধারণদের কথা হল, কিন্তু সাধারণের অমরত্ব কি তাহলে অসম্ভব? উত্তর দিতেই সম্ভবত গ্রিক এবং আমাদের পুরাণে ভাবনা এসেছে আত্মার। যে অজড় অমর অবিনাশী। তৈরি হয়েছে গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোক, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' বাস্তবে না-হোক আত্মার কল্পনাতে, পুনর্জন্মের কল্পনাতে অমর হলেও তো সান্ত্বনা জোটে।

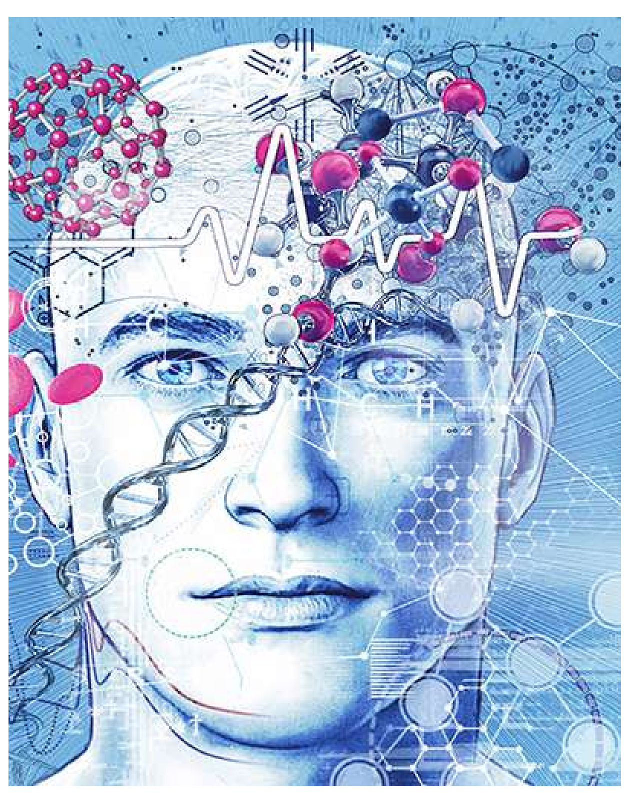

সৃষ্টি মনে ধরলে

পনেরোর পাতার পর

যযাতির উপাখ্যানের রিমেক হয় ছবির প্রবীণ নায়ক একজীবনের স্মৃতি-আক্রান্ত পথ দিয়ে হাঁটেন সেখানে বারবার মনে পড়ে পুরোনো বন্ধু, প্রেম, সিনেমা হল, রেডিও। এ যেন মৃত্যুর ভেতর দিয়েই বেঁচে থাকার এক সংগ্রাম-চোখে জল আসে, অথচ সে জল সিনেমার আলোয় ঝলমল করে ওঠে। চলচ্চিত্র সমালোচক ও লেখক হেনরি বার্গসনের কথায়, 'বর্তমান প্রতিটি মুহূর্তই অতীতের মৃত সময়কে বহন করে।' কিন্তু সে কি অমর করে তোলে? নাকি শুধু মৃত্যুর এক সুন্দর সংরক্ষণ? আমরা সিনেমায় যে মুহূর্ত দেখি তা একদিন বাস্তব ছিল, তারপর ক্যামেরায় ধরা পড়ল, আজ তা স্মৃতিতে পরিণত। সিনেমা চায় অমর হতে, কিন্তু সে আসলে এক স্মৃতিমেদুর শোকগাথা যেখানে আমরা আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরন্তনের ছায়ায় রাখি।

তাহলে অমরত্বের আসল বসবাস কোথায়? সাহিত্য, শিল্প ও সিনেমা- তিনটি ক্ষেত্রেই অমরত্বের সন্ধান এক অভিন্ন অনুভূতি। আমরা জানি, শরীর ক্ষণস্থায়ী।

তবু যখন কেউ একটি কবিতা লেখেন, একটি ছবি আঁকেন, বা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটি সংলাপ বলেন তখনই তিনি অমর হয়ে ওঠেন অন্যের স্মৃতিতে।

অমরত্ব কোনও 'শারীরিক অবস্থা' নয়- এটি এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিফলন। যদি কেউ আমাদের সৃষ্টি মনে রাখে তবেই আমরা অমর হতে পারি।

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তা ঠেকাতে নীলনকশা

পনেরোর পাতার পর

তবুও, এই চেষ্টা আমাদের শিখিয়ে দেয় নতুন এক ভাষা। শরীরকে সম্মান করা, কোষকে বোঝা, বয়সকে বাধা দেওয়া- এসব মানবজাতির চিরন্তন স্বপ্ন। ব্রায়ান জনসনের ব্লু-প্রিন্ট হয়তো আমাদের অমর করবে না, কিন্তু সে প্রশ্ন তো জাগায়- আমরা ঠিক কীভাবে বাঁচতে চাই? ইচ্ছেমতো? না বিজ্ঞানমতো? সম্ভবত উত্তর লুকিয়ে আছে প্রতিটি শ্বাসে, প্রতিটি ঘুমে, আর সেই আলোতে যা ভোরে তাঁর ঘরে জ্বলে ওঠে... সময়কে থামিয়ে রাখার স্বপ্নে।

আর হয়তো সেই স্বপ্নই প্রতিনিয়ত দেখে চলেছেন ব্রায়ান জনসন কিংবা শেফালি জরিওয়ালার মতো হাজার হাজার বিশ্ববাসী। কারণ তরুণ প্রজন্মের অনেকের মধ্যেই এই বয়স বাড়ার বিষয়টি নিয়ে ভয় পাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই বার্ধক্যভীতিরই আর এক নাম জেরাসকোফোবিয়া- এক নিঃশব্দ আতঙ্ক অথচ এই ভয়ের মুখোমুখি হওয়া মানেই কি চিরযৌবনের খোঁজে ছুটে চলা? মহানায়িকা সুচিত্রা সেন সেই প্রশ্নের এক নিঃশব্দ উত্তর। গ্ল্যামারের আকাশে দেবীর মতো আবির্ভূত হয়ে তিনি একদিন হঠাৎ আড়ালে সরে গেলেন- নির্জনে, আলোছায়ার বাইরে, সময়ের সীমানায়। তাঁর অদ্ভুত গোপনীয়তা ছিল যেন নিজের বার্ধক্যকেও নিজস্ব মর্যাদায় আবৃত রাখার এক প্রচেষ্টা। হয়তো জেরাসকোফোবিয়া নয়, বরং অমরত্বের এক নির্লিপ্ত সংস্করণ ছিল সেটা। অন্যদিকে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়- সময়ের সঙ্গে সখ্য করে নেওয়া এক সাহসী নাম। আজও তিনি তার কুঞ্চিত ত্বক কিংবা পাকা চুল নিয়ে দিব্যি অভিনয় করেন, কথা বলেন, দর্শকদের হাসান। তাঁর চোখে বার্ধক্য নেই, বরং আছে জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট এক শৈল্পিক দীপ্তি।

পরিশেষে বলাই যায়, অমরত্ব কেবল বিজ্ঞানের বিষয় নয়, তা নৈতিকতাও, ভারসাম্যও, আত্মসচেতনতাও। কেউ অতিরিক্ত ছুঁতে গেলে চিরতরেই ছুঁয়ে ফেলে সেই 'শেষ সীমা', যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। বিজ্ঞানের বিকাশ যতই হোক, 'অমরত্ব' এখনও কেবল এক ধারণা। জীবনকে ভালোবাসতে হবে, তবে বুঝে নিতে হবে- শেষ হতেই হবে একদিন। অমরত্ব নয়, স্মরণযোগ্যতাই হোক আমাদের সাধনা।

বিয়ের ট্রাঙ্ক

পাপিয়া মিত্র

ছোটগল্প

জামরুল গাছের পাতাগুলো ঝকঝক করছে। প্রায় ষাট বছরের গাছ। কাণ্ড বেয়ে শেষ শ্রাবণের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। উঠোন বেয়ে সেই জল হুড়মুড় করে যাচ্ছে নর্দমার দিকে। সাবধানে পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে শ্বশুরের ঘরের মধ্যে দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল মানবী। শ্রাবণধারা এই ঘরটিকেও বাদ দেয়নি। এখন বৃষ্টির বেগ একটু হলেও কমেছে। টালির ছাদ চুইয়ে টপটপ পড়েই চলেছে। সেই অর্থে ব্যবহার করা হয় না বলে ভাঁড়ার ঘরটার মেরামতির কথাও মাথায় থাকে না। বর্ষাকাল এলেই মনে পড়ে ভাঁড়ার ঘরটা ঢালাইয়ের কথা। বাপঠাকুরদার বাড়ি হলেও এই বাড়ির কর্তার কোনও মাথাব্যথা নেই বাড়ি নিয়ে।

কয়েকদিন ধরে টানা রিমঝিম শ্রাবণের ধারা পড়েই চলেছে। গতকাল একটু আকাশের সাদা মুখ দেখা গিয়েছিল বলে মানবী মনে মনে ঠিক করেছিল ভাঁড়ার ঘরটাকে ভাদ্র মাস পড়ার আগেই পরিষ্কার করবে। আজ শনিবার অফিসের তাড়া নেই। জয়ব্রত বাড়ি নেই, অফিস ফেরত শীতলপুর গেছে দাদার বাড়ি। কথা আছে ফিরবে রবিবার বিকেলে। নয়তো সোমবার অফিস করে। ইদানীং জয়ব্রতর বৌদির শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। নিঃসন্তান বড়দা একটুতেই উতলা হয়ে পড়েন। দু'দিনের জন্য বাড়িতে যদি একজনও আসে তাতে যেন বড়দার মনে জোর বাড়ে শতগুণ।

ভাঁড়ার ঘর সেই অর্থে এখন আর চাল-ডাল, মশলাপাতি, সংসারের মুদিখানার আঁতুড় নয়। এখন সেই ঘরে আলনা, ছোট একটা সাবেকি আলমারি, শাশুড়ি মায়ের বাসনের ট্রাঙ্ক, আনাজের ঝুড়ি, বড় মুড়ির টিন, গুড়ের কৌটো, নুনের জার, চার-পাঁচ রকমের আচারের বয়েম, হ্যারিকেন, বাড়তি জুতো, ভাঙা ছাতা, ছোট একটা চেয়ার- এককথায় বলতে গেলে সংসারের হাবিজাবি সবকিছুর ঘর। আধুনিক সুসজ্জিত একটি কিচেন মানবীর ঘরের কোলে নতুন করে করা হয়েছে। সোমবার থেকে শুক্রবার টানা অফিস থাকায় বাড়ির পুরোনো দিকটায় আসা হয় না। তারপরে যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতে মাথা ভিজিয়ে বারবার উঠোন পার হয়ে যাওয়া-আসা করা যায় না। আর ছাতা মাথায় কাজ করা যায় না। এই নিয়ে মাঝেমধ্যে জয়ব্রতর সঙ্গে তর্কাতর্কি বেধে যায়। ভাঁড়ার ঘরের যেখানে যেখানে জল পড়ছে সেখানে আলনা থেকে পুরোনো কাপড় নিয়ে ফেলল মানবী। কাপড়ের ওপরে জল পড়ছে। সেই জল আর ছেটাচ্ছে না। খানিক ভেবে কোমরে আঁচলটা ঘুরিয়ে টাইট করে গুঁজে নিল। বাসনের ট্রাঙ্কটা যেই সরাল অমনি থপথপ করে দুটো ব্যাং বেরিয়ে এল। দুটো আরশোলাও শ্বশুরের ঘরের দিকে সরসর করে চলে গেল। বর্ষায় রসভঙ্গ হল বোধহয়। না জানি আরও কত পোকামাকড়ের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে দিদিশাশুড়ির সাবেককালের ভাঁড়ার ঘরখানি।

বাসনের ট্রাঙ্কটা টেনে সামনের দিকে আনতেই চোখে পড়ে গেল মানবীর বিয়ের ট্রাঙ্কটাকে। শ্বশুরবাড়িতে বিশেষ করে জয়ব্রতর একেবারেই পছন্দ হয়নি বিয়ের ট্রাঙ্কটি। অনেক কথাও শুনতে হয়েছিল ওই ট্রাঙ্ক নিয়ে। শুধু মানবীকেই নয়। দ্বিরাগমনে গিয়ে জয়ব্রত কথায় কথায় বিয়ের ট্রাঙ্কের কথা তুলেছিল। দুপুরে খাওয়ার পরে একঘর লোকের মাঝে শাশুড়িমাকে 'দু'পয়সার ট্রাঙ্কটা না দিলেই কি চলছিল না?' বলে এমন ঠেস মেরে কথা বলেছিল যে মানবীর মা রান্নাঘরে গিয়ে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। সেই দিন দুপুরে আর ভাত খেতে পারেননি। অপমানিত বোধ করলেন। তবুও নিজেকে কোনওভাবে সামলে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সহ্য করলেন জামাইয়ের সেই অপমানকে। অনেক বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা আমাদের মেয়ের বিয়েতে এই ট্রাঙ্ক দিতে হয়। আমার মা-ও দিয়েছিলেন। আমার শাশুড়ির মা-ও দিয়েছিলেন।' কিন্তু কে কার কথা শোনে! ওই ট্রাঙ্ক নাকি জয়ব্রতর মান ডুবিয়েছে। কেউ কেউ নাকি এ-ও বলেছিল, এসবের চল এখন উঠে গেছে। আত্মীয়রা গা টেপাটিপি করেছিল। জয়ব্রতর এসব ভালো লাগেনি। ফুলশয্যার রাতেই সেই ট্রাঙ্কের কথা তুলেছিল। অবাক হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মানবী। শ্বশুরবাড়িতে আত্মীয়স্বজনের ভিড় ফিকে হয়ে আসতেই পুরো বাড়ি ঘুরেফিরে দেখে নেয় মানবী। নিজের ঘরটুকু ছাড়া আর কোথাও কোনও জায়গা 'নিজের' বলতে আছে কি না। ননদ, ভাশুর, বাইরের ঘর, শ্বশুর-শাশুড়ির ঘর বাদ দিয়ে ভাঁড়ার ঘরটিকে মানবীর বড় পছন্দ হয়েছিল। বড় আপনার মনে হয়েছিল। অসময়ের ঠিকানা মনে হয়েছিল। কত নিস্তব্ধ দুপুর কাটিয়েছে সে, এই ভাঁড়ার ঘরে। জয়ব্রতর কথায় অপমানিত হলে আড়ালে চোখের জল মুছেছে।

দুঃখ, অপমান আর অভিমানের ঝড়ে বিধ্বস্ত মানবী কোনও এক দুপুরে ফাঁকা বাড়িতে একেবারে চোখের আড়াল করে ফেলেছিল ট্রাঙ্কটিকে। জয়ব্রতর বিয়ের পরে ননদ, শ্বশুর-শাশুড়িকে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস রেখে বিয়ের ট্রাঙ্কটিকে ভাঁড়ার ঘরে বড় ট্রাঙ্কের পিছনে ঠেলে দিয়েছিল। তখন জানত না বড় ট্রাঙ্কে কী আছে বা কার জিনিস আছে। পরে জেনেছিল সাবেককালে ব্যবহৃত শাশুড়ি দিদিশাশুড়ির কাঁসার বাসন আছে। স্যাঁতসেঁতে ঘরে ধুলো, ঝুল, টিকটিকি-ইঁদুর-আরশোলা-ব্যাঙের দৌরাত্ম্যে প্রায় চেনাই যাচ্ছিল না বিয়ের 'যৌতুক'টিকে। মা ওই ট্রাঙ্কে পাঠিয়েছিলেন মানবীর একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আর শ্বশুরবাড়িতে এসে স্নান করে পরনের জামাকাপড়। জামাইয়ের আলাদা সুটকেস, আর তত্ত্বতালাশ তো ছিলই।

ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বিয়ের ট্রাঙ্কটাকে চোখে পড়া মাত্রই বুকটা কেঁপে ওঠে মানবীর। দু'হাত লম্বা ও দু'হাত চওড়া টিনের এই বস্তুটির গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগল। ভুলেই গেল জমাট বেঁধে আছে প্রায় আঠাশ বছরের ধুলোময়লা। রাগে অপমানে একেবারে চোখের আড়াল করে দিয়ে সময়ের টানে ভেসে গিয়েছে মানবী। চাকরিতে জয়েন করা, মা হওয়া, শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যু। ঝড়ের মতো দিন চলে গেছে। বাড়ির একপ্রান্ত, একাই পড়ে থাকে ঘরখানি। শ্বশুরের ঘর, ভাঁড়ার ঘর, জামরুল গাছ, মুরগির খাঁচা, পায়রার খোপ সব পড়ে থাকে একা। বৃষ্টিতে ভেজে, গরমে শুকোয়, শীতে শিশির মাখে। এদিকটায় খুব কমই আসা

হয় এখন। রান্নার লোক রান্না করে, আসে যায়। রবিবার করে এই ভাঁড়ার ঘর থেকে কোনও জিনিস প্রয়োজন হলে তার কিছুটা বিমলা নিয়ে গিয়ে নতুন কিচেনে রাখে। চার বাড়ি রান্নার কাজে সময় লাগে বিমলার। তাই কোনও বাড়িতে বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করার মতো জো নেই। দু'বেলার রান্নার কাজ সামলে সামনের মন্দিরে যায় রামায়ণ শুনতে। আবার একাদশীতে কখনো-সখনো হরিনাম সংকীর্তন শুনতে যায়। মন ভালো থাকে। শরীরে শক্তি পায়।

এরপর মানবী নিজের ট্রাঙ্কটাকে টানতে গিয়ে দেখল বেশ হালকা। কী কী রেখেছিল আজ আর তা মনে নেই। টেনে ঝেড়েমুছে একটা নড়বড়ে রাখা চেয়ারে বসে ট্রাঙ্কটা খোলার চেষ্টা করল মানবী। জং ধরেছে শিকলে। একটু লড়াই চালাতে হল বৈকি। ভ্যাপসা গরমে মানবী ঘেমে অস্থির। একসময় খুলে যায় শিকল। বিশেষ কিছু নেই তো? একটু ভেবে মনে করতে লাগল। সেই তো শ্বশুরবাড়িতে এসে স্নান করে যে শাড়িটা পরেছিল আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক... চোখে পড়ল। বিয়ের আর বৌভাতের রাতে দুটো রুমাল, এবাড়ি-ওবাড়ি মিলিয়ে খান চারেক চিঠি। খবরের কাগজে পাত্রপক্ষের দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখে শেওড়াফুলি ও শ্যামবাজারের মধ্যে চারটি চিঠির আদানপ্রদান ঘটেছিল। চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিল মানবী। সেইগুলো ট্রাঙ্কের ঢাকনার ভিতরের দিকে যে পকেট থাকে তাতে রেখে দিয়েছিল। আরও এক পকেটে বিয়েতে পাওয়া গিফট খাম আর শ্বশুরবাড়ির, বাবার বাড়ির দুটো বিয়ের কার্ড মুড়ে গোঁজা। নীচে সাইডের পকেটে বিয়ের আগে চাকরির পরীক্ষায় বসার কয়েকটি অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড, গানের ক্লাসের ফিজ দেওয়ার কয়েকটি বিল। বাবার বাড়িতে থাকাকালীন চাকরির পরীক্ষায় বসে সুখবরের শিকে ছেঁড়েনি। শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা সহ্য করেও মুখ বুজে চাকরির পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করে গিয়েছে।

ট্রাঙ্কের ওপরের রংটা অবহেলায়-অযত্নে ধুলোময়লায় নষ্ট হয়ে গেলেও ভেতরের রংটা একই থেকে গিয়েছে। জামাকাপড়গুলো সরাতে চোখে পড়ল ফুলশয্যায় পরা শাড়িটা। মা একটা টুকটুকে লাল টাঙ্গাইল শাড়ি দিয়েছিল ফুলশয্যায় পরার জন্য। আচমকাই শাড়িটা তুলে নিল মানবী, একবারে নাকের সামনে ধরল। সেই রাতের গন্ধ পাওয়ার জন্য। মনে মনে হেসে ফেলল। আবার রাগে চোখে জল ভরে এল। আরও একটু নীচু হতেই হাতে ঠেকল শক্ত মতো কিছু। তাড়াতাড়ি কাপড়, ব্লাউজগুলো একটু সরাতেই চোখে পড়ল 'পথের দাবী' আর 'গোরা' বই দুটি। পাতা খুলে যাওয়া গীতবিতান। নতুন শ্বশুরবাড়িতে ওইগুলো অবান্তর মনে হয়েছিল।

বৌভাতের পরের দিন সব উপহার খুলে দেখেছিল আত্মীয়পরিজন। সবাই যে যার পছন্দের জিনিস তুলে নিয়েছিল। এতে জয়ব্রত খুব খুশি হয়েছিল। পড়ে ছিল তিনটে শাড়ি, একটা টেবিল ল্যাম্প আর গল্পের বই দুটো। 'পথের দাবী' বইটাকে জড়িয়ে ধরল বুকের কাছে মানবী। যেন চাটুজ্জেবাড়ির মেজোবৌ সুবর্ণলতার বুকের ওঠানামার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে মানবীর শ্বাসপ্রশ্বাস। কিশোরীতে লুকিয়ে পড়া 'পথের দাবী' মনে অনেক সাহস আর একলা পথের পথিক হওয়ার সাহস জুগিয়েছিল। আর সতেরো বছর বয়সে যখন নিয়মিত গঙ্গার ধারে একা গিয়ে বসত মানবী, তখন 'গোরা' শেষ করেছিল শেওড়াফুলি গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে। একমনে মাথা নীচু করে পড়ছিল মানবী। কী বই পড়ছিস? সচকিত মানবী উত্তর দিয়েছিল 'গোরা'। খুব পেকে গেছিস। বলে উঠেছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পাড়াতুতো দাদা। ভয়ে শিউরে উঠেছিল মানবী। কিন্তু কেন শিউরে উঠেছিল তা মনে নেই।

ট্রাঙ্ক থেকে সব নামিয়ে ভালো করে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করতে লাগল। হঠাৎ বিয়ে ঠিক হওয়ায় এই পঁয়ষট্টি টাকার বিয়ের ট্রাঙ্ক কিনতে বাবাকে না জানি কতঝক্কি পোহাতে হয়েছে। যাকে বলে গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া। যৌথ পরিবারের আত্মীয়স্বজন প্রথমের দিকে হইহই করে উৎসাহ দিয়েছিল। 'পাত্র ভালো, সরকারি চাকুরে। নিজের বাড়ি, হাতছাড়া কোরো না দাদা'। মানবীর বাবা সব ভাইদের ডেকে বলেছিল, 'বিয়ের দায়িত্ব সকলে ভাগ করে নিলে চিন্তামুক্ত হওয়া যায়। জানিস তো তোরা আমার ইনকামের কথা'। কিন্তু না, সেই 'ডাকা'কে কেউ পাত্তা দেয়নি। মানবীর ছোট বোন সবে উচ্চমাধ্যমিকের চৌকাঠ ডিঙিয়েছে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী। দুটো ক্লাস টেনের টিউশনি করছে তখন। কলেজের গণ্ডি পার করে আর এগোতে পারেনি মানবী। ঈশ্বরদত্ত গানের গলার জন্য পাড়ায় বেশ নাম ছিল। খান চারেক গানের টিউশনি করত বিয়ের আগে। সেই সব টাকা তুলে দিত মায়ের হাতে।

বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। কিছু কেনাকাটা এগোচ্ছে না। প্রথম মাসের টিউশনির টাকা এনে বাবার হাতে দিয়ে মানবীর ছোট বোন বলেছিল, বিয়ের ট্রাঙ্ক দিয়ে শুরু হোক কেনাকাটা। শাড়ি, জামা নানা জিনিস কিনে এখানে রাখলে ভালো থাকবে। যা ইঁদুরের উৎপাত। বাবার সঙ্গে শেওড়াফুলির ঘাটের গেটের পাশের ট্রাঙ্কের দোকান থেকে এক দুপুরে মানবীর বোন আর বাবা গিয়ে কিনে আনলেন ট্রাঙ্ক। অনেক দরদাম করে পঁয়ষট্টি টাকায় কেনা। বিয়ের জিনিস বলতে সেই ট্রাঙ্ক প্রথম ঘরে এল। সন্ধের দিকে একটু ফাঁক পেয়ে মায়ের খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল মানবী। ঢাকনার ভেতরের গায়ে দুটো পকেট। নীচে ডানদিক বামদিকে দুটো করে পকেট। ছাব্বিশটা চ্যাপ্টা স্ক্রু আর চারটে কব্জা দিয়ে তৈরি হয়েছিল ট্রাঙ্কটা। মা দেখে বলেছিল বেশ শক্তপোক্ত হয়েছে। বাইরের দিকের দুটো হ্যান্ডেল, একটু ঢেউ খেলানো। হলুদের ওপর হালকা বাদামি রঙের কলকা আঁকা ট্রাঙ্কের সারা গায়ে। ভেতরের দিকে গাঢ় বাদামি রঙের প্রলেপ। ভেতরের রং ঠিক থাকলেও বাইরেটায় অবহেলা আর অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট।

বাইরে আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে। জামরুল গাছের ডালে দুটো কাক একে অন্যের পিঠ খুঁটে দিচ্ছে। এই ভাঁড়ার ঘরের উত্তর-দক্ষিণ দেওয়ালে দুটো জানলা আছে ঠিকই। কিন্তু মাটি থেকে এক মানুষ সমান উঁচুতে। তাই জানলার সোজাসুজি ডালে বসা কাক দুটোকে দেখে হেসে ফেলল মানবী। আজ নিজের মনে কাজ করে চলেছে। বিয়ের ট্রাঙ্কের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। ফেলে আসা কিশোরীবেলার ছোঁয়া লাগল মনে। মায়ের আদর, বিত্তহীন বাবার অপদস্থ মুখ, সন্ধেতে একবাটিতে বোনের সঙ্গে মুড়ি খাওয়ার আনন্দ, পথের দাবী, গোরা, গীতবিতান... সব স্মৃতিগুলো যেন ভেসে উঠল বিয়ের ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে।

ছেলে এখন অন্য রাজ্যে পড়াশোনায় ব্যস্ত। শ্বশুর-শাশুড়ির ঘরখানাকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে গানটা আবার শুরু করলে হয়। অফিস থেকে ফিরে তো তেমন কিছু কাজ থাকে না। আর যেদিন জয়ব্রত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরে সেই দিনই এক কথা দু'কথা থেকে ঝগড়া শুরু হয়। তার থেকে গানকে সঙ্গী করাই ভালো।

গঙ্গায় বান এসেছে। উত্তাল জোয়ারের জল।

মানবী নিজের ট্রাঙ্কটাকে টানতে গিয়ে দেখল বেশ হালকা। কী কী রেখেছিল আজ আর তা মনে নেই। টেনে ঝেড়েমুছে একটা নড়বড়ে রাখা চেয়ারে বসে ট্রাঙ্কটা খোলার চেষ্টা করল মানবী। জং ধরেছে শিকলে। একটু লড়াই চালাতে হল বৈকি। ভ্যাপসা গরমে মানবী ঘেমে অস্থির। একসময় খুলে যায় শিকল। বিশেষ কিছু নেই তো? একটু ভেবে মনে করতে লাগল।

কবিতা

রামধনু

পার্থসারথি চক্রবর্তী

শহরের প্রভাতি আলপনায় মেঘের আনাগোনা
নিয়নের ঘোর কাটিয়ে অপেক্ষা সূর্যের
কৃষ্ণচূড়ায় লেগেছে আগুনের রং
বৃষ্টিভেজা নদী নামে সুন্দরী সাজে।
প্রাণের যৌবন, নতুন স্পন্দন জাগে তুলির ছোঁয়ায়
বর্ষার সুর বাজে নূপুরের চেনা তানে
দুপুরের নিঃশ্বাস, বর্ষার স্পর্শে হয় সুরেলা
রিমঝিম বৃষ্টিতে কত জলছবি আঁকা হয়।
কত পথ, ঘাট জলে ভরে যায়
পৃথিবী আবার প্রাণসবুজ হয়ে ওঠে
সময়ের শস্যখেত সোনায় ভরে যায়
আকাশের ক্যানভাসে রামধনু দেখা দেয়।

শব্দের ভেতর অনেক শব্দ

টিপলু বসু

একটি যুদ্ধের ভেতর অনেক যুদ্ধ
জীবন্ত লাশের দল পাখি খুঁজছে
দেখছে অশ্লীল শব্দ করে উড়ছে ড্রোন
শব্দের ভেতর অনেক শব্দ
হুংকার ঝনঝনি কান্না হাহাকার আর্তনাদ ও উল্লাস
তুমি আমি কখন কোন শব্দের ভেতর ঢুকে যাব
সময় একদিন অবশ্যই বলবে সে কথা
আপাতত কান পেতে আছি
অশ্লীল শব্দগুলি পেরিয়ে
ফুল ফোটার শব্দ শোনার জন্য
গুনগুন শব্দ করে কবে যে মৌমাছিরা
পরাগ মিলন ঘটাবে তোমার আমার

উত্তরণ

জয়ন্তকুমার দত্ত

কোনও এক বৃষ্টিদুপুরে তুমি আসবে বলে
আসন পেতে রেখেছিলাম উত্তর কোণে।
বৃষ্টি ছাপিয়ে নদী হয়ে উন্মুক্ত করেছিলাম দুয়ার প্রান্ত।
কিন্তু বৃষ্টি এল কোথায়!
নিয়ন বাতির নীল আলোর আড়ালে রাত-রাত
ধরে যে কলঙ্ক তুলেছি সিঁথিতে
বৃষ্টিতে তা ধুয়ে যাবে বলে মাথা বাড়িয়েছি।
কিন্তু বৃষ্টি এল কোথায়!
বরং ঈশানকোণে কালো মেঘের
আড়ালে রৌদ্র উঁকি মারে হঠাৎ।
আমি নিয়ন বাতির তার ছিঁড়ে ফেলি।
তবুও আমার বৃষ্টি চাই।

শব্দ

সৈকত পাল মজুমদার

প্রত্যেক শব্দ যখন রং মাখে
কিছু শব্দ যখন পোশাক পরে
তখন শব্দের জোনাকি, বাক্যের
চারপাশে বারবার উজ্জ্বল হয়।
যেভাবে মৈত্রেয় জাতক, মেঘাবৃত
আকাশ উজ্জ্বল করে হয়, প্রস্রবণের
সুন্দর, সজল, প্রকৃত আহ্বায়ক।
প্রত্যেক শব্দ গৌতম গোত্রজাত
প্রত্যেক বাক্য হিমালয় থেকে নেমে আসা
রং-রূপ-রসের চিরকালীন রিভিউ।
তবু বরফের সুতোয় কুয়াশা মুড়ে
লতা নিংড়ানো পথে, রাই শাকের ভিড়ে
একা বসে, একা বসে তথাগত।

ঋণ

তাপস চক্রবর্তী

সব ঋণ শোধ হয়ে গেল
এই কথা ভেবে চিতায়
উঠল সে,
কিন্তু 'ডোমের' ঋণ
শোধ হল না!
পর্দা সরে যাচ্ছে
এবার আবার অভিনয়,
সে জাতিস্মর হয়ে গেল।
ডোমকে খুঁজে বের করে
তার ঋণ মেটাতে চাইল
বুঝতে পারল না এবার
ডোম তার সন্তান হয়ে জন্মেছে!
প্রতি জন্মে তার ঋণ হয়
কিন্তু সে সেই ঋণ শোধ
করতে পারে না।

প্রতিদান

কণিকা দাস

এই হাতের দিকে তাকিয়ে বলো
এখানে আছে কি কোনও কলঙ্কের চিহ্ন?
কত অনায়াসে ধরেছিলে এই হাত
রাশি রাশি আত্মবিশ্বাস আর
অনুভূতির সুখটুকু নিয়ে পায়ে পা মিলিয়েছিলাম
এই কি তার যোগ্য প্রতিদান!
অহমিকার প্রাসাদ খসে পড়বে যেদিন
সেদিন বাড়িয়ে দিও তোমার হাত
দয়া নয়, প্রেম লিখে দেব দেখে নিও।

অবিশ্বাস ঘন হলে

প্রশান্ত দেবনাথ

কেবল নিজের কথা ভাবি আর সং সেজে থাকি
দিনরাত ঘুঘু ডাকে, ঝরে যায় গোলাপের কুঁড়ি
কুঁড়িগুলো পায়ে দলে রঙিন উৎসব, এখানেই
রং পালটে শুদ্ধ হয় গলি থেকে উঠে আসা কারা
তাদের পিছনে আলো, সামনে আলো, তাদের রঙিন
প্রতিশ্রুতি শুনে হাসে মঞ্চ, হাসে চায়ের দোকান
হাসির আড়ালে থেকে সন্তানের ভবিষ্যৎ দেখি
অবিশ্বাস ঘন হলে, আমরা খামচে ধরি নিজেকেই

জীবনতরী

দেবাশীষ গোপ

ছিলে যে বড় আশায়
সাধ মিটল কঠিন পরীক্ষায়
জীবনশৈলী অবহেলায়
কখনও বা শুধরায়
বাঁধ ভাঙা উচ্ছাশা
দিতে পারে হতাশা
নবপ্রজন্ম আজ
সবদিকেই ফানুস, কেঁচে গণ্ডূষ
জীবন জোয়ারে ভেসে বেড়াই
জীবনসায়াহ্নে পথ হারাই
সুখের সন্ধানে ব্রাত্য জনে
হাজার প্রেমে আগুন জ্বলে
শিষ্টাচার লুটোপুটি
হাওয়ায় ভাসে খুনশুটি।

সপ্তাহের সেরা ছবি

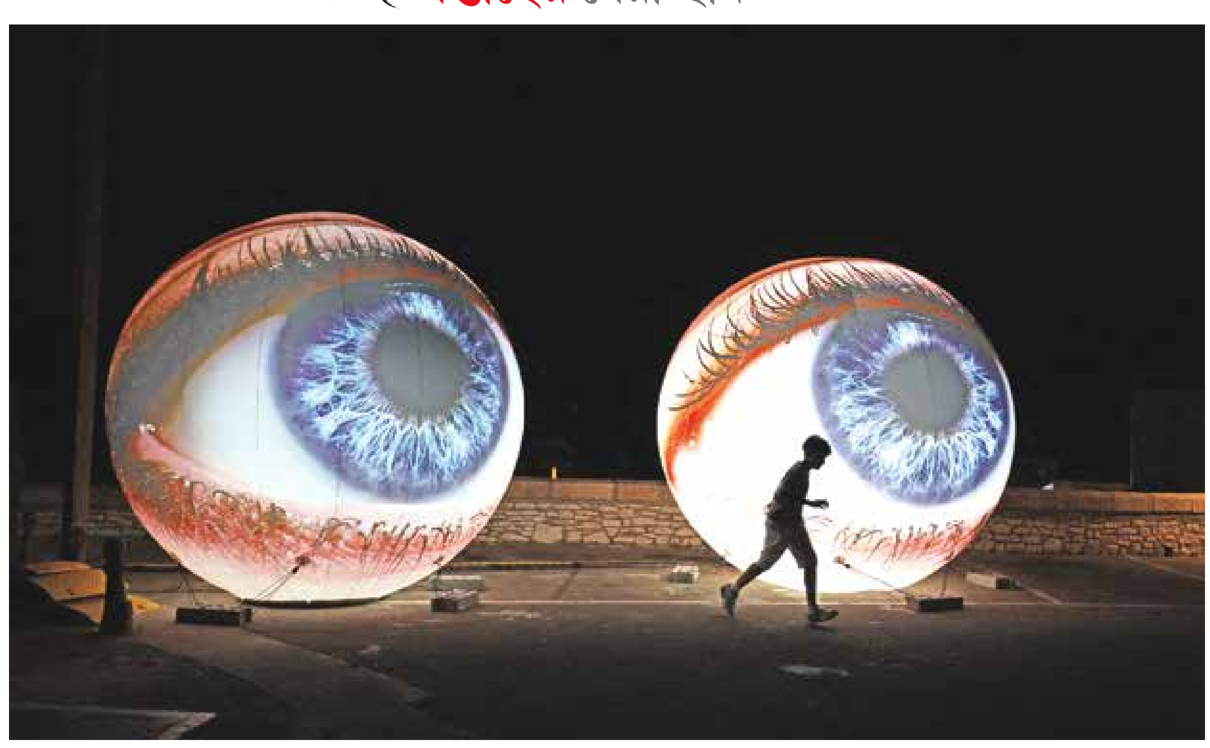

আনমনে।। ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ কর্সিকার বোনিফাসিওর পুরোনো শহরে ফেস্টি লুমি আলোক উৎসব চলাকালীন একজনের হেঁটে যাওয়া।

সাজগোজ।। দলাই লামার দীর্ঘায়ু কামনায় প্রার্থনাসভার জন্য শিল্পীদের প্রস্তুতি। ধর্মশালায়। -এএফপি

ব্রেট লি, বুমরাহ ভালো থ্রোয়ার হতেন: নীরজ

আদৌ সম্ভব?

সৌম্যদীপ রায়

খেলা মানে ভারতীয়রা দীর্ঘদিন ধরেই বুঝতেন কেবল ক্রিকেট, ফুটবল। কিন্তু এর বাইরেও জগৎ আছে সেটা তাঁদের জানিয়েছেন নীরজ চোপড়া নামের এক ভদ্রলোক। ফলাফল অনেক ভারতীয়ই এখন জ্যাভলিনের খবরাখবর রাখেন, আর পাঁচজন বিখ্যাত ক্রিকেটারের মতো নীরজও উঠে আসেন সংবাদ শিরোনামে। সেই নীরজ চোপড়া সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, সাফল্যের চূড়ায় থাকাকালীন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ব্রেট লি জ্যাভলিনে মনোযোগ দিলে সেখানেও সফল হতেন। সেইসঙ্গে জানিয়েছেন, বুমরার সঙ্গে জ্যাভলিনে অংশ নিতে চান, তাঁর থেকে বোলিংয়ের খুঁটিনাটি শেখারও ইচ্ছে রয়েছে নীরজের।

এরপরেই মনে কৌতূহল জাগে, নীরজের বলা কথাগুলো কী আদৌ বাস্তবে হওয়া সম্ভব ছিল? সত্যি কী ব্রেট লি বা বুমরা ক্রিকেটের বদলে জ্যাভলিনকে বেছে নিলে একইরকম সফল হতেন। কিংবা নীরজ যদি সিদ্ধান্ত নিতেন ফাস্ট বোলার হওয়ার, তখনও কী এরকমই সম্মোহিত করতে পারতেন সকলকে। বিজ্ঞান আর যুক্তি কী বলে?

আপাতদৃষ্টিতে দুটো খেলা সম্পূর্ণ আলাদা। ক্রিকেটে যেখানে ফর্ম্যাট অনুযায়ী একজন ফাস্ট বোলারকে কখনও অনেকটা সময়জুড়ে কিংবা অল্প সময়ের মধ্যে পরিকল্পনামাফিক গতি ও ছন্দ বজায় রেখে বল করতে হয়। সেখানে একজন অ্যাথলিট জ্যাভলিন ছোঁড়ার ক্ষেত্রে একেবারেই নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দেন। কিন্তু শরীরের ভেতরের গঠনগত প্রয়োগ বা ‘বায়োমেকানিক্স’ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় দুটো খেলাতেই রয়েছে প্রচুর মিল।

প্রথমত, দুটোতেই শরীরের নীচ থেকে উপরে অর্থাৎ পা থেকে যথাক্রমে কোমর, বুক, কাঁধ এবং হাতে সমস্ত শক্তি নিয়ে আসতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে ‘কাইনেটিক চেইন মুভমেন্ট’। ফাস্ট বোলার ও জ্যাভলিন থ্রোয়ার উভয়েকেই বুক, কাঁধ ও পেটের পেশিকে শক্তিশালী ও মজবুত করতে হয়, আর সেইসঙ্গে দুজনেরই চাই দ্রুত গতি, ভারসাম্য এবং সঠিক টাইমিং। ফাস্ট বোলার এবং জ্যাভলিন থ্রোয়ার দু'জনের ক্ষেত্রেই শরীরের ফাস্ট-টুইচ মাংসপেশির সক্রিয়তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, শোয়েব আখতারের ১৬১.৩ কিমি/ঘণ্টা বেগে বল করা কিংবা জেন জেলেনজির ৯৮.৪৮ মিটারের জ্যাভলিন ছোঁড়া, দুইয়ের নেপথ্যেই কাজ করে মানবদেহের কিছু তীব্র স্বল্পমেয়াদী প্রচেষ্টা।

দুটো খেলাতেই কাঁধ উঁচু করতে ডেলটয়েড পেশি, পিঠ থেকে শক্তি উপরে তুলতে ল্যাটিসিমাস ডরসাই পেশি, কাঁধ ঘোরাতে ও স্থির রাখতে রোটেটর কাফ, কোমর ও পেট ঘোরানোর জন্য অবলিগ ও অ্যাবডোমিনালস এবং সর্বোপরি দৌড়ানো ও পা ঠেকানোর সময় গ্লুটিয়াস ও হ্যামস্ট্রিং পেশি সমানতালে কাজ করে চলে। আর বল বা জ্যাভলিন ছোঁড়ার সময় সবচেয়ে বেশি পেশি কাজ করে পেট ও কোমরের ফ্লেক্সিবেল অংশে।

তবে এত মিলের মাঝেও উল্লেখযোগ্য প্রচুর পার্থক্যও কিন্তু রয়েছে। বল সাধারনত নিচের দিকে ছোঁড়া হয় আর জ্যাভলিন ছোঁড়া হয় প্রায় ৩৩-৩৬ ডিগ্রি কোণে। জ্যাভলিনে কাঁধের পেশিতে বেশি টান পড়ে, ছোঁড়ার ভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে না পারলে কাঁধের টেন্ডন ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এছাড়াও দুজনের রান-আপে সামান্য পার্থক্য থাকায় জ্যাভলিন থ্রোয়ারদের পা ও কোমরের শক্তি ফাস্ট বোলারদের তুলনায় বেশি হয়। অতীতে ব্রেট লি, মিচেল জনসনের মত ক্রিকেটাররা নিয়মিত জ্যাভলিন ছুঁড়তেন, যার ছাপ আমরা তাদের বোলিং অ্যাকশানে দেখতে পাই। যেকারণে পা ও কোমরের শক্তি বেশি থাকার কারনে সমসাময়িক বোলারদের তুলনায় তাঁদের খেলতে বেশি সমস্যায় পড়তেন ব্যাটাররা। সমসাময়িক বোলারদের মধ্যে বুমরার বোলিংয়েও সেই ঝলক দেখা যায়। একইভাবে মিচেল স্টার্কও তাঁর উচ্চতা এবং শক্তিশালী হিপ-শোল্ডার রোটেশনকে কাজে লাগিয়ে একজন সম্ভাবনাময় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হতেই পারেন।

এছাড়াও জ্যাভলিন উপরের দিকে ছোঁড়ার জন্য যে আকস্মিক শক্তির দরকার পড়ে, ক্রিকেটীয় পরিভাষায় ধোনির ‘হেলিকপ্টার শট’ তারই সমতুল্য। এই কথাটি স্বয়ং নীরজ ওই সাক্ষাৎকারে বলেছেন। তবে গঠনগত মিল ছাড়াও বোলিং ও জ্যাভলিন ছোঁড়া, দুইয়ের ক্ষেত্রেই মানসিক প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্যাভলিন কিভাবে আকাশে উড়বে, কতদূর যাবে বা বল পিচে পড়ার পর কেমন আচরণ করবে তা বোঝার জন্য প্রয়োজন সঠিক ফোকাস, ভিজুয়ালাইজেশন ও কনসেন্ট্রেশন।

সুতরাং, নীরজ ও বুমরা বা অন্য কোনো ফাস্ট বোলারের খেলার ধরন আলাদা হলেও সামান্য কিছু টেকনিক্যাল পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন ফাস্ট বোলার তার স্কিল জ্যাভলিন ছোঁড়ার সময় অনায়াসে প্রয়োগ করতেই পারেন। যুক্তিগত আর বৈজ্ঞানিক দিক থেকে তাতে কোনও বাধা নেই।

(লেখক গবেষক)

রান-আপ থেকে বল ছোড়া অবধি একজন ফাস্ট বোলারের সম্পূর্ণ গতিবিধি।

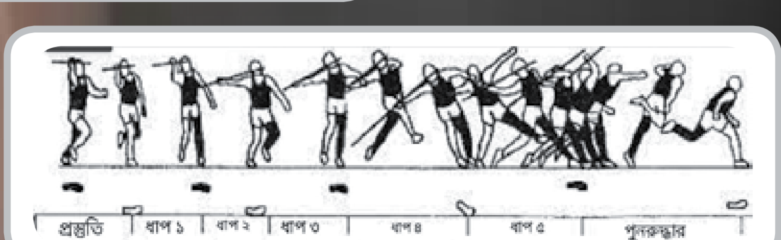

রান-আপ থেকে জ্যাভলিন ছোড়া অবধি একজন অ্যাথলিটের সম্পূর্ণ গতিবিধি।

রয়েছে হাত এবং কাঁধের সংযোগস্থলে অল্প একটু জায়গা নিয়ে। এটি কতটা জোরে ঘুরবে, তার ওপর নির্ভর করে বল কিংবা জ্যাভলিন কতটা দূরে যাবে।

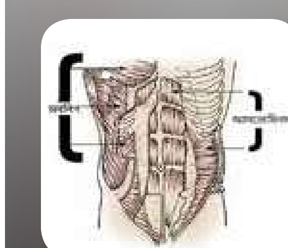

রয়েছে পেটের দুই পাশে। বল কিংবা জ্যাভলিন ছোড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পিঠ এবং পেটের টান নিয়ন্ত্রণ করে।

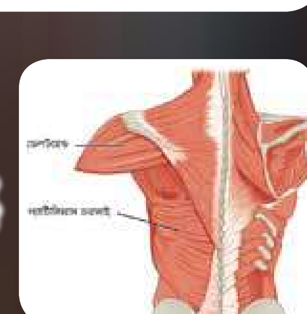

বল কিংবা জ্যাভলিন ছোড়ার সময় কোমর এবং পিঠ থেকে সমস্ত শক্তি হাত অবধি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে এই দুই পেশির ওপর।

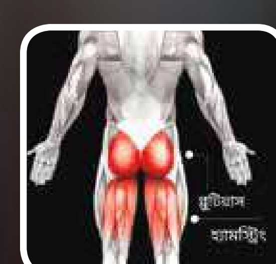

ফাস্ট বোলিং কিংবা জ্যাভলিন, দু-ক্ষেত্রেই রান-আপ নেওয়ার সময় বাকি দেহের ভার বয়ে মাটির সঙ্গে পায়ের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে গ্লুটিয়াস এবং হ্যামস্ট্রিং।

উজবেকিস্তান বিশ্বকাপে, ভারত কোথায়?

শুভাগত রায়

একটা দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে ১৯৯১ সালে। এখানকার জনসংখ্যা সাকুল্যে ৩.৫ কোটি, যা কি না পশ্চিমবঙ্গের এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু তারপরেও এশিয়ার এই দেশটা প্রথমবারের জন্য অংশ নেবে পরের বছরের ফুটবল বিশ্বকাপে। দেশটার নাম উজবেকিস্তান। কিন্তু কীভাবে সম্ভব হল এই রূপকথা, কোন পথে গিয়ে মিলল সাফল্য। ২০১৮ সালে এই দলের বিশ্ব ফুটবলে র‍্যাংকিং ছিল ৯৫, ভারতের ৯৭। বর্তমানে তারা ৫৭, ভারত ১৩৩। এর পিছনে রয়েছে সঠিক পরিকল্পনা এবং তার সঠিক রূপায়ণ।

২০১৭ সালে ইউএফএফ (উজবেকিস্তান ফুটবল ফেডারেশন)-এর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উমিদ আহমদজোনভ একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আনেন যে কোন পথে ২০১৮-২০২২ সালের মধ্যে উজবেক ফুটবলের উন্নতি হবে। তার মধ্যে ছিল ম্যাচ ফিক্সিং এবং স্বজনপোষণ দূরীকরণ, তৃণমূল স্তর এবং যুব ফুটবলের উন্নয়ন, উজবেকিস্তান লিগের মানোন্নয়ন, নতুন খেলার মাঠ তৈরি এবং সকলের মধ্যে খেলাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া। শুধু ফুটবল নয়, তারা জোর দেয় সমস্ত খেলাধুলোতেই। যার ফলাফল, ২০২২ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ওদেশে ১১৮টি স্পোর্টস কমপ্লেক্স চালু হয়েছে, স্থানীয়ভাবে সাত হাজার মাঠ ও ৩৫০০টি ছোট ফুটবল মাঠ তৈরি হয়েছে, ৬৬৩টি ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ছয় হাজার বাস্কেটবল কোর্ট এবং এক হাজার জিম চালু হয়েছে, আর সবই হয়েছে মাত্র তিন বছরের মধ্যে।

ওদেশের মূল সমস্যা ছিল ম্যাচ ফিক্সিং এবং বেটিং। সেখানকার সরকার সমস্ত বেটিং সংস্থাকে বৈধ ঘোষণা করে এবং তাদের থেকে উপার্জিত ট্যাক্সের টাকার ৪৫ শতাংশ খেলার মান, নতুন পরিকাঠামো তৈরিতে ব্যবহার করে। এর ফলে অবৈধ বেটিং অনেকটাই বন্ধ করা গিয়েছে। বেটিং সংস্থাগুলিও এই কাজে সরকারকে সাহায্য করেছে। এছাড়াও সরকারের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে একাধিক অ্যাকাডেমি ও ক্লাব। তাদের আরও একটি উদ্যোগ ছিল ২০২১ সালে ‘এফসি অলিম্পিক’ তৈরি করা। সেখানকার জাতীয় লিগে অংশ নেওয়া এই দলটিতে ছিল মূলত অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলাররা। মূল উদ্দেশ্য ছিল উদীয়মান প্রতিভাদের আরও বেশি করে আন্তর্জাতিক মঞ্চের উপযোগী করে তোলা। এছাড়াও নবনির্মিত মাঠগুলিতে প্রাইভেট কোম্পানিদের সহায়তায় গড়ে ওঠে একাধিক অ্যাকাডেমি। যেখান থেকে উঠে আসছে ভবিষ্যতের তারকারা।

কিছুদিন আগে বুনিয়োধকার ক্লাবের অ্যাকাডেমির আবদুকোদির খুশানভ সই করলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে। এছাড়া এদেশ থেকে উঠে এসেছে সিএসকেএ মস্কো দলের আব্বোস ফায়জুল্লায়েভ, ব্রেন্টফোর্ডের মুহাম্মদিল উড়িনকোয়েভ, লা-লিগার ক্লাব লেগানেসের লাজিজবেক মিরসায়েভ। এরা প্রত্যেকে কম বয়সে পাড়ি দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা লিগগুলিতে। এর আগে তারা জিতেছিল ২০২৩ সালের অনূর্ধ্ব-২০ এবং ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়া কাপও।

তাদের এই সাফল্যের পিছনে সেখানকার সরকার এবং ফুটবল সংস্থার কৃতিত্ব অপরিসীম। তারা অন্য কোনও দেশকে অনুসরণ না করে কেবল নিজেদের ফুটবলের সমস্যাগুলিকে খুঁজে বের করেছিল। নিজেদের সামর্থ্য ও ফিফার সহায়তার মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলির দেশীয় সমাধান খুঁজে বের করেছিল। আজ সেই জন্যই তারা সারা বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিয়েছে। এখন দেখার ভারত কবে এইসমস্ত দেশের থেকে শিক্ষা নিয়ে সমস্ত সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধান করে।

(লেখক ফুটবল কোচ)

জাগ্রেবে র‍্যাপিড দাবায় সেরা গুকেশ

“এবার আমরা কার্লসেনের আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি। কারণ এটা গুকেশের দাপুটে জয়। এমন নয় যে অলৌকিক কিছু হয়েছে বা কার্লসেনের ভুল কাজে লাগিয়ে জিতেছে গুকেশ। বরং সমানে সমানে লড়াইয়ের পর কার্লসেন হেরেছে।

গ্যারি কাসপারভ

জাগ্রেব, ৫ জুলাই : সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড ও ব্লিটজ দাবায় র‍্যাপিড ফরম্যাটে শুক্রবার শীর্ষস্থানে শেষ করলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। তারপর খোলসা করলেন এক মজার ঘটনা। ক্রোয়েশিয়ায় যাওয়ার আগে গুকেশের সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন তাঁর নিজের খুড়তুতো ভাই। গুকেশের কথায়, ‘ভাই নিশ্চিত ছিল আমি জাগ্রেবে ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারাব এবং তারপর বাজি হয় সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নাম নিয়ে ভাইকে ধন্যবাদ জানাতে হবে।’ তবে কার্লসেনকে হারানোর পর গুকেশ বেমালুম ভুলে যান বাজির কথা। যে কারণে কিছুটা মন খারাপ ভাইয়ের। তবে ভাইয়ের মুখে হাসি ফোটানোর আরও দুই সুযোগ পাবেন গুকেশ। শনিবার থেকে শুরু হওয়া ব্লিৎজ ফরম্যাটে এখনও দুইবার মুখোমুখি হবেন কার্লসেন-গুকেশ। ব্লিৎজ ফর্ম্যাটে ১৮ রাউন্ডের পরই মোট পয়েন্টের নিরিখে শীর্ষে থাকা দাবাড়ুই হবেন সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ দাবায় চ্যাম্পিয়ন।

ক্রোয়েশিয়ায় সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড এবং ব্লিৎজ প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই গুকেশকে বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেন ‘দুর্বল প্রতিপক্ষ’ বলেছিলেন।

কার্লসেনের সেই মন্তব্য ভুল প্রমাণ করে শুধুমাত্র নরওয়ের দাবাড়ুকে হারাননি গুকেশ, এমনকি র‍্যাপিড ফরম্যাট শেষ করলেন শীর্ষে থেকেই। নয় রাউন্ডের পর গুকেশের সংগ্রহ ১৪ পয়েন্ট। ১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় জান-ক্রিজসৎফ দুদা। তৃতীয় কার্লসেনের পয়েন্ট ১০।

গুকেশের এমন তুখোড় পারফরমেন্সের পর রাশিয়ান গ্র্যান্ড মাস্টার গ্যারি কাসপারভ প্রশ্ন তুলেছেন কার্লসেনের একাধিপত্য নিয়েও। তাঁর মন্তব্য, ‘এবার আমরা কার্লসেনের আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি। কারণ এটা গুকেশের দাপুটে জয়। এমন নয় যে অলৌকিক কিছু হয়েছে বা কার্লসেনের ভুল কাজে লাগিয়ে জিতেছে গুকেশ। বরং সমানে সমানে লড়াইয়ের পর কার্লসেন হেরেছে।’

কাসপারভের প্রশংসা শুনে গুকেশ বলেছেন, ‘আমি ওইভাবে ভাবি না। চেষ্টা করি প্রতিদিন উন্নতি করার। তবে হ্যাঁ, গ্যারির কথা শুনে ভালো লেগেছে।’

সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ দাবায় আগাগোড়া আধিপত্য দেখিয়েছেন ডোম্মারাজু গুকেশ।

কপিলের উদাহরণ টেনে দাবি সানির

জিম করে বিপদে বুমরাহ, সামিরা

বার্মিংহাম, ৫ জুলাই : শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, মহম্মদ সিরাজ।

তরুণ ব্রিগেডের আস্ফালন জারি মিশন ইংল্যান্ডে। সামনে থেকে নেতৃত্বের উদাহরণ রাখা শুভমান বুঝিয়েছেন, গুরুভারের জন্য প্রস্তুত। দ্রুততম ২০০০ টেস্ট রানে যশস্বী (২১টি টেস্টে) সেখানে পিছনে ফেলে দিয়েছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারকে (২৩টি)। হাফ ডজন শিকারে সিরাজ নাম তুলেছেন রেকর্ড বুকে।

রেকর্ড বইয়ে নাম উঠছে প্রসিধ কৃষ্ণারও। তবে তিক্ততার। জঘন্য, বেহিসেবি, অনিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের। সিরাজ-আকাশ দীপের প্রচেষ্টার মাঝে যা রীতিমতো দৃষ্টিকটুও। প্রশ্ন উঠছে, দক্ষতার তুলনায় প্রসিধ কি বেশি গুরুত্ব পান? জেমি স্মিথের হাতে (এক ওভারে ২৩ রান, ৫ ওভারের স্পেলে ৫০ রান) বেধড়ক ঠ্যাঙানির পর কটাক্ষ ও প্রশ্নের মুখে ভারতের এই পেসার।

প্রসিধকে দলে রাখার জন্য কাঠগড়ায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও। মাইকেল আথারটন যেমন শুভমান গিল, গৌতম গম্ভীরদের দিকে আঙুল তুললেন। প্রথম থেকেই প্রসিধের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ভুল বলেননি, তা পরিষ্কার।

কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিংয়ের মতো বোলারকে রিজার্ভ বেঞ্চে রেখে প্রসিধের প্রতি এহেন ‘অনুরাগ’-এর কারণ খুঁজে পাচ্ছেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক। গম্ভীরদের প্রতি কটাক্ষের সুরে মাইকেল ভন জানান, তিনি হলে এই টেস্টে প্রসিধকে রাখতেন না। কুলদীপকে নিতেন। আগেও বলেছিলেন। ফের মনে করিয়ে দিচ্ছেন গম্ভীরদের। চোট-প্রবণতাও প্রসিধের অন্যতম সমস্যা। আন্তর্জাতিক আঙিনায় শুরুটা ভালোভাবে করেও চোটের সমস্যায় লম্বা বিরতি। গত আইপিএলে প্রত্যাবর্তন। তারপর ইংল্যান্ডগামী দলে ডাক। তবে চোট থেকে ফিরে ছন্দটা এখনও পাননি, তা পরিষ্কার।

বর্তমান প্রজন্মের পেসারদের ঘনঘন যে চোট প্রবণতা নিয়ে কপিল দেবকে অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছেন সুনীল গাভাসকার। প্রাক্তনের মতে, অতিরিক্ত জিম সেশন, মাসল পাওয়ার বাড়াতে ওজন তোলার প্রবণতা মহম্মদ সামি, জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিধদের পিঠকে ভোগাচ্ছে। যুক্তি, অতীতে এত জিম করতেন না ক্রিকেটাররা। পিঠের সমস্যাও কম ছিল বোলারদের। এখন এত কিছু সুযোগসুবিধার পরও সমস্যা কমার বদলে বাড়ছে!

পেসারদের ট্রেনিং প্রক্রিয়া একটু অন্যরকম ছিল। কপিল তো জিমে প্রায় যেতই না। সারাক্ষণ দৌড়োতো। নেটে ৫-৬ জন ব্যাটারকে টানা বল করে যেত। তারপর ব্যাটিং। ফের বোলিং। একজন অলরাউন্ডারের যা প্রয়োজন, সেদিকেই বেশি জোর দিত। কপিলের মন্ত্র ছিল টানা বল করা। তাহলেই বোলিং মাসল, শরীর বোলিং-ধকল সামলাতে প্রস্তুত হয়।

> আগে পেসারদের ট্রেনিং প্রক্রিয়া একটু অন্যরকম ছিল। কপিল তো জিমে প্রায় যেতই না। সারাক্ষণ দৌড়োতো। নেটে ৫-৬জন ব্যাটারকে টানা বল করে যেত। তারপর ব্যাটিং। ফের বোলিং। একজন অলরাউন্ডারের যা প্রয়োজন, সেদিকেই বেশি জোর দিত। কপিলের মন্ত্র ছিল টানা বল করা। তাহলেই বোলিং মাসল, শরীর বোলিং-ধকল সামলাতে প্রস্তুত হয়। দুর্দান্ত ক্রীড়াবিদ ছিল কপিল। যে কোনও খেলাতেই ও সেরা হত।
>
> সুনীল গাভাসকার

কপিলের ফিটনেসের কথা তুলে গাভাসকার আরও বলেন, ‘কীভাবে কপিল, জাভাগল শ্রীনাথরা কম সুযোগসুবিধার মধ্যেও টানা খেলে গিয়েছে? তখন এত প্রযুক্তির সুবিধা ছিল না। চোট কাটিয়ে দ্রুত মাঠে ফেরার জন্য এত ভালো পরিকাঠামো পেত না খেলোয়াড়রা। তারপরও কীভাবে খেলে যেত?’

উত্তরটা গাভাসকার নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, ‘আগে দুর্দান্ত ক্রীড়াবিদ ছিল কপিল। যে কোনও খেলাতেই ও সেরা হত।’

ফিটনেস ইস্যুতে শুভমান গিলকে অবশ্য একশোয় একশো দিচ্ছেন। গাভাসকার বলেছেন, ‘শুভমানের ফিটনেসের দিকে তাকান। গোটা ইনিংসজুড়ে খুচরো রান নিল। ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গেও ২-৩ রান নিল দৌড়ে। দুর্দান্ত ফিটনেস। আর এরকম একটা ইনিংসের পর সবার সম্মান আদায় করে নিয়েছে।’

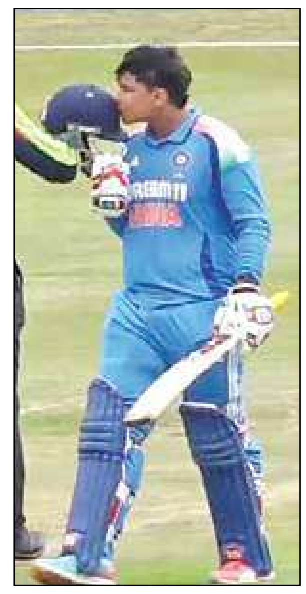

শতরানের পর বৈভব সূর্যবংশী। ওরচেস্টারে শনিবার।

এবার দেশের জার্সিতে রেকর্ড বৈভবের

ওরচেস্টার, ৫ জুলাই : চলতি বছরের আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে শতরান করে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ও বিশ্বের কনিষ্ঠতম হিসেবে রেকর্ডবুকে নাম লিখিয়েছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। শনিবার দেশের জার্সিতে একঝাঁক নজির গড়লেন বিস্ময়বালক। আইপিএল শতরানে বৈভব শো ভারতীয় ক্রিকেটের রঙ্গমঞ্চে ‘লঞ্চ’ করেছিল। বলা যায়, এদিনের বিস্ফোরক ইনিংসে বৈভব ধামাকা বিশ্ব আসরে ‘মুক্তি’ পেল।

ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে চতুর্থ একদিবসীয় এদিন টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতে ফিরে গিয়েছিলেন অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। তবে বৈভবের (৭৮ বলে ১৪৩) তাণ্ডবে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল সেই ধাক্কা বুঝতেই পারেনি। ২৪ বলে অর্ধশতরানের পর তিন অঙ্কের রানে বৈভব পৌঁছান ৫২ বলে। ভেঙে দেন যুব ওডিআইয়ে কামরান গুলামের ৫৩ বলে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড। এখানেই শেষ নয়, ১৪ বছর ১০০ দিন বয়সে শতরান করে যুব ওডিআইয়ে কনিষ্ঠতম হিসেবে তিন অঙ্কের রানের মালিক বনে যান বৈভব। টপকে যান সরফরাজ খানকে (১৫ বছর ৩৩৮ দিন)। বিশ্বে এই রেকর্ড ছিল বাংলাদেশের নাজমুল হোসেন শান্তর (১৪ বছর ২৪১ দিন)। বৈভবের ১৩টি চার ও ১০টি ছয়ে সাজানো ইনিংসে যা চূর্ণ হল এদিন।

বৈভবের পাশে এদিন শতরান পেলেন বিহান মালহোত্রাও (১২৯)। যার ফলে ভারত ৯ উইকেটে ৩৬৩ রানে পৌঁছে যায়। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইংল্যান্ড ২৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৫ রান তুলেছে।

এক বছর স্থগিত বাংলাদেশ সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুলাই : জল্পনা চলছিলই। সেই জল্পনাই আজ সত্যি হল। প্রতিবেশী পাকিস্তানের পাশাপাশি আরও একটি দেশে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফর স্থগিত হয়ে গেল আজ।

আগামী অগাস্ট মাসে তিনটি একদিনের ম্যাচ ও তিনটি টি২০ ম্যাচের সিরিজ খেলতে টিম ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল। শেষ কয়েক মাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ থাকার কারণে ভারতের সেদেশে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে যাওয়া নিয়ে প্রবল জল্পনার পাশে ছিল চরম সংশয়। শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ মেনে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ বিকেলে সিরিজ এক বছরের জন্য স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছে। জানানো হয়েছে, আগামী অগাস্ট মাসের বদলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল বাংলাদেশ সফরে যাবে। দাবি করা হয়েছে, দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের আলোচনার পরই এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদিও স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর আগামী বছরও ভারতের বাংলাদেশ সফর হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। যার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ। বোর্ডের তরফে কেউই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুলাই : দিন কাটছে। বাড়ছে বিতর্কও। বাংলা ক্রিকেটে অতীতে কখনও কোনও পদাধিকারী এভাবে বিতর্কের সম্মুখীন হননি। সেটাই এখন হয়েছেন বর্তমান কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী।

সিএবি

তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ নতুন নয়। সেই ঘটনার প্রতিবেদন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। আজ জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর কোর্টের তরফে লেক থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরো ঘটনার নতুনভাবে তদন্তের। সিএবি কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তিনি তাঁর উয়াড়ি ক্লাবের প্রাপ্য অর্থ নিজের কোম্পানির অ্যাকাউন্টে নিয়েছেন। সেই ঘটনারই আজ তদন্তের নির্দেশের বিষয়টি সামনে এসেছে। এদিকে, আজ এথিকস অফিসারের কাছে হাজির হওয়ার কথা ছিল সিএবি কোষাধ্যক্ষের। শেষপর্যন্ত আজ এথিকস অফিসারের সামনে শুনানি হয়নি।

আমরা কী পারি, সবাই জানে হুংকার ব্রুকের

ইংল্যান্ডের বাজবলকে নতুন রূপ দিচ্ছেন হ্যারি ব্রুক।

যে কোনও লক্ষ্যে ঝাঁপাতে প্রস্তুত ইংল্যান্ড

বার্মিংহাম, ৫ জুলাই : শুভমান গিলের দুরন্ত দ্বিশতরান, মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপের বোলিং যুগলবন্দি। বার্মিংহাম টেস্টে চালকের আসনে ভারত। যদিও ইংল্যান্ডের সামনে কী লক্ষ্য নিরাপদ, বলা মুশকিল। হাতের সামনেই সিরিজের প্রথম টেস্টে হেডিংলের উদাহরণ। ভারতের ছুড়ে দেওয়া ৩৭১ রানের চ্যালেঞ্জ অনায়াসে পেরিয়ে গিয়েছিল থ্রি লায়ন্স।

বার্মিংহাম টেস্টে? ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে সেকথাই কার্যত হুমকির সুরে মনে করিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডের সহ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। শুক্রবার জেমি স্মিথের সঙ্গে ত্রিশতরানের রেকর্ড পার্টনারশিপে ভারতীয় বোলারদের নিয়ে এক সময় ছেলেখেলা করেছেন। ১৫৮ রানের যে দাপুটে ইনিংসের ঝাঁঝটাই মিলল দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে।

ভারতীয় দলের উদ্দেশ্যে ব্রুকের হুংকার, ক্রিকেট বিশ্বের প্রত্যেকেই জানে বাজবলের ক্ষমতা। শুভমান গিলের দল যে টার্গেটই রাখুক না তাদের সামনে, ইংল্যান্ড প্রস্তুত, জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে তা তাড়া করতে। ভারতীয় দল ম্যাচের রাশ শক্ত করে নিলেও চাপকে একেবারেই পাত্তা দিচ্ছেন না।

দিনের খেলা শেষে ব্রুক বলেছেন, ‘ওরা যে টার্গেটই দিক না কেন, আমরা যে তা তাড়া করার জন্যই নামব, এটা বিশ্বের প্রত্যেকেই জানে। তার আগে ভারতীয় ব্যাটিংকে ধাক্কা দেওয়ার দিকেই নজর থাকবে। শুরুতে কয়েকটা উইকেট নিয়ে ওদের চাপে ফেলতে চাই আমরা। পারলে ম্যাচের রং কীভাবে বদলাবে কে বলতে পারে। তারপর জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপান। এর বাইরে অন্য কিছু ভাবতে নারাজ।’

হেডিংলে টেস্টে চাপের মধ্যেই নার্ভ ধরে রাখার কথাও মনে করিয়ে দিলেন ব্রুক। ইংল্যান্ডের তারকা মিডল অর্ডার ব্যাটারের কথায়, প্রথম ম্যাচে ভালো অবস্থা থেকে ভারতীয় ইনিংসে ধস নামিয়েছিল বোলাররা। প্রথম ইনিংসে ভারতের শেষ সাত উইকেট পড়ে ৪১ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই হাল। বার্মিংহামে ফের একবার তারই পুনরাবৃত্তিতে চোখ।

৮৪/৫ স্কোর থেকে গতকাল ইংল্যান্ডকে ৪০৭ রানে পৌঁছে দেওয়া। ৩০২ রানের চোখধাঁধানো পার্টনারশিপ গড়েন জেমি স্মিথের (অপরাজিত ১৮৪) সঙ্গে। হেডিংলেতে ৯৯ রানে আউটের আক্ষেপ মুছে ব্রুকের নামের পাশে দেড় শতাধিক স্কোর। তৃতীয় দিনের প্রায় দুই সেশন ধরে ভারতীয় বোলারদের ওপর ঝড় বইয়ে দেন। পুরস্কারস্বরূপ নবম শতরান।

সাফল্যে ইন্ধন জুগিয়েছে হেডিংলেতে প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট। রাখঢাক না করেই ব্রুক জানান, শতরানের জন্য মুখিয়ে ছিলেন। অতীতে বেশ কয়েকবার নাইন্টিসে আউট হয়েছেন। তৃতীয় দিনে নাইন্টিসে পা রাখার পর মরিয়া ছিলেন তিন অঙ্কে পা রাখতে। তবে ব্যক্তিগত ভালো লাগার পাশাপাশি দলের স্বার্থ সবসময় অগ্রাধিকারের তালিকায়। সেদিক থেকে হেডিংলেতে ৯৯ রানে আউট হলেও দলের জয়ে অবদান রাখতে পারা তৃপ্তি দিয়েছে। এবার চোখ বার্মিংহামে।

তৃতীয় দিনের নায়ক সতীর্থ জেমিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। বেন স্টোকস আউট হওয়ার পর ক্রিজে এসে প্রথম বল থেকে কাউন্টারে অ্যাটাক। যে প্রসঙ্গে ব্রুক বলেছেন, ‘ওইসময় আমরা চাপে ছিলাম। জেমি ক্রিজে নেমে মোমেন্টাম ঘোরানো কাজ শুরু করে। ওর যে চেষ্টার সুফলও মেলে। অসাধারণ ব্যাটিং। উইকেটের উলটো দিক থেকে জেমির যে তাণ্ডব উপভোগ করেছি। মনে হচ্ছিল, প্রতি বলেই চার, ছক্কা মারবে। আমি শুধু চেষ্টা করে গিয়েছি যত বেশি সম্ভব স্ট্রাইক ওকে দিতে।’

গম্ভীরকেই কৃতিত্ব আকাশের

বার্মিংহাম, ৫ জুলাই : ‘তুই নিজেও জানিস না, তোর হাতে কী জাদু অস্ত্র রয়েছে।’

হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের যে কথাগুলি আত্মবিশ্বাসের পারদ জুগিয়েছে। প্রতিফলন বার্মিংহাম টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে। সুইং বরাবরই অস্ত্র। তারই কামাল। প্রথম নতুন বলে ফেরান বেন ডাকেট, ওলি পোপকে। দ্বিতীয় নতুন বলে শিকার বিপজ্জনক হ্যারি ব্রুক ও ক্রিস ওকস।

টেস্ট প্রত্যাবর্তনে যে চার শিকারে স্বভাবতই আকাশে উড়ছেন মহম্মদ সিরাজের পেস সতীর্থ বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য আকাশ দীপ। হাফডজন শিকারে সিরাজ যদি ভারতীয় বোলিংয়ের নায়ক হন, খুব একটা পিছিয়ে থাকবেন না আকাশও। ভরসা রেখে শুভমান গিল নতুন বলটা তুলে দিয়েছিলেন। আস্থার মর্যাদা রেখে টপ অর্ডারের তিন উইকেট সহ চার শিকার। আকাশ যে সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন হেডকোচকে।

‘জয় ছাড়া কিছু ভাবছি না’

আকাশের কথায়, দীর্ঘদিন পর দলে ফেরা। যদিও চাপ অনুভব করেননি। বরাবর একটা জিনিস মাথায় রেখেছেন, যখনই সুযোগ আসবে সদ্ব্যবহার করতে হবে। জসপ্রীত বুমরাহর জায়গায় সুযোগ পেয়ে সেই মানসিকতা নিয়েই খেলতে নেমেছেন বার্মিংহামে।

আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন গুরু গম্ভীর। সাংবাদিক সম্মেলনে আকাশ বলেছেন, ‘দলে যোগ দেওয়ার পর প্রতিনিয়ত আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। তারই প্রতিফলন ঘটেছে ম্যাচে। আমাকে উনি বলেন, তুই জানিস না, তোর হাতে কী জাদু রয়েছে। কোচ যখন এভাবে আস্থা দেখান, ভরসা জোগান, তখন আত্মবিশ্বাস বাড়তে বাধ্য।’

সিরাজের উপস্থিতি দারুণভাবে সাহায্য করেছে বলেও জানান। আকাশের কথা, ব্যাটিংয়ের মতো বোলিং পার্টনারশিপ গুরুত্বপূর্ণ। সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। কোন পরিস্থিতিতে কী পরিকল্পনা করা উচিত, ব্যাটারদের তৈরি চাপ কাটাতে কী স্ট্র্যাটেজি ঠিকঠাক হবে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জেমি স্মিথ-ব্রুকের তৈরি চাপের মধ্যেও যা কাজে এসেছে।

আকাশ মানছেন, ইংল্যান্ডের শক্তিশালী ব্যাটিং এবং ব্যাটিং আদর্শ পিচে বোলিং সহজ ছিল না। কিন্তু একজন বোলারকে যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। আকাশ বলেন, ‘ওদের ব্যাটিং এবং পিচের নিরিখে কাজ সহজ নয়। শৃঙ্খলা, পরিকল্পনা অনুযায়ী বোলিং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সারাক্ষণ সেদিকেই নজর রেখেছিলাম। উইকেটের হাল, পরিস্থিতি, উলটো দিকে ব্যাটার কে এসব ফ্যাক্টরগুলিকে মাথা থেকে সরিয়ে বেসিকে জোর দিয়েছিলাম।’

আকাশের কথায়, ইংলিশ কন্ডিশনে বাড়তি সুইং মেলে, সিম মুভমেন্ট থাকে, যা তাঁর বোলিংয়ের জন্য সহায়ক। যদিও প্রথম দুই টেস্টে সেভাবে সিম মুভমেন্ট মিলছে না। বিশেষত বল একটু পুরোনো হলে। বোলারদের জন্য যা চাপের। চাপটা কাটিয়ে উঠতে দলগত বোলিং, শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই করার চেষ্টা করেছেন।

ভারত চালকের আসনে। সিরিজ ১-১ করার মেজাজে। আকাশও বলেছেন, ‘এই ম্যাচে জয় পাওয়াটা আমাদের জন্য ভীষণ জরুরি। তৃতীয় ম্যাচে দলে থাকব কি না (জসপ্রীত বুমরাহ ফিরবে) জানি না। এসব নিয়ে এখন ভাবছিও না। নিজের পুরো শক্তিটা বার্মিংহাম টেস্টের শেষ দুইদিনের জন্য নিংড়ে দিতে চাই। কে খেলবে, সেটা দলই ঠিক করবে। আমার কাজ পারফর্ম করা।’

আকাশ অবশ্য একইসঙ্গে জানিয়েও রাখছেন, প্রতিটি ম্যাচ খেলার জন্য তিনি প্রস্তুত। মানসিকভাবে যে চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরিও। দেশের হয়ে খেলাটা সবসময় গর্বের, চাপ নয়। কারণ, চাপ মনে করলে, সেরাটা দেওয়া সম্ভব নয়। খোলা মনে পাওয়া সুযোগগুলি কাজে লাগাতে চান।

অন্যদিকে, সিরাজে মজেছেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার। এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘সিরাজের বোলিংয়ে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে ওর নিয়ন্ত্রণ ও ধারাবাহিকতায়। এখন সিরাজ ধারাবাহিতকভাবে সঠিক জায়গায় বল রাখতে পারে। যার পুরস্কার প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট। আকাশ দীপও ওকে দারুণ সঙ্গ দিল।’

জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতিতে ৪ উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন আকাশ দীপ।

আইএসএল-আই লিগে পূর্ণ ভারতীয় দলের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুলাই : নতুন স্ট্রাইকার তো বটেই, অন্যান্য পজিশনেও ফুটবলার তুলে আনার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে অনূর্ধ্ব-২০ ও ২৩ দল তৈরির পরামর্শ আর্মান্দো কোলাসো-বিমল ঘোষদের।

এর আগে ইন্ডিয়ান অ্যারোজ বলে দল খেলত আই লিগে। সেখান থেকেই উঠে আসেন প্রীতম কোটাল থেকে প্রণয় হালদার কী হালফিলের রাহুল কেপি কী ধীরাজ সিং মৈরাংথেমরা। কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দায়িত্বে আসার পর হঠাৎই তুলে দেন এই অ্যারোজ দলটা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ফেডারেশনের একটা দল রেখে লাভ কিছুই হচ্ছে না। শুধু শুধু বাড়তি আর্থিক দায়ভার বহন করা ছাড়া। তাঁরা জানান, সারা দেশব্যাপী স্কুল ফুটবল থেকে ফুটবলার তুলে আনাই তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু দেখা যায়, দল উঠে গেলেও ফুটবলের উন্নয়নে কাজ এগোয়নি। তারপরেই কার্যনির্বাহী সমিতিকে ফুটবলার তুলে আনার জন্য কিছু পরামর্শ দেন বিমল, কোলাসোরা।

তাঁরা আইএসএলে খেলানোর জন্য একটি অনূর্ধ্ব-২৩ দল ও আই লিগের অনূর্ধ্ব-২০ দল নামাতে বলছেন। যাতে তরুণ ফুটবলারদের পক্ষে বিদেশিদের বিপক্ষে খেলা ছাড়াও পেশাদার প্রতিযোগিতামুলক ফুটবলের সঙ্গে পরিচয় হয়। ক্লাব দলগুলি বিদেশি নির্ভর বলে এদেশে ফুটবলার উঠে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন প্রাক্তন এই কোচরা। তাছাড়া আই লিগে তো বটেই, আইএসএলেও বিদেশি কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। বিশেষ করে যাতে ভারতীয় স্ট্রাইকাররা দলে সুযোগ পেতে পারেন। সাপ্লাই লাইন তৈরি না হলে যে এশীয় স্তরেও সাফল্য আসবে না, এই কথাই বলেছেন এই দুই কোচ। আইএসএলের জন্য ফেডারেশনকে প্রস্তাব পাঠাতে চলেছে। একইভাবে সাফ ফুটবলারদের দেশীয় হিসাবে বিবেচনার বিষয়টিও প্রস্তাবনা স্তরেই আছে বলে জানা গিয়েছে।

‘শুভ’ম্যানিয়া

ভারতের হয়ে একটি টেস্টে সর্বাধিক রান হয়ে গেল শুভমান গিলের (৪৩০)। টপকে গেলেন সুনীল গাভাসকারকে (৩৪৪ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ)।

শচীন তেন্ডুলকার ও রাহুল দ্রাবিড়ের পর শুভমান তৃতীয় এশিয়ান যিনি সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশে এক টেস্টে ৩০০ প্লাস রান করলেন।

বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে শুভমান ইংল্যান্ডে একটি টেস্ট সিরিজে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকে গেলেন।

শুভমান তৃতীয় ভারতীয় অধিনায়ক যিনি টেস্টের দুই ইনিংসেই শতরান করলেন।

অ্যালান বর্ডারের পর শুভমান দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে টেস্টের দুই ইনিংসে ১৫০ প্লাস রান করলেন।

বাজবলকে কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন শুভমান

ভারত-৫৮৭ ও ৪২৭/৬ (ডি.)
ইংল্যান্ড-৪০৭ ও ৩০/২
(৪.৩ ওভার পর্যন্ত)

দ্বিতীয় ইনিংসে শতরানের পর শুভমান গিল। শনিবার বার্মিংহামে।

বার্মিংহাম, ৫ জুলাই : কতটা পথ পার হলে পথিক হওয়া যায়!

কত রান হাতে থাকলে বাজবলের বিরুদ্ধে নিরাপদ ভাবা যায়!

জবাব নেই। উত্তর জানে না ক্রিকেট সমাজ। এই তো কয়েকদিন আগের কথা। চলতি ভারত বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ছিল হেডিংলের মাঠে। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭১ রান তাড়া করতে নেমে অনায়াসে ম্যাচ জিতেছিল ইংল্যান্ড। বেন স্টোকসদের বাজবলের সামনে উড়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট জয়ের স্বপ্ন। বল হাতে জসপ্রীত বুমরাহও টিম ইন্ডিয়াকে জেতাতে পারেননি।

চলতি এজবাস্টন টেস্টে বুমরাহ বিশ্রামে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ঠিক কত রান নিরাপদ বাজবলের বিরুদ্ধে, জল্পনা চলছে। আর সেই জল্পনার মাঝেই গতকালের ৬৪-১ থেকে শুরু করে শনিবার চতুর্থ দিনে টিম ইন্ডিয়া দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ৪২৭/৬ স্কোরে। দিনের প্রথম সেশনে লোকেশ রাহুল (৫৫) ও করুণ নায়ারের (২৬) উইকেট হারানোর পরও ভারতের রানের গতি কমেনি। অধিনায়ক শুভমান গিল (১৬১) ফের শতরান করে তাঁর দলকে ভরসা দিয়েছেন। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার নয়া ‘রানমেশিন’ তকমাও পেয়ে গিয়েছেন। প্রথমে তাঁর ডেপুটি ঋষভ পন্থকে (৬৫) সঙ্গে নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার রানের গতি বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ১১০ রানের পার্টনারশিপের পর অযথা আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে ঋষভ ফেরার পর রবীন্দ্র জাদেজাকে (অপরাজিত ৬৯) নিয়ে রানের এভারেস্টের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন শুভমান। সহজ, কিন্তু ক্রমশ মন্থর হতে থাকা এজবাস্টনের বাইশ গজে অনায়াসে ৩০০-৪০০-৫০০ রানের লিড নেওয়ার পর ৬০০-র গণ্ডিও টপকে গিয়েছে ভারত। ৬০৬ রানের লিড নিয়ে ইংল্যান্ডকে পাহাড়প্রমাণ স্কোরের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে শুভমান ব্রিগেড।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের টেস্ট থেকে অবসরের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন শুভমান। চার নম্বরে ব্যাট করার চ্যালেঞ্জও নিয়েছেন। আর শুরু থেকেই প্রমাণ করে চলেছেন, তিনি কোহলির ফেলে যাওয়া সিংহাসনে বসার যোগ্য। ব্যাটার হিসেবে সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়েছেন শুভমান। হেডিংলেতে শতরান করে ভারত অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক টেস্টে নজির গড়েছিলেন। চলতি এজবাস্টন টেস্টে প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ফের সেঞ্চুরির নজির গড়ে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারকে ছুঁয়ে ফেলেছেন আজ। সোজা কথায়, বিলেতের মাটিতে শুভমানকে রোখা যাচ্ছে না। স্টান্স বদলেছেন। ফুটওয়ার্কেও পরিবর্তন এনেছেন। সঙ্গে ঠান্ডা মাথা আরও ঠান্ডা করেছেন। বেশিরভাগ সময় ক্রিস ওকসদের সুইং মোকাবিলার জন্য পপিং ক্রিজ ছেড়ে একটু এগিয়ে ব্যাটিং করছেন। আর এসবেরই ফল কেরিয়ারের অষ্টম শতরান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের চার ইনিংসে ইতিমধ্যেই ৫০০-র বেশি রান করে ফেলেছেন নয়া ভারত অধিনায়ক। ২০১৮ সালে ইংল্যান্ড সিরিজে কোহলি করেছিলেন ৫৯৩। চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত ৫৮৫ রান করে বিরাটের নজিরকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন শুভমান।

ধৈর্য। ছোট্ট একটা শব্দ। লাল বলের টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় অসম্ভব তাৎপর্য এই শব্দের। গতকাল তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বুমরাহহীন ভারতের বোলিংয়ের নেতা মহম্মদ সিরাজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে জানিয়েছিলেন, এজবাস্টনের পিচ ক্রমশ মন্থর হচ্ছে। এমন পিচে ধৈর্য ধরতেই হবে। সফল হওয়ার সেটাই প্রাথমিক ও মূল শর্ত। সিরাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্টোকস, হ্যারি ব্রুকদের দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট করার পর্যাপ্ত সময় পাবে তো টিম ইন্ডিয়া? যে কোনও রান তাড়া করার হুঁশিয়ারি ব্রুকরা ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন। ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে হাত থেকে ব্যাট উড়ে যাওয়া ঋষভের পর অধিনায়ক শুভমানের আগ্রাসী ব্যাটিং প্রমাণ করে দিয়েছে, এজবাস্টন টেস্ট জিততে মরিয়া ভারত। কিন্তু বাস্তবে টিম ইন্ডিয়ার পরিকল্পনা সফল হবে তো?

শুভমান-ঋষভ যদি টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের নিউক্লিয়াস হয়ে থাকেন, স্যর জাদেজাকেও রাখতে হবে সেই তালিকায়। প্রথম টেস্টে নিজের অলরাউন্ড দক্ষতার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সমালোচনাও হয়েছিল। এজবাস্টনের প্রথম ইনিংসে ৮৯ রানের মূল্যবান ইনিংসের পর আজ দ্বিতীয় ইনিংসেও হাফ সেঞ্চুরি করে ব্যাটটাকে তলোয়ারের মতো ঘুরিয়ে জাড্ডু ইতিমধ্যেই জো রুটদের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়েছেন। শুভমানের নয়া টিম ইন্ডিয়ার অবশ্য ইতিহাসের দিকে নজর নেই। ৩৭১ রানের লিডের পরও প্রথম টেস্ট হারের যন্ত্রণা ভুলতে এজবাস্টনে ‘অন্য’ ভারত হাজির দুনিয়ার দরবারে।

পাহাড়প্রমাণ রানতাড়ার চাপ নিয়ে খেলতে নেমে ইংল্যান্ড শুরুতেই দুই ওপেনারকে হারিয়েছে। জ্যাক ক্রলি শূন্য রানে মহম্মদ সিরাজের শিকার হন। বেন ডাকেটকে (২৫) ফেরান আকাশ দীপ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইংল্যান্ড ৪.৩ ওভারে ৩০/২ স্কোরে দাঁড়িয়ে।

৮৬.১৮ মিটার থ্রোয়ের পথে নীরজ চোপড়া। বেঙ্গালুরুতে শনিবার।

নীরজ ক্লাসিকে সেরা চোপড়া

বেঙ্গালুরু, ৫ জুলাই : নীরজ চোপড়া ক্লাসিক ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনার অভাব ছিল না। ঘরের মাঠে এটাই ছিল জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। জার্মানির টমাস রোহলার ছাড়া সার্কিটে বড় নাম সেভাবে না থাকায় শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে নীরজের সোনা জয় নিয়ে সংশয় ছিল না। প্রায় ১৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে ৮৬.১৮ মিটারের সেরা থ্রো নিয়ে এক নম্বর স্থানে শেষ করেছেন নীরজই। যদিও তাঁর প্রথম প্রয়াসটাই ফাউল হয়। তবে দ্বিতীয়টিতেই ৮২.৯৯ মিটার থ্রোয়ে তিনি শীর্ষে উঠে এসেছিলেন। তৃতীয় প্রয়াসে আসে প্রতিযোগিতায় তাঁর সেরা থ্রো। যা চেষ্টা করেও টপকাতে পারেননি কেনিয়ার জুলিয়াস ইয়েগো (৮৪.৫১ মিটার) ও শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগে (৮৪.৩৪ মিটার)। দুইজনে যথাক্রমে দুই ও তিন নম্বরে শেষ করেছেন।

হার রিচাদের

লন্ডন, ৫ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০ ম্যাচে ৫ রানে হেরে গেল ভারতীয় মহিলা দল। দুই ওপেনার সোফিয়া ডাঙ্কলে (৫৩ বলে ৭৫) ও ড্যানি ওয়াট-হজের (৪২ বলে ৬৬) দাপটে ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে ১৭১ রান করে। দীপ্তি শর্মা ও অরুন্ধতী রেড্ডি নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট। পালটা জবাব দিচ্ছিলেন ভারতীয় ব্যাটাররাও। স্মৃতি মান্ধানা (৫৬) ও শেফালি ভার্মার (৪৭) পর ক্রিজে সেট হয়ে গিয়েছিলেন হরমনপ্রীত কাউর (২৩), জেমিমা রডরিগজরা (২০)। তবে রিচা ঘোষ ১০ বলে ৭ রান করেই ফিরে যান। ভারত আটকে যায় ১৬৬/৫ স্কোরে।

জোটার জন্য আইজলে বন্ধ লিভারপুল স্টোর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

দিয়োগো জোটার প্রয়াণে আইজলে ঝাঁপ বন্ধ থাকল লিভারপুল এফসি স্টোরের।

কলকাতা, ৫ জুলাই : শেষ শটটাও ছিল গোলে!

এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও। দিয়োগো জোটার মৃত্যুর পর কেটে গেছে দু-দুটি দিন। তাঁর শেষ শয্যা থেকেও গোলে বল রেখে চলে গিয়েছেন এই পর্তুগিজ ফুটবলার। সারা বিশ্ব দেখেছে, তাঁর কফিন ঘিরে বন্ধুরা পাস বাড়ানো শুরু করেন। শেষ শটটা কফিনে লেগে গোলে ঢুকে যায়। এরপর জোটার কফিন ঘিরে ধরে তাঁর বন্ধুরা চিৎকার করেন, কেউ গোলের উল্লাস প্রকাশ করেন, কেউ কাঁদতে থাকেন। এভাবেই শেষ যাত্রায় রওনা দেন প্রাক্তন লিভারপুল তারকা।

অবাক কাণ্ড একটা মৃত্যুতেই কখন যেন ফুটবল ও ফুটবলারকে ঘিরে লিভারপুল, পর্তুগাল ও ভারতের প্রত্যন্ত পাহাড়ি শহর আইজল মিলে যায়! মিজোরামের আনাচে-কানাচে সর্বত্রই ফুটবলের বাস। জেজে লালপেখলুয়া, মালসোয়াম টুলুঙ্গা, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেদের মতো ফুটবলার উঠে আসা রাজ্যের মানুষের ভালোবাসার আর এক নাম হল ফুটবল। প্রতিটি বাড়ি, হোটেল, পাবলিক পরিবহণ সর্বত্র দেখা যাবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বিভিন্ন ক্লাবের পতাকা, স্কার্ফ, সাধারণ মানুষের পরনে বিশ্বের তাবড় তাবড় ক্লাবের জার্সি বা জ্যাকেট। এদেশের তালিকায় এই রাজ্য জনসংখ্যার বিচারে ২৫ নম্বরে। কিন্তু মোট পেশাদার ফুটবলারের মধ্যে ১৭.৫৮ শতাংশ উঠে আসে এই রাজ্য থেকে। এহেন রাজ্যের মানুষ যে জোটার মৃত্যুতে শোকাহত হবেন তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু একটা আস্ত দোকানের নামই যদি হয় লিভারপুল এফসি স্টোর, তাহলে সেখানকার মালিক বা তাঁর পরিবারের যে সেই ক্লাবের একজন তারকার মৃত্যু বাড়তি ধাক্কা দেবে, তাতো বলাই বাহুল্য। আর সেটাই দেখা গেছে আইজলের রামলুয়ান ভেঙ্গলাই এলাকার এক দোকানকে ঘিরে। দোকানের নাম লিভারপুল এফসি স্টোর। যেদিন জোটার মৃত্যু হয় গাড়ি দুর্ঘটনায়, সেদিন নিজেদের দোকান বন্ধ রেখে তার সামনে শোক পালন করতে দেখা গেছে ওই দোকান যাঁদের সেই পরিবারের সদস্যদের।

এক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে যেখানে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পরিবারের চার সদস্য। পিছনে দোকানের শাটার ফেলা। আর তাঁর সামনে শোক পালন করছেন তাঁরা। হয়তো এভাবেই তাঁরা মনে রেখে দিতে চাইলেন নিজেদের প্রিয় ক্লাবের সদস্যকে। অথবা এভাবেই তাঁর প্রতি দেখালেন শ্রদ্ধা!

শেষকৃত্যে সঙ্গী সতীর্থরা

লিসবন, ৫ জুলাই : অশ্রুসজল চোখে বিদায়। গোটা পর্তুগালবাসীর চোখে জল। শোকস্তব্ধ লিভারপুল। পথ দুর্ঘটনায় দিয়োগো জোটার মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না ফুটবলপ্রেমীরা।

শনিবার স্থানীয় সময় বেলা এগারোটায় পর্তুগালের গন্ডোমার শহরের ইগরেজা মাত্রিজ গির্জায় জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন তাঁর সতীর্থ ও কোচেরা। পর্তুগাল জাতীয় দলের ফুটবলার বার্নার্ডো সিলভা, রুবেন ডায়াস, ব্রুনো ফার্নান্ডেজদের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। ছিলেন পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজ।

ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার চুক্তি ছিল অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির। সেই চুক্তির পুরো টাকাটাই জোটার পরিবারকে দেওয়া হবে বলেই লিভারপুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিকে, জোটার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে দেখা গেল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। পর্তুগাল অধিনায়কের অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, রোনাল্ডো উপস্থিত থাকলে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা হতে পারত। তাই আসেননি পর্তুগিজ মহাতারকা। এমনিতেই এদিন জোটার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রচুর ফুটবল অনুরাগীদের ভিড় হয়েছিল। ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে।

অনুপস্থিত রোনাল্ডো

ফাইনাল ম্যাচ খেলেই পর্তুগিজ তারকা রুবেন নেভেস পর্তুগালে চলে আসেন প্রিয়বন্ধুর শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন বলে। এমনকি বন্ধুর কফিন বইতেও দেখা গেল তাঁকে।

লিভারপুল অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডায়েক ও ডিফেন্ডার অ্যান্ড্রু রবার্টসন শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লিভারপুল অধিনায়কের হাতে ছিল একটি ফুলের তোড়া, যাতে জোটার জার্সি নম্বর লেখা ছিল। এদিন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট, স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজদেরও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। জোটাকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর খেলে যাওয়া ২০ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিভারপুল। প্রয়াত পর্তুগিজ তারকার সঙ্গে আরও দুই বছরের

দিয়েগো জোটার কফিনের সামনে ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী ও বোন।

ক্লাব বিশ্বকাপেও পর্তুগিজ তারকাকে স্মরণ

সেমিতে চেলসি-ফ্লুমিনেজ

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই : যাত্রা থামল আল হিলালের।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল সৌদি আরবের দলটি। কিন্তু ব্রাজিলের ফ্লুমিনেজের কাছে ২-১ গোলে হেরে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হল তাদের।

ম্যাচের শুরুতে প্রয়াত পর্তুগিজ ফুটবলার দিয়েগো জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভাকে স্মরণ করা হয়। এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সেইসময় কান্না চেপে রাখতে পারেননি আল হিলালের দুই পর্তুগিজ তারকা রুবেন নেভেস ও জোয়াও ক্যান্সেলো।

আবেগ সরিয়ে ম্যাচে খেলতে নেমে দলকে জেতাতে ব্যর্থ রুবেন নেভেসরা। ৪০ মিনিটে ম্যাথেউস মার্টিনেল্লির গোলে এগিয়ে যায় ফ্লুমিনেজ। অবশ্য ৫১ মিনিটে আল হিলালের হয়ে সেই গোল শোধ করেন মার্কোস লিওনার্দো। ৭০ মিনিটে হারকিউলিসের গোলে প্রথম দল হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ চারে ওঠার ছাড়পত্র আদায় করে ফ্লুমিনেজ। তারা প্রথম সেমিফাইনালে চেলসির মুখোমুখি হবে।

চেলসিকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস কোল পামারের। সঙ্গী এনজো।

এদিকে অপর কোয়ার্টার ফাইনালে পালমেইরাসের স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে দিয়েছে চেলসি। তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটিকে। এই ম্যাচের আগেও প্রয়াত পর্তুগিজ তারকা জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভাকে স্মরণ করা হয়। সেইসময় চেলসির পর্তুগিজ তারকা পেদ্রো নেটোর হাতে দেখা যায় জোটা ও আন্দ্রে সিলভার নামাঙ্কিত বিশেষ জার্সি।

১৬ মিনিটে কোল পামারের গোলে চেলসি এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ৫৩ মিনিটে সমতা ফেরান এস্তেভাও। তবে ৮২ মিনিটে অগাস্টিন গিয়াইয়ের আত্মঘাতী গোলে স্বপ্নভঙ্গ হয় ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির। এদিকে ম্যাচের পর চেলসি কোচ এনজো মারেসকা পর্তুগিজ তারকা নেটোর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সকলেই জানি প্রয়াত জটার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল পেদ্রো নেটো। ওকে ম্যাচের আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ম্যাচে খেলবে কি না? কিন্তু এই পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত নেটো মাঠে নেমেছে এবং দুর্দান্ত খেলেছে। ওর লড়াইয়ের প্রশংসা করতেই হয়।’

সেমিতে শ্রীকান্ত

ওন্টারিও, ৫ জুলাই : শীর্ষ বাছাই চৌ তিয়েন চেনকে হারিয়ে কানাডা ওপেন ব্যাডমিন্টনের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ৪৩ মিনিটের লড়াইয়ে তাইওয়ানের শাটলারের বিরুদ্ধে শ্রীকান্ত ২১-১৮, ২১-৯ পয়েন্টে জয় পেয়েছেন। শেষ চারে শ্রীকান্ত মুখোমুখি হবেন জাপানের কেন্টা নিশিমোতোর। এই জাপানি শাটলারের কাছে ২১-১৫, ৫-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়েছেন শংকর মুথুস্বামী সুব্রহ্মণিয়াম। মহিলাদের সিঙ্গলসে শেষ আটে বিদায় নিয়েছেন এস ভালিশেট্টি। ২১-১২, ১৯-২১ ও ১৯-২১ পয়েন্টে অ্যামেলি শুলৎজের কাছে তিনি হেরে যান।

সংগীতার গোলে স্বপ্নপূরণ, এশিয়ান কাপে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুলাই : ভারতের পুরুষ দল এএফসি এশিয়ান কাপ খেলবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তারই মাঝে এশিয়ান কাপে খেলার স্বপ্নপূরণ করল জাতীয় মহিলা দল।

এই প্রথমবার যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে ভারতের মেয়েরা। শনিবার যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে ২-১ গোলে থাইল্যান্ডকে হারিয়েছে ক্রিসপিন ছেত্রীর মেয়েরা। সৌজন্যে বঙ্গতনয়া সংগীতা বাসফোর। এদিন তাঁর জোড়া গোলেই এশিয়ান কাপে খেলার স্বপ্নপূরণ হয় ভারতের।

এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করার পর ভারতীয় মহিলা দল।

২৯ মিনিটে সংগীতা গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন। ৪৭ মিনিটে চাটচাওয়াং রোধং গোল করে থাইল্যান্ডকে সমতায় ফেরান। ৭৪ মিনিটে ফের সংগীতা গোল করে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন।

শেষবার ২০০৩ সালে ভারতের মহিলা দল এএফসি এশিয়ান কাপে অংশগ্রহণ করেছিল। সেবার অবশ্য কোনও যোগ্যতা অর্জন পর্ব ছিল না। ২০২২ সালে খেলার সুযোগ পেলেও কোভিডের জন্য নাম প্রত্যাহার করে নেয় তারা। অবশেষে আগামী বছর অস্ট্রেলিয়াতে এশিয়ান কাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে ক্রিসপিনের ভারতীয় দল।

রাজ্য পর্যায়ে অংশ নিতে যাওয়ার আগে সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুল।

রাজ্য পর্যায়ে সরলা

কুশমণ্ডি, ৫ জুলাই : সুব্রত কাপ ফুটবলে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে রাজ্য পর্যায়ে অংশ নিতে শনিবার কলকাতা রওনা হল সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুল। এই হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ নিমাইচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, ৮ জুলাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সুব্রত কাপের রাজ্য পর্যায়ের খেলা শুরু হবে। গত বছর সরলা রাজ্য পর্যায়ে রানার্স হয়েছিল। সরলা ভূপেন্দ্রনাথ ছাড়াও মালদা জেলার হাতিমারি হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর জেলার হাতিয়া হাইস্কুল এবং নন্দঝাড় হাইস্কুল রাজ্য পর্যায়ে অংশ নেবে। *ছবি : সৌরভ রায়*

জয়ী ২০২৩

কোচবিহার, ৫ জুলাই : জেনকিন্স সুপার লিগের ফুটবলে শনিবার ২০২৩ ব্যাচের প্রাক্তনীরা ২-০ গোলে হারিয়েছে ২০১৪-১৫ সংযুক্ত দলকে। গোল করেন রাজদীপ রায় ও ম্যাচের সেরা কৌশিক লিম্বু।

হাতিয়াকে সংবর্ধনা

রায়গঞ্জ, ৫ জুলাই : আলিপুরদুয়ারে শুক্রবার সুব্রত কাপ ফুটবলের ক্লাস্টার পর্যায়ে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় রায়গঞ্জের হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়। এদিন বিদ্যালয়ের তরফে ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ সিনহা বলেছেন, ‘খুব সুন্দর খেলে আমাদের ছাত্রীরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রীতিকা বর্মন অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের ট্রায়ালে সুযোগ পাওয়ায় তাকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।’

বিবেকানন্দের ড্র

তুফানগঞ্জ, ৫ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে শনিবার বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা চিরঞ্জিৎ।

ঝোড়ো সিনার, লড়াই সাবার

লন্ডন, ৫ জুলাই : উইম্বলডনে টানা তিনটি ম্যাচ স্ট্রেট সেটে জিতে চতুর্থ রাউন্ডে উঠলে জানিক সিনার। বিশ্বের এক নম্বর ইতালিয়ান তারকা ৬-১, ৬-৩, ৬-১ গেমে হারালেন স্পেনের পেদ্রো মার্তিনেজকে। যদিও ডান কাঁধের চোটে প্রথম ৫টি গেমে ঠিক মতো সার্ভই করতে পারেননি। পরে চিকিৎসা নিয়ে খেলা চালিয়ে যান। সেই সুযোগেই মাত্র ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে ম্যাচ শেষ করেন সিনার। জিতে উঠে বলেছেন, ‘এর চেয়ে ভালো প্রথম সপ্তাহ হতে পারত না। তবে কাঁধের চোট পেদ্রোকে ভুগিয়েছে।’ অন্যদিকে, শুক্রবার গভীর রাতে মেয়েদের সিঙ্গলসে এক নম্বর ব্রিটিশ তারকা এমা রাদুকানু ৬-৭ (৬-৮), ৪-৬ গেমে হেরেছেন শীর্ষ বাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কার কাছে। প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে সাবালেঙ্কার মন্তব্য, ‘প্রতিটি পয়েন্টের জন্য লড়াই করতে হয়েছে।’